১৫ই মাঘ । সপ্তদশ সংখ্যা । দ্বিতীয় বর্ষ ১৩২৭ ।

চরকার-উৎসব ।

শ্রীসরসীবালা বসু ।

এক টাকা সংস্করণ ।

প্রকাশক

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

১১৮, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন সংযোজনা—অপূর্ব্ব সম্মিলন !

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়, আমাদের উপন্যাস সিরিজের জন্য কলম ধরিলেন !

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী।

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া।

শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" দুর্গাদাস লাহিড়ী।
" নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।
" হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
" চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বি-এ।
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম এ।
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল।
" নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।
" হেমেন্দ্রকুমার রায়।
" বিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল্।
" ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।
" গিরিজাকুমার বসু।
" ব্রজমোহন দাস।
" প্রফুল্লচন্দ্র বসু।
" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" শরৎচন্দ্র পাল, পরিচালক।

প্রতি মাসেই সাহিত্য-জগদ্বরেণ্য উল্লিখিত সুলেখক-লেখিকাবৃন্দের একখানি করিয়া মনোমদ উপন্যাস—পূর্ব্বের মত আপনাদের হাতে দিতে পারিব।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত, } স্বত্বাধিকারী—
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল। } কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির।

নিবেদন ঃ

দুই বৎসর পূর্ব্বে চরকার উৎসব লিখিয়াছিলাম, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সাদরে 'ভারতবর্ষে' বাহির করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনো বন্ধু, বহিখানি, মাসিক পত্রে বাহির না করিয়া, পুস্তকাকারে তখনি বাহির করিবার জন্য বলেন, সুতরাং আমি সেই ব্যবস্থাই করি, তারপর হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জাক্রান্ত হইয়া বহুদিন যাবৎ শয্যাগত থাকি, প্রায় একবৎসর পর্য্যন্ত রোগ ভোগের পর যখন সুস্থ হই, তখন বহিখানি প্রকাশ করিবার আর উৎসাহ ছিল না, সম্প্রতি, শ্রীমান শরৎ ও শ্রীমান গোষ্ঠের সহায়তায় বহিখানি মুদ্রিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম, আমার সামান্য উপহার দেশের ভাই ভগিনীদিগের হাতেই অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম, তাঁহারা এ বইখানিকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

বিনীতা—

গ্রন্থকর্ত্রী।

চরকার-উৎসব।

—এক—

"যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়" এই প্রবাদ বাক্যটির যাথার্থ্য অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া থাকেন, বেচারী কুঞ্জলালকেও এই সত্যটি, হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে হইয়াছিল।

গান বাজনা জিনিষটার উপর তাঁহার মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না, ছেলেগুলির মাথা খাইবার, ও তাহাদিগকে কুপথে লইয়া যাইবার যতগুলি জিনিষ এ সংসারে আছে, তার মধ্যে ইহাও একটি প্রধান উপকরণ, ইহাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যলালকে তিনি খুবই সাবধানে মানুষ করিতেছিলেন, ছেলের নিয়মিত পড়া শুনার দিকে তাঁর বেশ প্রখর দৃষ্টি ছিল, কিন্তু হইলে কি হয়, মনটার ভিতর বোধ হয় কড়া পাহারার ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই, সুতরাং অল্প বয়স হইতে ঐ গানবাজনার দিকে তার মনটা বেশী রকমই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। পাশের বাড়ীতে হার্ম্মোনিয়াম বাজিলে, বা কারও বাড়ীতে গ্রামোফোনের গান হইলে, তৎক্ষণাৎ সে পড়া বা খেলা ফেলিয়া দেখিতে ও শুনিতে ছুটিত। কুঞ্জলাল রেলে চাকুরী করিতেন, মাহিনাও পাইতেন ভাল, স্ত্রী জয়াবতী,

অনেকবার স্বামীর কাছে, একটি গ্রামোফোনের জন্য ধন্না দিয়াছিল, —অমুক বাবু তার স্ত্রীকে গ্রামোফোন কিনিয়া দিয়াছে, অমুক এতো টাকা খরচ করিয়া, তার স্ত্রীর জন্য ডাকে নন্দবিদায় ও আলিবাবার পালা আনাইয়া দিয়াছে, এই রকম দৃষ্টান্ত যখন তখন স্বামীর নিকট খাড়া করিত। দূরদর্শী কুঞ্জলাল, ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই স্ত্রীর এ আবদার রক্ষা করিতে পারেন নাই, অথচ এতোখানি সাবধানতা স্বত্বেও, বাড়ীতে গান বাজনার সম্পর্ক না থাকিলেও সত্যলাল যে কেমন করিয়া ঐ জিনিষেব অনুরাগী হইয়া পড়িল, ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

পোড়া দেশে আবার সখের থিয়েটার আছে, মধ্যে মাসে এ দিক্ সে দিক্ হইতে যাত্রার দলও আমদানী হয়, কুঞ্জলাল ওসব জিনিষের ত্রিসীমা মাড়ান না, স্ত্রীর কাকুতি মিনতি স্বত্বেও যাইতে দেন না, তথাপি একদিন রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে অতি কোমল ও মধুর কণ্ঠের গান শুনিলেন,

"ধীরে সমীরে যমুনা তীরে,
বসতি বনে বনমালী,"

অল্পদিন হইল সখের থিয়েটারে জয়দেব অভিনয় হইয়া গিয়াছে, এ গানটি উহারই।

তিনি বাড়ী ঢুকিতেই গান বন্ধ হইয়া গেল, জয়াবতী কোলের শিশুকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া নিজেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীর আহ্বানে উঠিয়া বসিলেন, কুঞ্জলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "গান গাচ্ছিল কে?", গান যে কে গাহিতেছিল, অনেকটা অনুমান করিলেও সে অনুমানকে সত্যের আকার দিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। জয়াবতী কহিলেন, "কে আর গাইবে? সত্য

বোধ হয় গাইছিল।" কুঞ্জলাল গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "সত্য—গান গাইতে পারে? অমন মিষ্টি সুর শিখলে কোথায়?"

জয়াবতী স্বামীর গান বাজনার প্রতি বিরাগের বিষয় ভাল রকমই জানিতেন, এখন স্বামীর জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "তুমি তো শোন নি, তা জানবে কি কোরে। সত্যর আমার এমন গলা! পাড়ার বোষ্টুমী দিদির কাছে, "আর বাঁশী বাজায়ো না শ্যাম" গানটা এমন সুন্দর শিখেছে, যে তা শুনে মনে হয়, যেন সত্যিই বাঁশী বাজছে, মিত্তিরদের বাড়ীর বড় গিন্নী, আর বউগুলো তো ওর গান শোনবার জন্যে পাগল।"

কুঞ্জলাল বুঝিতে পারিলেন, এই জন্যই সত্য এ বৎসর পরীক্ষায় ক্লাশ প্রমোশন পায় নাই, জিয়োগ্রাফী ও জিওমেট্রী তাই আর তার ভাল কণ্ঠস্থ হয় না, তিনি তখনই সত্যর দুই কাণ মলিয়া, পিঠে দু-চারটা চড়-চাপড় বসাইয়া দিয়া, তাকে ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ ভাবে সাবধান করিয়াছিলেন। যে জিনিষকে তিনি অনেক হাত দূরে রাখিয়া, চিরটা কাল এড়াইয়া আসিতেছেন, আজ কি না, তাহাই তাঁর ঘরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে? এতো বড় অন্যায় কি সহ্য হয়? ভদ্রলোকের ছেলে, এই বয়সে পড়া শুনা ছাড়িয়া, পাড়ার বখাট গুন্ডার সঙ্গে মিশিয়া, থিয়েটার যাত্রার দলে আড্ডা দিয়া বেড়াইবে, ইহা কোন পিতার প্রাণে সহ্য হয়?

সত্যলাল পিতার কাছে প্রহৃত হইয়া, নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিল, কতকগুলি দেশলাইএর বাক্সতেই সে বাঁশী বাজাইবার সখ মিটাইত, উঠিয়া আগুণ জ্বালিয়া, সেই আগুণে তার যত্নের জিনিষ গুলিকে আহুতি দিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর সে পাড়ার গৃহিণীদের সহস্র অনুরোধেও গান গাহিয়া শুনাইতে যাইবে না, তা

তাঁরা, যত কিছু পুরস্কার দিবারই প্রলোভন দেখান না কেন, কোনো কিছুরই খাতির আর সে রাখিবে না।

—দুই—
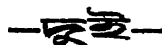
সন্ধ্যার পর, শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নালোকিত আকাশখানিকে ঘন তমসাবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়া, আষাঢ়ের মেঘমালা, গুরু গুরু গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিয়াছে, দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল, সেই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ও গাঢ় অন্ধকার রাশিকে চমকিত করিয়া, আকাশের বুকে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-দীপ্তির লুকাচুরী খেলা চলিতে লাগিল।

সেই সময় স্থানীয় মুন্সেফ হিমাকর বাবুর বৈঠকখানা গৃহে খুব উৎসাহের সহিত তাস খেলা চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পান তামাকের সম্বর্দ্ধনা যে না চলিতেছিল, তাহা নয়। অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, হিমাকর বাবু তাস খেলায় যোগ দেন নাই, চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কয়েকখানি ইংরাজী বাঙলা খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, স্থানীয় উকীল হরিমোহন বাবু, ও মোক্তার উমেশ বাবুও তাঁহার নিকটে বসিয়া, সংবাদ পত্র নাড়া-চাড়া করিয়া, কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন।

উমেশ বাবু বলিতেছেন, "কাপড়ের অভাবে দেশের সর্ব্বনাশ হ'তে বস্‌ল, খবরের কাগজগুলো তো আর পড়া যায় না, বস্ত্রাভাবে, লজ্জা নিবারণ না করতে পেরে, মানুষ আত্মহত্যা করতে কাতর হচ্ছে না, একি ভয়ানক ব্যাপার। আবার এই সামনে পুজো আসছে, দেশের লোক যে কী করবে, তা ভেবে পাই না।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "আর মশাই পুজো, লজ্জা নিবারণের জন্যে দু'চারখানা কাপড় কিনে সংসার চালাতে পারলে হয়, তা আবার পাল পার্ব্বনের পোষাকী কাপড়। আমাদেরই যখন এই কষ্ট, তখন গরীব দুঃখীদের কি বিপদ্ ভেবে দেখুন দেখি! আগে লোকে ছেঁড়া কাপড় দু'চারখানা হাত তুলে খুসী হোয়ে গরীব দুঃখীদের দিত, এখন তাও আর কেউ পারছে না।"

মহেন্দ্র বাবুর তাস খেলার পড়তাটা নিতান্ত মন্দ যাইতেছিল, তিনি ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় কাণ দিয়া বলিলেন, "একেবারে মারলে মশাই, এখনো পর্য্যন্ত সরকার থেকে কাপড়ের ওপর একটা বাঁধা ধরা নিয়ম করলে না, তা কি কোরে কি হবে। আমাদের মতন লোকের তো পাঁচটার সংসারে কাপড় যোগাতে দশহাত জিভ্ বেরিয়ে যাচ্ছে, বড় লোকদের অবিশ্যি ততো গায়ে লাগে না।"

উমেশ বাবুর কিছু জমিজমা থাকায় অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, এবং তাহার গৃহিণী খুব সৌখীন রকমের কাপড় নহিলে ব্যবহার করেন না, সম্ভবতঃ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই মহেন্দ্র বাবু কথা গুলা বলিলেন।

উমেশ বাবু সে কথা গায়ে না মাখিয়া কহিলেন, "মাড়োয়াড়ীরা এ সময়ে দু'হাতে পয়সা লুটছে, ক'বছরে সব ফেঁপে উঠ্লো। গবর্ণমেণ্ট এর একটা প্রতীকার না কোরলে আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই, তবে এর একমাত্র উপায় আছে বটে, হায় হায় করা।"

উমেশ বাবুর এ যুক্তি সকলেই সমর্থন করিলেন, হিমাকর বাবু এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে সকলের কথা গুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন, এই-বার তিনি ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু সত্যিই কি এ সময়ে আমাদের করবার কোনো কিছু নেই?"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "কি আছে বলুন? খবরের কাগজ-ওলারা এক ধুয়ো ধরেছে বটে, যে আবার চরকা চালাও, তুলোর চাষ কর। কিন্তু সব বাজে বকুনী। তাঁতী জোলারা তাঁতে মোটা কাপড় দু'চার খান বুনছে বটে, কিন্তু বিলাতী কাপড়ে আমাদের দেশের লোকের taste কে এমন কোরে দিয়েছে, যে এতো অভাবের দিনেও সে কাপড় আমরা ছুঁতে পারি না—"

প্রসঙ্গটি আগ্রহজনক বলিয়া, এক এক করিয়া সকলেই আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন, খেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, হিমাকর বাবু কহিলেন, "গ্রামের তাঁতি যে মোটা কাপড় বোনে, তা কোথা বিক্রী হয়?"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "কেন, এখানকার হাটেই তো বিক্রী হয়, আপনি বুঝি দেখেন নি? সাঁওতালরাও অনেকে সে রকম মোটা কাপড় বোনে, ওরা মোটা কাপড় ছাড়া পরে না, তবে আজ-কাল অনেক সাঁওতাল-মেয়েরা বিলাতী পাছাপেড়ে সাড়ী ধরেছে বটে।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "সে কাপড় খুব মোটা আর মজবুৎ হয় বোধ হয়?"

উমেশ বাবু কহিলেন, "তা আর বলতে, একেবারে পুরু চট্।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "আমি তো মশাই আর কাপড় কিনে কুলিয়ে উঠতে পারছি না, তাই গত হাটে, ঐ মোটা কাপড়ই ছেলেমেয়েদের কিনে দিয়েছি।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "আপনার কথা আলাদা, কিন্তু, কচি ছেলেদের গায়ে ঐ মোটা খোরুড় কাপড় ভারী ঠেকবে না?"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "এখানে চরকা কারও ঘরে নেই কি? যদি অনেকগুলো চরকায় সূতো কাটিয়ে, তাতে মোটা কাপড়

বোনাবার ব্যবস্থা হয়, তাতে কি এই অভাবের দিনে একটুও সুবিধে হবে না আপনারা মনে করেন ?"

উমেশ বাবু কহিলেন, "তা হবে না কেন, ছোটলোকদের পক্ষে অনেক সুবিধে হবে।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "যদি পুরো গজা কাপড় হয় মশায়, তো আমরা স্ত্রী পুরুষ তো আগে পরে বাঁচি।"

বিনোদ বাবু কহিলেন, "আপনার বাড়ীতে সত্য ব'লে যে ছোক্‌রা মেয়েদের গান শেখাচ্ছে, সে কোত্থেকে সে দিন দু'খানা চরকা নিয়ে যাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করলাম,—কি করবি রে? তা বললে, 'সুতো কাটব।' তার কাছে আপনি খোঁজ নিন্ না।"

উমেশ বাবু কহিলেন, "সে এক মাথা পাগ্‌লা ছেলে, তার কথা তো সব শুনেছেন মশাই, গান গান কোরে লেখা পড়া মাটী করলে, ভাগ্যে বাপ কিছু জমীজমা রেখে গেছল, তাই দিন যাচ্ছে, নইলে তো পথে বস্‌তো। অবস্থা ওদের স্বচ্ছলই ছিল, বাপ বেচারী হঠাৎ মারা গিয়ে বড় খারাপ হয়ে পড়েছে।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "নিজের দোষে তো ছেলেবেলায় পড়া শুনো ছেড়ে দিয়ে, দু'বছর ধোরে যাত্রার দলে হৈ হৈ কোরে কাটিয়ে এল, এখন আবার বুড়ো বয়সে, নতুন কোরে শেখবার সাধ হয়েছে, এর তার কাছে পড়ার মানে জিজ্ঞেস কোরে বেড়ায়, আমার দশবছরের ছেলে ফিপ্‌থ্‌' ক্লাশে পড়ে, তার কাছে আসে মানে জান্‌তে।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "গান কিন্তু গায় চমৎকার, হারমো-নিয়ামে সেতারেও বেশ হাত পাকিয়েছে, বাঁশী যা বাজায়, মনকে মুগ্ধ কোরে ছাড়ে।"

উমেশ বাবু কহিলেন, "তা থিয়েটারে কি যাত্রায় ঢুক্‌লে দু পয়সা রোজগার করতে পারে বটে।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "তা আর ঢুকে কাজ নেই, লেখা পড়া না শিখলেও ছেলেটির স্বভাবটী বড় ভাল, ঐ গুণেতেই ওকে সবাই সোণার চোখে দেখে।"

এই সময় বৃষ্টিটা ধরিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া বাবুরা মজলিস ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, পথে আসিতে আসিতে বিনোদ বাবু কহিলেন, "মুন্সেফ বাবুর একটু ঝোঁক আছে, মুখে বেশী কিছু না বললেও উনি মনে মনে, তূলোর চাষ আর চরকার সুতো কাটার কথা ভাবছেন, হয় তো কিছু একটা করবার মৎলব করছেন।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "লোকটি বড় ভদ্র আর সজ্জন, শুনেছি স্ত্রীটিও নাকি ভারী অমায়িক, মেয়ে দু'টিকে দেখলে তা অনেকটা আন্দাজ করা যায়।"

বিনোদ বাবু কহিলেন, "ব্রাহ্ম হচ্ছেন এই যা দুঃখু, নিজেদের দলের লোক হোলে কত ভাল হোতো।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "নিজেদের দলের বাইরে ব'লে বুঝি আর ভাল হ'তে নেই, বেশ তো মশাই আপনার আইডিয়া।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "যেতে দিন্ মশাই দলাদলির কথা, আমার মনে হচ্ছে, উনি যা আন্দাজ করছেন, তা বড় অসম্ভব নয়, চেষ্টা করলে হয় তো কিছু হতে পারে।"

হরিমোহন বাবু উৎসাহের সহিত কহিলেন, "তা নিশ্চয়, ইংরিজীতে একটা কথা আছে, "necessity is the mother

of invention' এই বস্ত্রাভাবের দিনে, পেন্সন প্রাপ্ত চরকার যদি আবার অভ্যুদয় হয়, তা মন্দ কি ?

—তিন—

হার্ম্মোনিয়ামের সম্মুখে মীরা, নীরা বসিয়া গান অভ্যাস করিতেছিল, সত্যলাল পাশের চেয়ারে বসিয়া ভুল সংশোধন করিয়া দিতেছিল, কাছেই সুনন্দা বসিয়া একখানি মোটা রকমের সাদা কাপড়ে ডিজাইন করিয়া, লালসূতা দিয়া পাতা, ফুল তুলিতে ছিলেন, বৃষ্টি ধরিয়া আসিতে দেখিয়া, মাথা তুলিয়া সত্যলালকে কহিলেন, "বৃষ্টি থেমে এল সত্য, এই বেলা তুমি যাও, আবার বোধ হয় চেপে জল আসবে। যেরকম কালো মেঘ ঈশানকোণে জমে রয়েছে।" সত্যলাল উঠিয়া দাঁড়াইল, এই সময় হিমাকর বাবু বাড়ীর মধ্যে আসিলেন, সত্যলাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজের চেয়ারখানি, বসিবার জন্ত হিমাকর বাবুকে আগাইয়া দিল, হিমাকর বাবু বসিয়াই কহিলেন, "সত্য, তুমি নাকি চরকা এনেছ ?" সত্য নতমুখে কহিল "হ্যাঁ।"

"কি করবে ?"

"সূতো কাটবো।"

"সূতো কাটতে জান ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আগে জানতুম না, কিন্ত যাদের কাছে কিনেছি, তারা শিখিয়ে দিয়েছে।"

"সে সূতোয় কি হবে ?"

"তাঁতীদের দিলে কাপড় বুনে দেবে।"

হিমাকর বাবু পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি তো খুব ভাল সেলাই বোনা জান, এখন দিনকতক ও সব কাজ ছেড়ে দিয়ে, চরকায় স্থতো কাটতে শিখতে পারবে? মীরা, নীরা, তোমরাও শিখবে। পারবে কি? সুনন্দা কহিল, "কেন পারব না? কিন্তু শিখে কি কোরব?" হিমাকর বাবু কহিলেন, "কি ক'রবে? করবার যে অনেক আছে সুনন্দা। আগে তুমি শিখে নাও, তার পর দেখবে তোমার কত কাজ আছে, তুমি এদেশের মেয়েদের সবাইকে শেখাবে, একজন দু'জন শিখতে শিখতে অনেকেই শিখবে, সেই সুতোয় কাপড় বোনা হবে, এক গ্রামের দেখে অন্য গ্রামে আবার তারাও এই রকম কোরে শিখবে, তার পর এমনি কোরে সকল জেলায়, গ্রামে, সহরে যদি সবাই উদ্যোগী হোয়ে কিছু কিছু কোরে স্থতো কাটে, দেশে তুলোর চাষ করে, তখন কি এ দারুণ বস্ত্র কষ্টের কিছু উপশম হবে না?"

সত্য অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, "খুব হবে, মাকে আমি একদিনে শিখিয়ে দিতে পারবো। আপনি যদি হুকুম দেন, আমি পাঁচশো চরকা তৈরী করিয়ে দিতে পারবো। দাম তো বেশী নয়, এক টাকা বার আনায় একটি চরকা হবে।"

সুনন্দা কহিলেন, "সত্যি এ কথাটা কাজের মত কথা বটে, এ রকম কাজ কোরতে আমার খুব ভাল লাগবে, কিন্তু এখানে আর কেউ কি এসব শিখতে রাজী হবেন? আমার তো কারু সঙ্গে তেমন আলাপও নাই।" সত্য কহিল, "বিশ্বাস তো হয় না মা, সকলে বরং ঠাট্টা করবেন, আমাকে তো সবাই কত কি বোলছেন।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "সে গুলো তোমাদের ভাববার দরকার

নেই, মানুষের স্বভাব নূতন একটা কিছু দেখলে তার বিরুদ্ধাচরন করা, কিন্তু জিনিষ ভাল খাঁটী হোলে, দু'দিনে তার আদর হোতেই হবে। তোমরা নিজেরা এখন প্রস্তুত হও, আর সুনন্দা, আমার বিশ্বাস, তুমি চেষ্টা করলে নিজে তো শিখতে পারবেই, মেয়েদেরও শেখাতে পারবে, তার পর বাইরের মেয়েদের শেখাবার জন্যে আমিও সব বন্দোবস্ত করে দেবো, সত্য তোমায় যথেষ্ঠ সাহায্য কোরবে। ভগবানের নাম নিয়ে ভাল কাজ আরম্ভ করলে, তার সফলতা একদিন হবেই হবে, এ বিশ্বাস তোমরা ভুললে চলবে না। খবরের কাগজে দেশের অবস্থার কথা পড়ে পড়ে আমি কদিন থেকেই এ কথাটা ভাবছিলাম, সমস্ত দেশ জুড়ে যে একটা লজ্জার কান্না বেজে উঠেছে, আমার কাণে তা যেন ছুঁচের মতন বিঁধছে, তার কিছু যদি প্রতিকার করতে পারি, অর্থাৎ আমাদের দিক থেকে যদি কিছু কায করতে পারি, আমারা তা হলে ধন্য হব। সত্য যখন চরকা কিনেছে, সুতো কাটতে শিখেছে, তখন আমার মনে হচ্ছে, এ শুভ সংযোগ বিধাতার ইঙ্গিত, তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে এ কাজ আরম্ভ করতে আর দেরী করা উচিৎ না।"

সত্য কহিল, "আমাদের যা কাপড়ের কষ্ট হয়েছে মা, মা তো বর্ষার জলে ভিজে, শুকো কাপড় একখানা পরতে পান না, আমার ভাই বোন গুলোরও সেই দশা, এমন সব দুষ্টু যে হাজার মানা করলেও ভিজতে ছাড়বেনা, মা সেই জন্য সর্ব্বদা আগুন রাখেন, কাপড় ভিজুলেই আগুনের তাতে শুকিয়ে দেন, কদিন ধোরে দেখছেন তো, রোদের মুখ দেখা যাচ্ছে না।"

নীরা কহিল, "ভিজে কাপড়, ছেড়ে ফেলতে বলনা কেন সত্য-দা, কাল আমি বেরিয়ে আসবার সময় একটুখানি ভিজেছিলাম, তা

মা আমায় জামা, কাপড়, সেমিজ, পেটিকোট সব ছাড়িয়ে দিলেন, নইলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি হ'বে যে।"

সুনন্দা কহিলেন, "কাপড় বেশী নেই, তা আমায় বল নি কেন বাছা, কাপড়ের জন্যে বড্ড কষ্ট হয়েছে বুঝি?"

সত্য কহিল, "পাঁচ টাকা জোড়া কাপড় কেমন কোরে কিনব মা? হিসেব কোরে দেখলাম, ঘরে সুতো কেটে তাঁতীদের দিয়ে বোনালে, পাঁচ টাকায় তবু দু'জোড়া কাপড় হ'তে পারবে, তখন চরকাতে সুতো কাটাই ঠিক করলাম।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "বেশ করেছ সত্য, তোমার অভাব তোমায় যে শিক্ষা দিয়েছে, তা যে তুমি সাহসের সহিত গ্রহণ করেছ, এই তোমার মহত্ত্ব। দেশের পাঁচজন যদি আজ অভাবের দিনে এমনি কোরে পথ দেখতে পায়, তা হোলে আর ভাবনা কি? আবার বৃষ্টি আসছে বোধ হয়, তুমি এখন বাড়ী যাও সত্য, কাল তোমার চরকা দেখব।"

সত্য চলিয়া গেল, সুনন্দা কহি— "ছেলেটির বেশ উৎসাহ আছে।" নীরা কহিল, "ওদের কি কষ্ট মা, তুমি কাল আমার দু'খানা কাপড় সত্যর বোনকে দিয়ে দিয়ো, আমি কিছু বলব না।"

সুনন্দা কহিলেন, "আমাকে বল্‌লেও তো আমি এক জোড়া কাপড় কিনে দিতে পারতাম,—"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "সে তো কিছু কাজের কথা না, তুমি আজ ওদের অভাবের কথা শুনে মনে করছ, না হয়, দু'জোড়া কাপড় কিনে দিয়ে ওদের সাহায্য করতে, কিন্তু গ্রামের আরও যে কত পরিবার বস্ত্রাভাবে, ভিজা কাপড় গায়ে শুকুতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের কথা ভাবছ কি? তোমরা লেখা পড়া শিখেছ, অনেক

কথা ভাববার ক্ষমতা লাভ করেছ, আজ চোখের সামনে তোমাদের কিছু করবার মত কাজ এসেছে, এটিকে অন্তরের সহিত গ্রহণ কোরে তোমরা এগিয়ে চল, দেখবে, কত অল্প দিনের মধ্যে গ্রামের লোক তোমার অনুসরণ করবে।"

সুনন্দা গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত, উদার হৃদয় স্বামীর এ উক্তিটির অনুমোদন করিলেন।

—চার—

সুনন্দা সত্যলালকে যথার্থই—পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রথম পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে এতো বড়টিই হইত, সত্যলালকে দেখিয়া একথা অনেক বারই তাঁহার মনে হইয়াছে। তাঁহার এখন দুইটি কন্যা, বড়—মীরার বয়স বছর বার-তেরো, নীরা, মীরার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট মাত্র, কোলের খোকা মনুর বয়স আট মাস, বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর কায় শিশু। হিমাকর বাবু ব্রাহ্ম, তিনি লোকটি বড় মহৎ, তাঁর উদার হৃদয়ে তিনি সকলকেই টানিয়া লইতে ভালবাসিতেন, এবং নিজের পদ গৌরব ও আত্মাভিমান, তাঁহাকে সকলের সহিত অকুণ্ঠিত ভাবে মিলিতে মিশিতে বাধা দিতে পারিত না। প্রথম প্রথম পল্লীগ্রামে আসিয়া অনেক রকমে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে, ব্রাহ্মের আখ্যা—খ্রীষ্টান, সুতরাং দাসদাসী পর্য্যন্ত সহজে জুটিয়া উঠে নাই, সুনন্দা এজন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল খুঁটি-নাটি অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য হিমাকর বাবু যেন প্রস্তুতই ছিলেন। হিমাকর বাবু এখানে প্রথমে আসিয়া

যখন তাঁহার কন্যা দু'টিকে ইংরাজী বাঙ্গালা লেখা পড়া, ও গান বাজনা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকের অনুসন্ধান করেন, তখন দেশের মধ্যে ইহা লইয়া বেশ বড় রকমের আলোচনা চলিয়াছিল, এবং মেয়েদের দ্বিপ্রহরের অবসর সময়ে, ও বাবুদিগের সকাল সন্ধ্যায় বৈঠকে, এ বিষয়ের আলোচনা যে নিতান্ত অপ্রীতীকর জিনিষ ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না, বরং ইহার বীপরীতই ছিল। হিমাকর বাবুর অহিন্দু আচরণে, সকলকারই হিন্দুয়ানী, ঘা খাইয়া সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল।

সকলেই যেন বিশেষ রকমে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, এবং পাছে ইঁহাদের আদর্শে, দেশের লোকেদের রুচি বিকৃতি হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায়, দূরদর্শী, পল্লীহিতৈষীদিগের মস্তিষ্ক বেশী রকম বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু হিমাকর বাবুর সদ্ব্যবহার, ও অমায়িকতায় খুব শীঘ্রই এ আলোচনার বেগ কমিয়া আসিল, এবং অবশেষে নিজেদের মধ্যে এই বলিয়া তাঁহারা আন্দোলনের শেষ করিলেন যে, "হিমাকর বাবু ব্রাহ্ম, তাঁহার যা ইচ্ছা তিনি তাহা করুন, তাহাতে গ্রামবাসীর কি, তিনি তো তিন বৎসরের বেশী এ দেশে থাকিবেন না, মেয়েদের গান বাজনা শেখাইয়া তাহাদিগের পরকালটি ঝর্ঝরে করিতেছেন, অবশেষে তিনিই একদিন ইহার ফলভোগী হইবেন। ইহাতে গ্রামবাসীর কাহার কি আসিয়া যাইবে?

হিমাকর বাবু একদিন সান্ধ্য-ভ্রমনান্তে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন, অতি মধুর কণ্ঠে, এসরাজ বাজাইয়া কে গান গাহিতেছে,

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ—"

"হিমাকর বাবু চাপরাশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যলালের পরিচয় জানিলেন, তরুণ গায়কের কণ্ঠস্বরে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে'জন্যই এতো আগ্রহ। সত্যলালকে তিনি সময় মত ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার কথা বার্ত্তা ও বিনয় নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, মেয়েদের গান শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। যে গান বাজনার জন্য সত্যলাল চির জীবন ধরিয়া লাঞ্ছনা ও বিড়-ম্বনা ভোগ করিয়া আসিতেছে, উহার এ আকস্মিক সার্থকতায় আজ তাহার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সে নতমস্তকে, হিমাকর বাবুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। পরদিন হিমাকর বাবু, সুনন্দার সহিত আলাপ করিয়া দিবার জন্য সত্যলালকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, সুনন্দার মাতৃহৃদয় প্রথম দর্শনেই, সৌম্য দর্শন তরুণ যুবার প্রতি আকৃষ্ট হইল, তিনি খুঁটি-নাটি করিয়া তাহাদের সাংসারিক সকল কথাই অবগত হইলেন, উপস্থিত অর্থ কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার মন করুণায় বিগলিত হইল।

এবার সুনন্দা, সত্যলালের অকপটতা গুণে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সত্যলাল, যথার্থই নিজের দোষে, নিজের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে, এবং এখন সে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছে, গান বাজনায় ছোট বেলা হইতে তাহার প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু পিতার কঠোর শাসনের ভয়ে, সে চর্চ্চায় তাহার মন দিবার উপায় ছিল না, অথচ ঐ জিনিষ তাহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল, যে অবশেষে এক যাত্রার দলের অধিকারীর প্রলোভনে ভুলিয়া, সে দেশ ছাড়িয়া উহাদিগের সহিত পলাইয়া গিয়াছিল। তখন তাহার বয়স বছর চৌদ্দ মাত্র। যাত্রা দলের অধিকারী,-

এই সুকণ্ঠ, সুশ্রী বালককে পরম যত্নে আশ্রয় দিয়াছিল, পড়া শুনা, ও কঠোর শাসন হইতে হঠাৎ একেবারে এতোখানি মুক্তি পাইয়া, সত্যলাল খুবই মনোযোগের সহিত বেহালা হার্মোনিয়াম প্রভৃতি শিখিতে মনোযোগী হইল, এবং খুব শীঘ্রই সে এ সবে সিদ্ধ হস্ত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার দলে তাহার প্রাধান্য বাড়িয়া গেল, কিন্তু এতো অল্পকালের মধ্যে একটা ছোকরার এতখানি প্রাধান্য ও অধিকারীর আদর যত্ন, দলের কতকগুলি পুরাতন লোকের চক্ষুশূল হইল, ক্রমে বেশ একটি মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল, সংসারের কুটিল চক্রান্তের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বালক সত্যলালের মনে ঘোর আতঙ্কের উদয় হইল, বিশেষতঃ সে গান বাজনার ঝোঁকে ইহাদের দলে আসিয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর ইহাদিগের ভাব ভঙ্গী, আচার ব্যবহার, কদর্য্য ও অশ্লীল আলাপ ইত্যাদিতে তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, পুনরায় স্নেহময়ী পল্লী-জননীর ক্রোড়ে, করুণামমতাময়ী জননীর আদর যত্ন, ভাই বোনদিগের ভালবাসা, পিতার শুভেচ্ছাপূর্ণ শাসন তিরস্কার, একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল, তারপর একদিন সে কাহাকেও না বলিয়া, হঠাৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় জন্মভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল। দুই বৎসর পরে হারানো ধনকে কোলে পাইয়া শোকসন্তপ্তা জননী আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কুঞ্জলাল তখন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত, লজ্জায়, অনুতাপে, সত্যলাল নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য, আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিল, পিতার পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

তারপর ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষা ও প্রাণপাত যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া পিতাকে সুস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে

লাগিল, কিন্তু কিছুতেই পিতাকে নির্ম্মম কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

পিতার মৃত্যুর পর সত্যলালের অভাগিনী জননী কয়েকটি নাবালক পুত্র কন্যা লইয়া দশদিক অন্ধকার দেখিলেন, শোকের প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে, তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া যেরূপে সংসার চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন, সে কথা পরে বলিতেছি।

সত্যলালের সহিত আলাপ হইবার পর, হিমাকর বাবু তাহাকেই মেয়েদের গানবাজনা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু থিয়েটারের যাত্রার গান ছাড়া, ধর্ম্ম ও স্বদেশ সঙ্গীত সে বেশী কিছু জানে না দেখিয়া ক্ষুন্ন হইলেন। কিন্তু, সুনন্দা আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "গান ও সুর আমি ঠিক করে দিতে পারব, সত্য, তুমি পারবে তো ?"

সত্য উৎসাহের সহিত কহিল, "খুব পারব। আপনারা আমায় কয়েক দিন মাত্র সময় দিয়ে দেখুন।" সে কৃতজ্ঞ চিত্তে, এই উদার-হৃদয় দম্পতীর চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। অপর কেহ, এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যাত্রার দলের ছোকরাকে, অসঙ্কোচে স্বীয় পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সুনন্দা ও হিমাকর বাবু, সত্যর অকপট আত্ম কথার মধ্যে এমন একটি প্রাণস্পর্শী সুর শুনিতে পাইলেন, যাহাতে এই তরুণ কিশোরকে ঘৃণা করার পরিবর্ত্তে, তার প্রতি মমতায় তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিল, এবং এই "বিশ্ব বখাট ছোকরার" সম্বন্ধে অন্যের মন্তব্য যাহাই হউক না কেন, হিমাকর বাবু কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন, যে ছোট বেলা হইতে যখন সত্যর গানের দিকে অতোখানি ঝোঁক দেখা গিয়াছিল, তখন

উহার এতো বেশী প্রতিবন্ধকতা না করিয়া যদি পড়া শুনার অবসরে তাহাকে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে দিবার সুযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে, এমন ভাবে সে এমন যাত্রার দলে মিশিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইত না, নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ালের আঘাত করিত না, সত্যলালের নিজের মনেও অনেক সময় ঐ কথারই উদয় হয়, তবে কি না, সকল সময়েই প্রায় মানুষ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করে, এই যা।

—পাঁচ—

সত্যলালদের বাড়ীখানি খড়ের মাটি-কোঠা হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য, উঠানটি প্রশস্ত, সত্যলালের দশ বছরের বোন সীমা ও আট বছরের ভাই নিত্যলাল, রাজ্যের গাঁদাফুল দোপাটী ফুলের গাছ আনিয়া উঠানের এদিকে সেদিকে লাগাইয়াছে, জয়াবতীও সযত্নে লাউ, কুমড়া, পুঁই, শশা প্রভৃতি গৃহস্থের অত্যাবশ্যকীয় গাছগুলি স্থানে স্থানে পুঁতিয়া লতাগুলি কতক চালে তুলিয়া দিয়াছেন, কোনটির বা মাচা বাঁধিয়া দিয়াছেন, কয়েকটি লঙ্কা ও বেগুণ গাছে ফল ধরিয়াছে, গোয়াল ঘরের চালের উপর ঝিঙা, ধুঁধুল, ও বরবটির লতায় ছাইয়া গিয়াছে, তুলসী মঞ্চের আশে পাশে কিছু নটে ও পালঙ শাক বোনা হইয়াছে, কুঞ্জলালের অকাল-মৃত্যুতে অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িলেও বুদ্ধিমতী জয়াবতী নানা রকমে গুছাইয়া সংসার চালাইতেছেন, কিছু ধান জমী আছে, সে জন্য, অন্নাভাব না হইলেও কাপড়ের বাজার অগ্নিমূল্য হইয়া উঠায়, বস্ত্রের জন্য বড় কষ্ট হইয়াছে। সত্যলাল যদি লেখা পড়া

শিখিয়া দু'পয়সা ঘরে আনিতে পারিত, তাহা হইলে তো এতো কষ্ট হইত না, সে যে ইচ্ছা করিয়া নিজের দিন নিজে খোয়াইয়া বসিয়াছে, নহিলে আর ভাবনা কি ছিল ?

এতদিনে যেন তার সুমতি হইয়াছে, কিন্তু সময় তো কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না !

গান বাজনা জিনিষটা সখের সামগ্রী, উহাতে তো আর পেট ভরে না, তবে মুন্সেফ বাবুর কি মন, তাই সখ করিয়া মেয়েদের শেখাইবার জন্য সত্যলালকে দশটাকা করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তার আর ভরসা কি ? এই পাঁচ ছয়টি মানুষের পেটের খোরাক ও কাপড়ের ব্যয় সঙ্কুলান যে আজকালকার দিনে কিরূপ ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝে ? সময়ে সময়ে, জয়াবতীর গত সুখের দিন স্মরণ হয়, কোনোদিন, কিছুরই অভাব ছিল না, শেষের দিকেই তাঁহার অদৃষ্টে বজ্রাঘাত হইল, সহসা সত্য নিরুদ্দেশ হওয়ায়, সে কি উদ্বেগ ও কষ্টে তাঁহাদের দিন কাটিয়াছে, আজ তো সত্যর মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু ভগবান একজনকে তো আর ইহা দেখিবার জন্য রাখিলেন না। সকলই ভগবানের ইচ্ছা, চোখের জল মুছিয়া তিনি ভগবানের কাছে সন্তানদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, সুপথে থাকিয়া তাহাদের দিনান্তে শাক ভাত জুটুক, ইহার বেশী তিনি আর কিছু চাহেন না।

কুঞ্জলাল নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিঘা কতক ধান জমী এবং এই মাটীর বাড়ীখানি করিয়া গিয়াছিলেন, নহিলে আজ তাহার স্ত্রী পুত্রদের পথের ভিখারী হইতে হইত। এ স্থান তাহার দেশ ভূমি নয়, কর্ম্মস্থানে আসিয়া দেশের জলবায়ু ভাল দেখিয়া ভবিষ্যতে স্থায়ী ভাবে এই স্থানে বসবাস করিবার জন্যই

এ সব করেন। ম্যালেরিয়ার জন্য তাঁহার নিজের দেশ জনশূন্য। সে জন্য দেশের প্রতি তাঁহার কোন মায়া মমতা ছিল না। জমীতে যে ধান উৎপন্ন হয়, উহাতে সম্বৎসর কোনোরকমে চলিয়া যায়, এবং কিছু বিক্রয় করিয়া হাত খরচও চালাইতে হয়। তরীতরকারী এক রকম ঘরেই উৎপন্ন হয়। বাড়ীর সংলগ্ন একটি পুকুর আছে, উহাতে মাছও প্রচুর, দু'একমণ মাছও বৎসরে বিক্রয় না করিলে জমীর খাজনা প্রভৃতি শোধ হয় না।

দুই মাস হইতে, মুন্সেফ বাবুর বাড়ীতে সত্যর কাজ জুটিয়াছে বটে, কিন্তু একমাসের মাহিনায় গত বৎসর শীতের সময় আগার নিকট যে দুইখানি র‍্যাপার কিনিয়াছিল, তাহার ঋণ শোধ করিতে হইয়াছে, আর একমাসের টাকায় একজোড়া কাপড় কিনিয়া, তারপর জয়াবতীকে একবার না বলিয়া কহিয়াই সে হুজুগে মাতিয়া কোথা হইতে দু'খানা চরকা ও কিছু তুলা আনিয়া হাজির করিয়াছে। বাড়ীতে একখানি লেপ-তোষক নাই, এমন কি মাদুর গুলা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে, এই সময়ে ছেলের এই অপব্যয়ে জয়াবতী রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার বকুনির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সীমা, নিত্য, খোকা এই নূতন জিনিষ দু'টির সহিত উত্তমরূপে পরিচিত হইবার জন্য মহা গোলোযোগ আরম্ভ করিল, এবং জয়াবতী যখন আহারান্তে পাশের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন, সত্য চরকায় সূতা কাটিতে বসিল। তুলা—মাকুতে দিবামাত্র সূতা হইয়া যায়, ছেলেমেয়েরা ইহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিল, কয়েকদিন বকাবকি করিবার পর জয়াবতীর যখন রাগ পড়িয়া গেল, তিনিও তখন অবসর সময়ে চরকায় সূতা কাটিতে শিখিতে লাগিলেন, তারপর

দিন কয়েক পরে যখন সেই ঘরের কাটা সূতার দু'খানি আট হাত লাল পেড়ে ধুতি সত্যলাল তাঁতীদের নিকট হইতে বুনাইয়া আনিল, তখন সীমা ও নিত্যলালের খুসী দেখে কে? ভাই বোন দুটির সে আহ্লাদ দেখিয়া সত্যলালের যেন আজ সকল পরিশ্রম ও তিরস্কার সার্থক বলিয়া মনে হইল। সে উৎসাহের সহিত আবার সূতা কাটিতে লাগিল, এবং চাষাদের ছেলে, হরি ও খুদিরামকে শিখাইতে লাগিল।

—ছয়—

দুপুর বেলা মাটীর দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া জয়াবতী আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাছুরটা যে দড়ি ছিঁড়িয়া কতকগুলা শাক এবং লঙ্কা গাছের পাতাগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে, সেজন্য সীমাকে তিরস্কারও করিতেছিলেন, আর সত্যলাল ভদ্রলোকের ছেলে হইয়া লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, এই চাষা তাঁতীর মত চরকা লইয়া সর্ব্বদা যে মাতিয়া রহিয়াছে, এজন্য তাহাকেও বকাবকি করিতেছিলেন, কিন্তু সত্যলাল অম্লানবদনে সেগুলি পরিপাক করিয়া প্রশস্ত দাওয়ায় বসিয়া হাসিমুখে চরকায় সূতা কাটিতেছিল, হরি আজ মাঠে ধান পুঁতিতে গিয়াছে, খুদিরাম এ কয়দিনে একরকম সূতা কাটিতে শিখিয়াছে, সেও একখানি চরকায় সূতা কাটিতেছিল, এবং তাহার সূতা যে কিছুতেই সত্যর মতন মিহি হইতেছে না, সেজন্য নিত্য বার বার অনুযোগ করিতেছিল, আর এ বারের সূতায় কাহার কাপড় হইবে, তাহা লইয়া সীমার সহিত বচসাও

চলিতেছিল, এমন সময় একখানি গরুর গাড়ী দরজার কাছে থামিল মনে হওয়ায়, সীমা দৌড়িয়া দেখিতে গেল, এবং সেইরকম ভাবেই দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, "মোনসেব বাবুদের খুকীরা এসেছে দাদা, মা শুদ্ধো। মা শীগ্‌গীর ওঠো, দেখবে চল।" জয়াবতী সশব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন, সুনন্দার সহিত তাঁহার আলাপ ছিল না, তিনি সত্যলালকে দিয়া দু'একবার জয়াবতীকে তাঁহার বাসায় বেড়াইতে যাইবার কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু, বড় লোকের বাড়ী, বিশেষ ব্রাহ্ম-বাড়ী যাইতে জয়াবতীর বাধ বাধ ঠেকিয়াছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে ছেলের মুখে তাঁহার স্নেহ মমতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার নিকটে খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন।

সত্যলাল চরকা ফেলিয়া সুনন্দাকে অভ্যর্থনা করিতে বাহিরে গেল, জয়াবতী এই দরিদ্রের গৃহে কেমন করিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন, দারিদ্র্যের লজ্জা ও সঙ্কোচ আজ তাহার মনে বড় পীড়া দিতে লাগিল।

সুনন্দা জয়াবতীকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন, মীরা, নীরা প্রণাম করিল, মীরাও সুনন্দাকে প্রণাম করিল, জয়াবতী সুনন্দার হাত ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইলেন, কহিলেন, "কি ভাগ্যি দিদি, যে আপনার পায়ের ধুলো আমার কুঁড়েতে পড়লো, সত্য তো শত মুখে আপনার প্রশংসা করে, আমাকে দু'দিন যেতে বলেছিল, কিন্তু এ পোড়া মুখ নিয়ে আর লোকালয়ে যেতে ইচ্ছে করে না, কি ছিলাম আর কি হয়েছি।" সুনন্দা কহিলেন, "কি আর কোরবেন, এ সবে তো আর মানুষের হাত নেই, তবু আপনি খুব গুছিয়ে চালাচ্ছেন। মাটীর ঘর হোলেও চারদিক কেমন পরিষ্কার, আপনার তো ঝি চাকর নেই, অথচ যেন তক্‌ তক্‌ কোরছে,

বাড়ীতে ঢুকতে চারদিকে ঘাসের বন জঙ্গল নেই, কেমন সব পাতাবাহারের ক্রোটন আর ফুল গাছের সারি, আমাকে বড় ভাল লাগলো।

জয়াবতী কহিলেন, "আপনি এরই মধ্যে সব দেখে নিয়েছেন? সত্যর ওসব কাজ খুব আছে। নিজের হাতে সব পরিষ্কার করে। লেখাপড়া শিখলে না দিদি, আপনি তো সব শুনেছেন, আমার বরাতের দোষ। এখন যেমন সুবুদ্ধি হোয়েছে, তখন যদি এমন হোতো, তা হোলে আর ভাবনা কি ছিল? বছর আঠার প্রায় বয়েস হোলো, বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, তা বৌ এলে খাওয়াব কি, যে বিয়ে দোব?"

সুনন্দা কহিলেন, "এখন বিয়ে নাই বা দিলেন? এইটি বুঝি আপনার মেয়ে, এসো খুকী. কি বই পড় তুমি? আমাদের বাড়ী সেই একদিন গেছলে, দাদার সঙ্গে যাও না কেন?"

নিরাভরণা, মলিন, মোটা তাঁতের কাপড় পরা সীমা, দূরে দাঁড়াইয়া, পরিপাটী বেশে সুসজ্জিতা, মীরা, নীরার দিকে চাহিয়া সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, সুনন্দার আহ্বানে কাছে আসিয়া বসিল। জয়াবতী কহিলেন, "দ্বিতীয় ভাগ পড়েছে, পড়ায় বেশ মনও ছিল, কিন্তু পড়তে সময় কই? কখনো কিছু কোরতে হয় নি, এখন বাসন মাজা, ঘর নিকুনো, ঝাঁট পাট সবই আমার সঙ্গে সঙ্গে করে, পড়তে সময় হয় না।

—স্কুল একটা আছে, তা আবার অনেক দূরে, কাজেই চাড় কোরে পাঠানোও হয় না। আর আমাদের তো জানেন দিদি, বেশী লেখাপড়ার দরকার নেই, চিঠি এক আধখান পড়তে কি লিখতে পারলেই হোলো, এই যেটের দশবছর যাচ্ছে, মেরে কেটে আর

দু'বছর ঘরে রাখতে পারবো, তারপর বিয়ের চেষ্টা। হাতে পয়সা কড়ি নেই, লোকবল নেই, আর আজকাল যে দিন পড়েছে; বর কোথায় পাব তা জানি না। ভাবনায় আমার হাত পা পেটের ভেতর যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে।"

সুনন্দা এ সকল সাংসারিক কথা বার্ত্তা মীরা, নীরার শোনা অনুচিৎ মনে করিয়া, সীমাকে কহিলেন, "যাও খুকী, এদের নিয়ে তোমাদের পুকুর, বাগান দেখিয়ে চরকায় সুতো কাটতে দেখাও গে, ওরা সুতো কাটতে শিখতে চায়।" সীমা একটু আধটু সুতো কাটা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, আজ উহা কাজে লাগিবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, মহোৎসাহে মীরা, নীরাকে লইয়া আগেই চরকার নিকটে গিয়া, চরকা টানিয়া লইয়া উহাদিগকে দেখাইতে লাগিল।

জয়াবতী সুনন্দাকে কহিলেন, "ছেলের ঐ এক বাতিক দিদি, দু'টো চরকা কিনে এনে হাজির কোরেছে, সুতো কেটে, দু'খানা কাপড়ও বুনিয়েছে, এ এক ওদের তামাসা হোয়েছে, রাজ্যের লোককে ডেকে আনছে দেখাতে, আবার হরি, আর খুদিরাম বোলে সদ্গোপদের দু'জন ছেলে, তারাও শিখেছে, এখন ওকে ব'লছে, আমাদেরও কিনে এনে দাও।"

সুনন্দা কহিলেন, "আপনিও সুতো কাটতে শিখেছেন?"

জয়াবতী কহিলেন, "না শিখে আর করি কি? দেখলুম, কাপড় বেশ সস্তায় হচ্ছে, এই কাপড়ের আগুণ দরে, আমাদের মতো গরীবের—মাথায় হাত্, এ তবু মোটা হোক্, চট হোক্, কাপড় তো বটে, লজ্জা নিবারণ তো হবে।"

সুনন্দা কহিলেন, "আমিও শিখব, সত্যকে কাল বোলেছিলুম।

আজ একবার দেখে নি, আমাকেও একটা চরকা কিনে এনে দিতে হবে।"

জয়াবতী অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কি দুঃখে শিখবেন দিদি? সত্য তাই বোলছিল বটে,, আমি তো পেত্যয় যাইনি, আপনার কিসের অভাব, যে চরকার কাটা স্থতোয় কাপড় বোনাবেন? উমেশ উকীলের স্ত্রী তো কাল সীমার কাপড় দেখে হেসেই অস্থির, বলেন, "এই গরমে ঐ মোটা স্থতোর কাপড়ে গা ছড়ে যায় না?" আমিও স্থতো কাটছি শুনে বলে কি—"ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তুমিও ক্ষেপ্‌লে না কি?" তা না ক্ষেপে আর করি কি? এমন অভাগ্যি আজই না হয় হয়েছে, একদিন আমাদেরও এতো দুখুঃ কষ্ট ছিল না, পাঁচ সাত টাকা জোড়া কাপড় কিনতে গায়ে লাগলেও, কেনবার ক্ষমতা হোতো।"

স্থনন্দা শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "অভাগ্যি নয় দিদি, এই হাতের কাটা স্থতোয় তাঁতীদের বোনা মোটা কাপড় যে দিন আমরা ঘরে ঘরে সবাই আদর কোরে পরবো, সেদিন দেশ শুদ্ধো লোকের সে'টা ভাগ্যের কথা হবে। পরের ভিক্ষের দানের চাইতে, ঘরের শাক যে কত ভাল, তা আর কে না জানে? আপনার অবস্থা খারাপ হোয়ে পড়লেও, এই যে কারও কাছে হাত না পেতে, নিজের হাতে শাক, সব্জী বুনে, কত রকমে গুছিয়ে, কায় ক্লেশে সংসার চালাচ্ছেন, এতো কিছু নিন্দের কথা নয়।

—সত্য যে বুদ্ধি কোরে চরকা এনে স্থতো কাটতে শিখেছে, আবার পাঁচজনাকে উৎসাহ কোরে শেখাচ্ছে, এ তো খুব আনন্দের কথা, ও এক সময় মনের ঝোঁকে একটা অন্যায় কাজ করেছিল বটে, কিন্তু আর সব বিষয়ে ওর মন খুব সাদা, আপনি ভাবছেন কেন,

ভগবান সত্যর ভালই করবেন। ঘরে ঘরে, সবার ছেলে, যদি আজ উদ্যোগী হয়ে একটা ভাল কাজ করবার চেষ্টা করে, তাহোলে আর দুঃখু কি?

—সত্য, তোমার কাপাস গাছ কি রকম কোরে কোথায় বুনেছ, দেখি? আমি আবার খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি, ওঠে তো কান্নাকাটি কোরবে। এখুনি ফিরতে হবে।" সত্য সুনন্দাকে লইয়া কাপাসের গাছ দেখাইতে গেল, জয়াবতী, চিরটা কাল ধরিয়া, যে ছেলের—বখাটে, আকাট, মুখ্যু, প্রভৃতি আখ্যার সঙ্গে, নূতন করিয়া পাওয়া—জোলা, তাঁতী, চাষা প্রভৃতি বিশেষণ গুলিই শুনিয়া আসিতেছেন, আজ মুন্সেফ-গৃহিণীর নিকট সেই সত্যর প্রশংসা শুনিয়া, অঞ্চলকোণে অশ্রু মার্জ্জনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

—সাত—

নিশাকর ঘরে ঢুকিয়াই টুপিটা ও ছড়িটা সশব্দে চৌকীর উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হাঁকিল, "জোর সে পাঙ্খা হাঁকাও!" বালক পাঙ্খা-কুলি প্রাণপণ জোরে পাখা টানিতে লাগিল, চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে নিশাকর বিরক্তিসূচক কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা দেশ, কিছু যদি available আছে।" সুনন্দা সেলাই করিতে ছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তার মানে ইলেকট্রিকের পাখা নেই, ইলেকট্রিকের আলো নেই, ঘোলের ready made সরবৎ পাওয়া যায় না, এই না? তা, এতো দেরী হোলো কেন? ট্রেণ এসেছে বারোটায়, আর এখন দুটো বাজলো। চাকর বাক্স নিয়ে এলো, বল্লে, বাবু আসছেন। আমি, এই আসছে,

এই আস্‌ছে কোরে, কতক্ষণ বাইরের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে রইলুম, মানুষের কিন্তু আর খোঁজ নেই।"

নিশাকর কহিল, "মিষ্টার মৈত্র যে এই ট্রেণে এলেন, তিনি ছুটি নিয়ে দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন, মিস লাহিড়ীকে সঙ্গে আনলেন, তাঁর শরীর ভাল নয়, এখানে বোনের কাছে change এ এলেন, সমস্ত ক্ষণ বেশ গল্প কোরতে কোরতে আসা গেল, আমায় আবার ছাড়লেন না, মিষ্টার রায়ের বাসা পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন, সেখানে আবার ডলি-দিও ছাড়লে না, খেয়ে দেয়ে তবে আসছি।"

"বেশ, আমি কোথা নিজের হাতে তরকারী রেঁধে তোমার পথ চেয়ে বোসে আছি, তা ভাল, তোমার দুদিক্ বজায় থাকলো। এখন ধড়াচুড়ো গুলো খুলে ফেলো।"

নিশাকর জামা জোড়া খুলিয়া কহিল, "এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল বৌ-ঠান, আর গোটাকতক পান।"

সুনন্দা জল ও পানের ডিবা আনিলেন, নিশাকর জলপান করিয়া, পান মুখে দিয়া কহিল, "মীরা, নীরা কই? ও ঘরে তো খোকা ঘুমুচ্ছে দেখলুম।"

সুনন্দা কহিলেন, "মেয়েরা আজ দেশী কালী তৈরী করছে, সত্য বোলে যে ছেলেটি গান বাজনা শেখায়, সে এক দোয়াৎ ঘরের তৈরী কালী এনে দিয়েছিল, বেশ সুন্দর কাল কালী, ওরা তাই দেখে বলে, আমরাও তৈরী করবো, তাই করছে।"

নিশাকর কহিল, "পাড়াগাঁয়ে তো আর কোনো কাজ কর্ম্ম নেই, চার পয়সায় এক দোয়াৎ কালী, তাই এনে লেখ্‌না বাপু, ঘরে আবার অতো হাঙ্গামার দরকার কি?"

সুনন্দা কহিল, "হাঙ্গামা তো বেশী নয় ঠাকুরপো, একটা লোহার

পাত্রে কিছু হতুকী, বয়ড়া, ও বাবলার ছাল, দিন তিনচার ভিজিয়ে রেখে, ভুষোর সঙ্গে, অল্প পরিমাণ গোবর ও চালকে চুঁইয়ে ভেজে গুঁড়ো করে মিশিয়ে, ছেঁকে নিলে, বেশ উৎকৃষ্ট চক্‌চকে কাল কালী তৈরী হয়, ঘরে এতো সহজে যদি এ জিনিষ পাওয়া যায়, তা হোলে কেন্‌বার কি দরকার?"

নিশাকর কহিল, "তা ভাল। এখন খবর কি? সব ভাল তো?"

"ভাল খবর। তোমার কি খবর? হঠাৎ কাল চিঠি পেলুম, আস্‌ছ, ব্যাপার খানা কি? সুজলার পাছু নাও নি তো?"

নিশাকর ভ্রূভঙ্গী করিল। সুজলাসুন্দরী, বিবাহযোগ্যা কুমারী, কিন্তু সুজলার পিতা, চালচলনে না ব্রাহ্ম, না খ্রীষ্টান, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ হিন্দুয়ানী বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কিছুরই তোয়াক্কা রাখেন না, সেজন্য নিশাকর ইহাদের মোটেই পছন্দ করিত না।

নিশাকর কহিল, "আমি কারও পাছু নিতে চাই না, আমায় সে রকম মনে করবার কখনো কিছু দেখেছ কি?"

"তা দেখিনি বটে, কিন্তু এইবার দেখবার সময় এসেছে, আর আমরা দেখতেও চাই, পান সাজতে আর পেরে উঠি না।"

"তা না পার, সেজোনা। সেখানে বড় বৌঠান্‌ও ঐ কথা বলেন, আবার তুমিও ঐ খোঁটা দিচ্ছ, দিন গোটাপঞ্চাশ পান খাই মাত্র, আমার মীরা, নীরা সেজে দেবে।"

"তাই দেবে, কিন্তু, সত্যি বলছি ঠাকুরপো, সুজলা এসেছে, ভালই হয়েছে, আমি ওকে বড় পছন্দ করি। ওর বাবার ইচ্ছে, যে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়, তোমারই বা অমত কি? দুটো পাসও কোরেছে।"

"তা করুক, ধর্ম্মের ধার ধারে না, আমার প্রিন্সিপ্‌ল্‌ তো তুমি জান বৌঠান্‌, ভগবৎ উপাসনা আমি জীবনের ব্রত বলে জানি, সে উপাসনায় যে পরিবারে আসক্তি নেই, তাদের সঙ্গে আমি আমার জীবনমরণের যোগ স্থাপন কোরবো ?"

সুনন্দা কহিলেন, "যাক্‌, ওকথা এখন আমার বলাই উচিৎ নয়, ডলি ভাল আছে তো ? কতদিন যেয়ে উঠ্‌তে পারি নি, একবার যাব ; মিষ্টার মৈত্র কেমন আছেন দেখলে ? যে শোক পেয়েছেন, 'আহা বেচারী' ।"

"ডাল-দি তোমার যাবার কথা বল্লেন বটে । মিষ্টার মৈত্রের শরীর বড় ভাল নয়, ফার্লো নিয়েছেন, তাই দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন। মিসেস মৈত্র মারা গিয়ে, ওঁকে বড় আঘাত লেগেছে ।"

"তা নিশ্চয়, মিসেস মৈত্র বড় গুণবতী রমণী ছিলেন, অমন অমায়িক স্বভাব কারও দেখলাম না, সে স্ত্রী হারিয়ে আর কার না কষ্ট হয়, মিষ্টার মৈত্র বোধ হয় আর বিয়ে করবেন না, নইলে সুজলার সঙ্গে বেশ মানাতো, আর আত্মীয় সম্পর্কটাও মিষ্টার রায়ের সঙ্গে থেকে যেতো ।"

নিশাকর অবাক হইয়া রহিল, "কি বলছো বৌঠান্‌ ! মিষ্টার মৈত্র আবার বিয়ে কোরবেন বোলে মনে হয় ? কখ্‌খনো নয়, পুরুষ গুলোকে এতো অপদার্থ বোলেই তুমি মনে কর ? একটা ইংরিজীতে প্রবন্ধ যা লিখেছেন where is my beloved ? তা যদি পড়, চোখ ফেটে জল আস্‌বে । দর্শনসম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ কোরেছেন ।"

সুনন্দা হাসিয়া কহিল, "আমার দোষ দিয়ো না ঠাকুরপো, আমার মনে ছিল না, যে চন্দ্রশেখর বাবু উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম বোলে যে বই লিখেছেন, তার ওপোর সত্যিই আর কিছু বলা উচিৎ নয় ; তা

পরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তিনি বিপত্নীক থাকুন, আর তুমি চিরকুমারই থাক, তাতে কারও কিছু এসে যায় না, সুজলারও বরের অভাব হবে না, তবে কথাটা উঠেছিলো, তাই—"

বাধা দিয়া নিশাকর কহিল, "ঠাট্টা কোরছো বৌঠান? কেন, তুমি কি বিশ্বাস কোরতে পার না, যে আমি চিরকুমার থেকে, দেশের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ কোরতে পারি? আর সেটা কিছু অগৌরবের কথাও নয়।"—নিশাকরের গৌরবপূর্ণ দৃষ্টির প্রাখর্য্য সহিতে না পারিয়া সম্ভবতঃ সুনন্দা একখানি ছবির দিকে মন দিল, নিশাকর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "উত্তর দিচ্ছ না কেন বৌঠান? কথাটা পছন্দ হোলো না?"

ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া সুনন্দা কহিল, "উত্তর আজ নয়, আর একদিন দেবো, আজকের তারিখটা কিন্তু ডাইরিতে নোট কোরে রাখবো।"

এই সময় কালীমাখা হাতে মীরা ও নীরা ছুটিয়া আসিয়া, নিশাকরকে দেখিয়া কহিল, "এই যে কাকাবাবু এসেছেন, আমরা কথার সাড়া পেয়ে বুঝতে পেরেছি।"

নিশাকর কহিল, "হাত পা ধুয়ে এসো, কি সুন্দর বই এনেছি, যার গান ভাল হবে, সে ভালখানি পাবে। খোকার জন্যে ঘোড়া আর মটরকার এনেছি, দম দিলেই ছুটবে। মেয়েরা তখন মহোল্লাসে কালীমাখা হাত-পা ধুইতে ছুটিল।"

—আট—

সন্ধ্যার পর আকাশ পরিষ্কার থাকায়, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, মীরা ও নীরা সত্যর কাছে গান অভ্যাস করিতেছে,

অদূরে একখানি চৌকীর উপর বসিয়া সুনন্দা নিশাকরের সহিত মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, খোকা কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার আলো সে ঘুমন্ত মুখে স্বর্গলোকের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, নিশাকর সস্নেহে শিশুর কপোলে চুম্বন করিয়া কহিল, "সত্যি বলছি বৌঠান, এ সময় কোলকাতা ছেড়ে আসবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু রাত্রে স্বপন দেখলাম, খোকা এসে গলা জড়িয়ে ধরেছে, তুমি দাঁড়িয়ে হাসছ, সকাল বেলা বড় বৌঠানকে ব'লতেই বোল্লেন, একবার গিয়ে দেখে এসো না? অমনি চোলে এলাম।"

সুনন্দা কহিলেন, "বেশ কোরেছ এসেছ, এখন আর যেতেও দিচ্ছি না।"

"তাই কি হয়, পরশু দিন আবার যাব। আজকাল মিটিংএর ভারী ধুম, আমি না গেলে, সভার কাজই প্রায় বন্ধ থাকবে।"

"তা থাকুক, আচ্ছা ঠাকুরপো, বিলেতে যে এগ্রিকালচার শিখতে গেলে, তা কি শিখেছিলে, আর এই এক বছর ধোরে কোলকাতায় তার কি চর্চ্চা কোরছো? অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে দেখছো কি? জবাব দাও?"

বিস্মিত ভাবে নিশাকর কহিল, "হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন কেন বৌঠান? কৃষি সম্বন্ধে যা যা শিখে এসেছি, তোমার তো তা অজ্ঞাত নেই, কোলকাতায় আমি কলেজে এ বিষয়ে চার পাঁচটি ভাল বক্তৃতা দেবার জন্যে আহূত হোয়েছিলাম, বক্তৃতা খুব ভাল হয়েছে, সে গুলো ছাপিয়ে বই বের কোরবো, আর সে বই আমার বৌঠানের চরণ কমলেই উৎসর্গ কোরবো, কেন না,

তুমিই উদ্যোগী হোয়ে আমায় বিলাতে agricalture শিখতে পাঠিয়েছিলে।”

সুনন্দা সানন্দে কহিলেন, “ভাল কথা, কিন্তু ঠাকুরপো, শুধু কি ঐ বক্তৃতা আর বই ছাপিয়েই তোমার বিদ্যা সার্থক হবে? practical কিছু করা তো চাই, তুমি বক্তৃতায় খুব বাহাদুর, তা বেশ জানি, এখন তোমার বাহাদুরীর আমি পরীক্ষা চাই, এখানে তোমার দাদা কাপাসের চাষ কোরতে চান, তোমার বিদ্যা বুদ্ধি এখন তাতেই প্রয়োগ করতে হবে।” নিশাকর “ইস্” করিয়া কহিল, “তুমি চরকার সুতো কাটবার কথা লিখেছিলে বটে, বড় বৌঠান তো হেসেই অস্থির, আমিও তোমার একটা খেয়াল ভেবে, উড়িয়ে দিয়েছিলাম, তা এ শুধু চরকার সুতো কাটা নয় দেখছি, একেবারে তুলোর চাষ পর্য্যন্ত।—

—বৌঠান কি তা হোলে একেবারে খাঁটি স্বদেশী হোয়ে, চরকার কাটা সুতোর কাপড় পরবে, বিলিতীর আর নামগন্ধ পর্য্যন্ত কোরবে না, বিলিতী একেবারে বয়কট!” সুনন্দা কহিলেন, “একটা কথাকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দাও কেন? বিলিতী বয়কট'ও করছি না, খাঁটি স্বদেশীও হচ্ছি না, অতো গোঁড়ামি আমার নেই, তবে সাধ্য পক্ষে দেশী জিনিষ যে দিনই আমি ব্যবহার কোরে থাকি, সে তো তোমরা জানই। বিলিতী বয়কট কোরতে হোলে, আগে তো, ওষুধ পত্র, আর কলকব্জা যন্ত্রপাতিগুলোকে ছাড়তে হয়, তা যখন অসম্ভব, তখন আর ওরকম অর্থশূন্য কথা বলি কেন? তবে সাধ্যমত, যে সকল জিনিষ এ দেশে তৈরী হয়, তখন সে সবের উন্নতির জন্যে দেশী জিনিষই সকলের ব্যবহার করা উচিৎ, মোটামুটি এইটেই আমি বুঝি।”

নিশাকর, সুনন্দাকে বিরক্ত দেখিয়া, শান্ত কণ্ঠে কহিল, "রাগ কোরো না বৌঠান, তারপর তুমি কি বলছিলে, সে কথাগুলো শেষই কর।" সুনন্দা কহিলেন, "এখানে, কয়েকটা গ্রামে তাঁতী আছে, তারা বেশ মোটা কাপড় বুনতে পারে, সুতো দিতে পারলে তারা কাপড় বুনে দেয়, চেষ্টা করলে এখানে অনেক বাড়ীর মেয়েরা চরকায় সুতো কাটতে পারবেন, সুতো কাটা শক্ত নয়, আমি দু'দিন দেখেই শিখে নিয়েছি, মেয়েদের নিয়ে একটা দল বেঁধে, এ কাজ আমি কোরতে চাই, তুলোর কিন্তু বড় অভাব, যাতে তুলোর যোগাড় হয়, সে'টাও সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে, তোমার এখন কোলকাতায় যাওয়া হবে না, আমাদের এ সব বিষয়ে একটু সাহায্য কোরতে হবে।"

"কিন্তু বৌঠান, তোমার আশাকে ধন্যবাদ, এই আজ পাড়াগাঁয়ে এ সব বিষয়ে তোমার চেষ্টা সফল হবে মনে কর? এই তো সেবারে যখন হেড মাষ্টারের পদ খালি হোলো, শিশিরের জন্য বোল্লাম, সে অমন এম-এ পাস, বিদ্বান, এখানকার মাইনেও অল্প, কিন্তু স্বাস্থ্যকর জায়গা বোলে সে আসতে চেয়েছিল, তা বাবুরা বল্লেন কি, "ব্রাহ্ম মাষ্টার আমাদের রাখতে সাহস হয় না মোশাই, ছেলেদের আইডিয়া তাঁরা এমন কোরে বিগড়ে দেন, যাতে আমাদের মতো গেরস্তর হিন্দুধর্ম্ম রাখা দায় হোয়ে ওঠে"—সেই দেশে তুমি একটা এতো বড় কাজ করে উঠ্‌বে মনে কোরতে পার? তোমার মনে আছে বৌঠান, যখন মেজদাদা হেপুরে ছিলেন, তখন সেখানে চাষা-ভূষোদের জন্যে নাইট স্কুলের প্রস্তাব করেন, লোকেরা তাতে এতটুকু অমত কোরলে না, কেন না, সেখানে বেশীর ভাগই অশিক্ষিত সরল প্রকৃতির লোক, তারা ভাবলে, উনি, যা কোরছেন, অবশ্য আমাদের ভাল ভেবেই করছেন, টাকাও শীগ্‌গীর সংগ্রহ

হোলো, দাদা নিজে সন্ধ্যে বেলা এক ঘণ্টা কোরে পড়াতেন, আমিও পড়িয়েছি, তারপর দেখতে দেখতে, বেশী টাকা হোতে, মাষ্টার রাখা হোলো, গভর্ণমেণ্টও সে স্কুল হাতে নিলেন, আর এখানে এসে যখন দাদা, বাবুদের মধ্যে নাইট স্কুলের আবশ্যক ও অভাবের কথা তুললেন, তখন বাবুদের সে কি আপত্তি, কেউ বল্লেন, "চাষা-ভূষোদের আর লেখা পড়া শিখিয়ে কাজ নেই, আমরা লেখা পড়া শিখে মহা বাবু আর বিলাসী হোয়ে পড়েছি, চাষ বাস ছেড়ে, ওকালতী, মোক্তারী, আর চাকরীই সর্ব্বস্ব কোরে বোসে আছি, তারাও আবার লেখা পড়া শিখে এই পথে আসুক, আমাদেরও অন্ন যাক্, তাদেরও জাতব্যবসা ঘুচুক !" কেউ বল্লেন, "আগে তা হোলে ধোবা, নাপিত, ঝি, চাকর তো বন্ধ হবে, সবাই বাবু হোতে চাইবে, ওরা চিরকাল—বাপ দাদার আমোল থেকে যেমন আছে তেমনি থাক্, ও লেখা পড়ার নামে, দেশের সর্ব্বনাশের পথ আর প্রশস্ত কোরে দরকার নাই।—

—এঁদের সঙ্গে, তর্কে ও যুক্তিতে পারবার জো নেই, আগে ভাগে সবেতেই সন্দেহ কোরে বসেন, ভাবেন, এরা যখন এতো, কোরে এ কাজে হাত দিতে চাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই এদের কিছু গুরুতর স্বার্থ আছে, দেখে শুনে আমার তো বিতৃষ্ণা হোয়ে গেছে, তুমি যে কেন এদেশে ওরকম কাজের অনুষ্ঠান কোরতে চাও, তাই ভাবছি, ক্ষেত্র বুঝে কর্ম্ম কোরতে হয়, রাগ কোরো না বৌঠান, এখানে তুমি কোনো সহানুভূতি পাবে না, অথচ এ রকম ব্যাপার, পাঁচজনকে জড়িয়ে না কোরলে উপায়ও নেই।"

সুনন্দা ও হিমাকর বাবু এ সকল কথা কি জানেন না? সার্থকতা ও ব্যর্থতা, দুইটাই কি তাঁহারা মনের মধ্যে আন্দোলন

করেন নাই? সুনন্দা, বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন, "যেখানে ব্যাধি, সেই খানেই তার প্রতীকারও তো চাই, রোগী যদি ওষুধ না খেতে চায়, তাতে কি তার ওপর রাগ করা উচিৎ? তা ছাড়া, একবার চেষ্টা কোরে দেখতেই বা ক্ষতি কি? আমার মনে হয়, যার মনের মধ্যে, যে কর্ত্তব্যের আভাস পরিস্ফুট হোয়ে ওঠে, সে অনেকটা উহার সাধনার জন্য দায়ী, ভগবান কখন কাকে উপলক্ষ কোরে কোন কাজ গড়ে তুলতে চান্, তা কে বলতে পারে? ক্ষেত্রের কথা বোলছো ঠাকুরপো, যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি, তাকে কি তৈরি কোরে নেয়াও উচিৎ নয়? কি পুরুষ, কি স্ত্রী, বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন, অর্থোপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন, এ ছাড়াও দেশের প্রতি সবারই একটা কর্ত্তব্য আছে, সাধ্যমত সকলেরই সে'টার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিৎ, নইলে মানুষ হোয়ে জন্মেছি কেন?"

ঠাকুর আসিয়া কহিল, "মা, বাবা পাঁচজনের মতো চা ও খানকতক লুচি, আর একটু মোহনভোগ করে দিতে বল্লেন।"

সুনন্দা খোকাকে শোয়াইয়া, তৎক্ষণাৎ ভাঁড়ার হইতে আবশ্যক মতো জিনিষ বাহির করিয়া দিয়া আসিয়া, আবার বসিলেন। নিশাকর কহিল, "এই দেখ বাবুদের আর এক ভণ্ডামী, সেবারে নীরার জন্মদিন উপলক্ষে ওঁদের নিমন্ত্রণ করা হোলো, কেউ এলেন না, অথচ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সময় ঘাড় পেতে স্বীকার করলেন। কিন্তু, আসবার সময়, কারও পেটে ব্যথা, কারও মাথা ধরা ইত্যাদির অভিযোগ শুনতে পাওয়া গেল, অথচ সে সময় স্পষ্ট বাক্যে বল্লেই তো পারতেন,—না মোশাই, আপনাদের বাড়ী প্রকাশ্যে কোন কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে কিছু খেলে, আমাদের জাত যাবে—সেটুকু সত্য কথা বোলতেও সাহস নেই, অথচ এইতো তিন সন্ধ্যে এখানে চা,

জলখাবার সবই খেয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা জাত আরবার ব্যবস্থা করেন, তাঁদের চক্ষে বুঝি এ ফাঁকীগুলো পড়ে না? মেজদাদা যে কি কোরে এ সব ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দেন, তাই ভাবি, দাদাকে সামনে সবাই যাই বলুক, আড়ালে যে বিশেষণগুলি দেয়, তা বড় সুরুচির পরিচয়জনক নয়।"

সুনন্দা শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আড়ালে কে কি বলে, সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, কেন না, যে ওসকল কথা বলে, সে শুধু একলাই কাপুরুষ নয়, ঐ সকল কথা শুনে যার মন তিক্ত হোয়ে কর্ত্তব্য-বিমুখ হয়, সেও তো কাপুরুষ। তুমিই তো একটা প্রবন্ধে লিখেছিলে, 'যে সকল কাপুরুষ, পরচর্চ্চারত, কুৎসাপরায়ণ-লোক, জগৎবন্দনীয়া সীতাদেবীর কুৎসার কথা গোপনে উচ্চারণ কোরেছিল, সে কথা শুনে, যে সত্যপরায়ণ রামচন্দ্র নিরপরাধিনী পত্নীকে বনবাসে পাঠিয়ে নিজের পবিত্র নামে ভুবনের কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ কোরেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।' কর্ত্তব্যের জন্য এ ভয়ানক কাজ করলেও, এক্ষেত্রে তাঁর কর্ত্তব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এগুলো শুধু প্রবন্ধ লেখবার বা পাঠ কোরে উপভোগ করবার মতো জিনিষ নয় ঠাকুরপো, আমাদের বাস্তব জীবনে এগুলোর সদ্ব্যবহার আবশ্যক।"

নিশাকর উত্তর দিল না, সত্য তখন এসরাজ বাজাইয়া, সুনন্দার নবরচিত একটি সঙ্গীতে সুর বসাইয়া, মধুর করুণ কণ্ঠে গান ধরিয়াছিল,

তুমি বাঁশী বাজাও কোন্ সুরে,
আমি যেথায় থাকি, যে কাজ করি, প্রাণটি থাকুক যেথায় পড়ি,
ওই ডাকে সে আসেই ছুটে, এড়িয়ে সকল নিকট দূরে।
ঐ সুরে মোর বুকের মাঝে, ওগো কিসের রণন বাজে,
নিখিল জগৎ জড়িয়ে যে গো, রাখতে চাই এ হৃদয় পুরে।

তুমি বাঁশী বাজাও কোন্ সুরে,
আমার এ সব কান্না, হাসি, ও সুর লেগে পালায় ভাসি,
শুধু কিসের পুলক প্লাবন—ব'হে যায় এ বুক জুড়ে,
তুমি বাঁশী বাজাও কোন সুরে।

—অঙ্ক—

নানাজাতি ফুল ও ফলের গাছে সুসজ্জিত বাগানের মধ্যে মিষ্টার রায়ের বাঙলো খানি ঠিক একখানি ছবির মতই সুন্দর। কয়েকটি ক্রিপার, বাঙলোর দেওয়ালের গায়ে উঠিয়া সুন্দর সবুজ আস্তরণ বিছাইয়াছে, এবং তারই মাঝে মাঝে, ছোট্ট নীল ও ঘোর লাল 'তরুলতা' ফুল ফুটিয়া দর্শকের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিতেছে। বেলা অপরাহ্ন, বাগানের একদিকে টেনিস গ্রাউণ্ড, এই মাত্র চা পান করিয়া মিষ্টার রায়, মিষ্টার মৈত্রও হিমাকর বাবুর সহিত খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুনন্দা আজ ইহাদের গৃহে অতিথি, মিসেস রায় সকলকে লইয়া চা পান করিতেছেন, হাসি গল্পর ধূম লাগিয়াছে। মিষ্টার রায় এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট। সুনন্দা ও মিসেস রায় এখানে স্বামীর কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইলেও উভয়ের সহিত পুরাতন বন্ধুত্ব আছে, মিসেস রায়ের পিতার সহিত সুনন্দার পিতার সৌহার্দ্দ সূত্রে ইহাদের আলাপ আজ নূতন নয়। মিষ্টার লাহিড়ী একজন স্বনাম ধন্য ব্যারিষ্টার, তিনি নিজের কৃতীত্বে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন, বড় ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনিয়া, নিজে বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন, সুজলা প্রশংসার সহিত আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া শরীর অসুস্থ হওয়ায়, পিতার আদেশে দিদির নিকট বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ত আসিয়াছে। মিষ্টার লাহিড়ীর ইচ্ছা, কন্তার শরীর সুস্থ হইলে, কন্তাকে সুপাত্রে বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন।

মিষ্টার রায়, হিমাকর বাবুর আসিবার কয়েকমাস পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার একমাত্র ভগ্নী লীলার সহিত মিষ্টার মৈত্রের বিবাহ হইয়াছিল, সেই ভগ্নীর অকাল মৃত্যুতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন, সময়ে শোকের তীব্রতা প্রশমিত হইলেও, স্নেহময়ী লীলার করুণ স্মৃতি সবারই বুকের মধ্যে গভীর ভাবে দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল, লীলার মৃত্যু হইলেও লীলার স্বামী মিষ্টার মৈত্রের সহিত তাঁহার আত্মীয় বন্ধন কিছু মাত্র শিথিল হয় নাই, এবং বিদেশে ভগ্নীপতিকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া, তাঁহাকে দু'একদিনের মধ্যে তিনি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। কথাবার্ত্তায় এ কয়দিন কাটিতেছে বেশ। হিমাকর বাবু, মীরা, নীরাকে লইয়া প্রায়ই বৈকালে এখানে বেড়াইতে আসেন, সুনন্দা মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন, এই রূপে আত্মীয় স্বজনহীন স্থানে সুদূর প্রবাসে উভয় পরিবারেরই নিঃসঙ্গ জীবনের দিনগুলি কাটিতেছে ভাল, বরং বন্ধুত্ব বন্ধনের যোগ ক্রমেই নিবিড়তর বন্ধনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে বলা যায়।

মিষ্টার লাহিড়ীর ইচ্ছা, নিশাকরের সহিত সুজলার বিবাহ দেন, সুনন্দারও ইহাতে মত আছে, কিন্তু, দেশের মঙ্গল কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প নিশাকর, কৌমার্য্য ব্রতের পক্ষপাতী বলিয়া সে প্রস্তাব কেহ তুলিতে পারেন নাই।

চা খাইতে খাইতে সুজলা কহিল, "আমি এসে পর্য্যন্ত তোমায়

দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি সুনন্দা-দি, তুমি কিন্তু আচ্ছা লোক বটে, তিনদিন পরে আজ দেখা দিতে এসে। ছোট বেলাকার কথা সব ভুলে গেছ বুঝি, এখন আর আমার ওপর তোমার সে টান্ নেই, মীরা, নীরা সব ভাগ দখল করে বসেছে, নয় সুনন্দা-দি? আমি কিন্তু, তুমি এখানে আছ বলেই আস্‌তে সাহস করলাম, নইলে ডলি-দির চিঠিতে যা দেশের বর্ণনা শুনি, শুনেই ভক্তি চটে যায়।"

সুজলার স্নেহের অনুযোগ শুনিয়া, মৃদু হাসিয়া সুনন্দা কহিলেন, —"আমি না আসতে পেরেছিলাম, তুমি কোন্ ডলি-দির সঙ্গে দেখা দিতে গিয়েছিলে? আমি তো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাসায় প্রায় এসে থাকি, কিন্তু আমার বাড়ী তো মেমসাহেবের একদিনও পায়ের ধুলো পড়তে পায় না।"

মিসেস রায়, ওরফে ডলি কহিলেন, "খুকীর জন্যে আমার হাত পা যে বাঁধা আছে সুনন্দা-দি, কোথাও কি বেরুবার জো-টি আছে? নইলে তোমার বাসায় যেতে আমার অসাধ? ওর সঙ্গে পর্য্যন্ত এক পা বেড়াতে যেতে পারি না, তার জন্যে কত রাগ করেন। খুকীর ফায়-ফরমাস খাটতে খাটতেই আমার সমস্ত সময় চলে যায়, এতটুকু ফুরসৎ থাকে না। জিজ্ঞেস কর না সুজলাকে, ও তো এসে পর্য্যন্ত দেখছে।"

সুনন্দা কহিলেন, "পৃথিবীতে আরতো কারও খুকী খোকা নেই, তারা যেন জগৎ সংসারে এক খুকী খোকার সেবা ছাড়া আর কিছু করে না। তোমার খুকীর একটা আয়া, একটা বয় রয়েছে, তোমার নিজেরও একটা ঠাকুর আছে, রান্না-বান্না একবার দেখিয়ে দিয়েই খালাস, এতো বড় দিনটায় তবে কর কি? এই আষাঢ় শ্রাবণের লম্বা দিন তো সহজে ফুরাতেই চায় না।"

সুজলা কহিল, "তা যদি বল্লেন সুনন্দা-দি, আমি ডলি-দির দৈনন্দিন কাজের একটা লিষ্ট তৈরি করেছি, আজই সকালে সে'টা মিষ্টার মৈত্র আর মিষ্টার রায়কে পড়ে শোনাচ্ছিলুম, মিষ্টার রায় আবার বল্‌ছেন কি, "যখন সময় হবে, তখন দিদির মতন তোমারও কাজের লিষ্ট হয়ে দাঁড়াবে, একচুলও এদিক সেদিক হবে না, এখন থেকে বরং খসড়াটা রেখে দাও, কাজে লাগবে।" আমি কিন্তু জোর করে বল্‌তে পারি, ডলি-দির মতন, কেউই পারবে না।"

মীরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরকম লিষ্ট মাসীমা, "আমাদের একবার পড়ে শোনান না ?"

সুজলা কহিল, "পড়তে আর হবে না, সে আমার মুখস্থ, সকালে ৬টার সময় উঠে খুকীর মুখ হাত মুছিয়ে, ফ্রক, জামা, জুতো পরিয়ে, পাওডার লাগাতে, দুধ খাওয়াতে, কোঁকড়ান চুলগুলিতে ব্রুস চিরুণী দিতেই বেলা সাড়ে সাতটা বাজে, তারপর বয়ের কাছে ছেলেকে হাওয়া খাওয়ার জন্যে দিয়ে, নিজের মুখ হাত ধুতেই বেলা আটটা, তখন সবায়ের চা খাওয়া হয়ে যায়, উনি একা টেবিলে এসে বসেন, আমি এসে পর্য্যন্ত দয়া করে যোগ দিই, তা বলে সে'টা আমার প্রথম পিয়ালা নয় ; ঠাকুর এসে তাগাদা দেয়, "মা একবার রান্না ঘরের দিকে আসুন, কাছারীর সময় হোয়ে আসছে" মা তখন রান্নাঘরে একবার তদারক কোরে আসেন, খুকী ততক্ষণ বেড়িয়ে আসে, ছাড়া পেয়ে এঘর সেঘর দৌড়োদৌড়ি কোরে, এটা ফেলে, ওটা ভাঙ্গে, একবার বা হাততালি দিয়ে নাচে, খিল খিল কোরে হাসে, বাবার হ্যাটটা মাথায় দিয়ে মুরুব্বিয়ানা চালে পা ফেলে, তার কাণ্ড দেখে আমরা হেসে অস্থির হই, চেয়ারে বসে, আবার হারমনিয়ামের পর্দ্দা টিপে আমাদের ইসারা ক'রে বেলো কোরতে

বলে, মা ততক্ষণ মেয়েকে নিয়ে এইসব আদর আহ্লাদ কোরে, তারপর আয়াকে সঙ্গে নিয়ে, মেয়েকে স্নান করাতে বসেন, সে, সাবান মাখিয়ে,জলের গামলায় বসিয়ে খুকীকে স্নান করাতে—তারপর মুছিয়ে গায় জামা দিতে, মাথা আঁচড়াতে, দুধ খাওয়াতে বেলা এগারটা বাজে, তারপর নিজের স্নানাহার সারতে বেলা ১টা হয়, তারপর খুকীর দুধ খেয়ে ঘুমোবার পালা। তিনটের সময় খুকীর ঘুম ভাঙ্গে। সে সময়ে আবার—সেই দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো ইত্যাদির ধুম। খুকীকে বেড়াতে পাঠিয়ে, মা, নিজের মুখ হাত ধুয়ে ঠাকুরের রান্নার যোগাড় দেখিয়ে দিয়ে এসে, বাহিরের টেবিলে চা, জলখাবারের যোগাড় করেন, আর মিষ্টার রায়ের ফেরবার পথ চেয়ে কেবল ঘড়ী দেখেন ; তিনি এলে, তাঁর মুখ হাত ধোয়া হোলে, চা ইত্যাদি খাওয়া হয়, তা করতে আবার খুকুরাণীর বেড়িয়ে ফেরা হয়, তখন আবার জামা জুতো খোলা, দুধ খাওয়ান ইত্যাদি আছে, এর ওপর যদি আবার খুকি কোনো দিন বায়না ধরে, কি কান্না সুরু করে, তা'হলে ব্যাপার গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়, এতেই বুঝে দেখুন, ডলি-দির একদণ্ড ফুর্সৎ আছে কি করে ?"

খুকীর এ দৈনন্দিন সেবার ফর্দ্দ শুনিয়া মীরা ও নীরা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া হাসিতে লাগিল।

সুনন্দাও হাসিয়া কহিলেন, "এই একটি খুকী নিয়ে ডলির এই ব্যাপার, এর পরে আরও দু'একটির আবির্ভাবে তাহ'লে চক্ষু স্থির হবে দেখছি।"

ডলি কহিলেন, "তা কি করব ভাই, আমার ক্ষমতায় তো আর কুলোয় না। তুমি যে দুরন্ত মণিকে নিয়ে কি কোরে ঘরের অন্যে৷ কাজ কর্ম্ম দেখো, তা আমি বুঝতে পারি না। মেয়েদের তো

মাষ্টার পাওনি, নিজেই পড়াও, মেয়েরা এলে জিজ্ঞেস করি, যা কি করছিল, কোনোদিন শুনি সেলাই করছ, কোনোদিন রান্না করছ, কোনো দিন বাগান তৈরী করাচ্ছ; এতো কাজ তুমি পেরে ওঠ কি কোরে ভাই ?"

সুনন্দা কহিলেন, "তবু আমি বেশী কিছুই করি না, বরং অনেক সময় হাতে বাড়তি থাকে। প্রথম প্রথম খোকা খুকী হ'লে, সবাই-ই একটু বেশী রকম ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে আর অতোটা গায়ে লাগে না, তোমার প্রথম খুকীটি হয়ে চার দিন মাত্র বেঁচে ছিল, বলতে গেলে এইটি তোমার প্রথম। কাজেই বেশী জড়িয়ে পড়েছ। এখন ওসব কথা থাক্, কাজের কথা শোনো, চিঠির তো জবাব দাওনি, চরকার কথা যা লিখেছিলাম, তা পড়েছ তো ? উনিও মুখে বলেছেন নিশ্চয়।"

ডলি কহিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে একটা মজার কথা বটে, তোমার মাথায় ও আবার কি ভূত চেপেছে সুনন্দা-দি, তুমিও দেখছি ঠাকুরঝির জুড়ীদার। ঠাকুর জামাই শুনে খুব খুসী হচ্ছিলেন, কিন্তু ওসব কি আমাদের কাজ ভাই ?"

সুনন্দা কহিলেন, "কেন নয় ডলি, তোমার আমার হাতে রেশম পশম, কি চিকনের কাপড় ছাড়া শোভা পায় না—এই কি তুমি বলতে চাও ? তা হচ্ছে না ডলি, ম্যাজিষ্ট্রেটের গিন্নীকেও এইবার চরকায় শুতো কাটতে হবে, নইলে ছাড়ছি না, আর সুজলা, তোমরা ত টাটকা পাশ করা কলেজের মেয়ে, তোমাদেরই আজ এই অভাবের দিনে উদ্যোগী হয়ে, এ সব কাজে হাত দেওয়া উচিৎ। লেখা পড়া শিখে জড় ভরত হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, মেয়েদের কাজ মেয়েরাই উদ্যোগী হ'য়ে করতে হ'বে।"

সুজলা কহিল, "আমি তো করতে এখনি রাজী আছি, কি করতে হবে, তাই শিখিয়ে দাও।"

ভগ্নি কহিলেন, "তা, ওর দ্বারা কিছু হ'তে পারে বটে, কিন্তু আমায় এসবে জড়িয়ো না সুনন্দা-দি, আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। তা ছাড়া কাপড় দুর্ম্মূল্য হয়েছে বলে, চরকায় সুতো কেটে তুমি যে কিছু সুবিধে করতে পারবে, আমার তো তা মনে হয় না। নিশাকর কাল সন্ধ্যের সময় অনেক কথা বলছিলো বটে, খবরের কাগজেও "চরকায় সুতো কাট, চরকা চালাও" একটা ধুয়ো উঠেছে শুনছি, কিন্তু এসব কেবল হুজুগ বল্লেই হয়। বাঙ্গালী, হুজুগে মাত্‌তে চিরকালই মজবুত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুজুগ তার চিরস্থায়ী হয় না। তা ছাড়া যে দেশে প্রায় আশী নব্বই কোটী টাকার কাপড়ের খরচ, সেদেশে কি দু'পাঁচখানা চরকা চালাতে পারলেই অভাব দূর হবে?"

সে তোমার আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। উনিও ব'লছিলেন, হুজুগের হিঁড়ীকে, অভাবের ঠেলায়, এ সময় চরকা দিন কতক চ'লতে পারে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টেঁকতে পারবে না।"

"সুনন্দা কহিলেন, "বাঙ্গালী হুজুগ প্রিয়, বাঙ্গালীর কাজের চাইতে কথার দৌড় অনেক বেশী, বাঙ্গালী সুখসর্ব্বস্ব, মুখসর্ব্বস্ব, সে কথা আমিও জানি, আমিও মানি, কিন্তু আমাদের দোষ, আমাদেরই তো নিজের হাতে সংশোধন করতে হবে, নইলে এই জাতীয় জীবনের কলঙ্ক চিরদিনই যে অঙ্গের ভূষণ হয়ে থাকবে। নিজেদের দোষ, ভুল, ত্রুটি, সংশোধন করবার চেষ্টা না কোরে, কেবল যদি মন্তব্য আর সমালোচনাই করতে থাকি, তা হোলে তো আর মুক্তির আশা থাকে না।"

সুজলা কহিল, "কিন্তু চরকায় সূতো কাট্‌লে কিছু হবে কি সুনন্দা-দি ? ও জিনিষ তো অনেক কাল আগে দেশ থেকে উঠে গিয়েছে, এখন আর নতুন কোরে ওর চলন হবে কি ?"

সুনন্দা কহিলেন, "চলাতে পারলেই চল্‌বে। আর সেই চলনই আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। এই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের দিনে, দেশ জুড়ে হাহাকারের সাড়া পড়লেও, আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে এ একটি স্বর্ণসুযোগ এসে উপস্থিত। কত জিনিষের জন্তে আমরা বিদেশের মুখ চেয়ে হা পিত্যেশ করে থাকি, আজ আমরা তা বুঝতে পাচ্ছি। কাঁচের চুড়ি, কাঁচের খেল্‌না থেকে—বোতাম, চিরুণী, সাবান, ফিতে প্রভৃতি কত টুকী-টাকী সৌখীন জিনিষ আমাদের চোখের সামনে ধ'রে তারা দু'হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সমুদ্র পারে যাত্রা করছে, আমরা এ গুলি পেয়েই নিজেদের কৃতার্থ মনে করে, তাদের ধন্তবাদ দিচ্ছি, অথচ এ সব জিনিষ একটু চেষ্টা করলেই অনায়াসে আমাদের দেশেও হ'তে পারে।"

ডলি কহিলেন, "হ'তে পারে না কেন, কিন্তু ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত হবে না ত। একবার মানভূম জেলায় যখন আমরা ছিলাম, এক জনরা চিরুণীর ফ্যাক্টরী খুলেছিল, তা সে যে চিরুণী আমায় present করেছিল, দেখলে হাসি পায়, মাথায় দিলে সঙ্গে সঙ্গে চুল ছিঁড়ে যায়, এই তো দেশের শিল্পের নমুনা।"

সুনন্দা কহিলেন, "কিন্তু আমি জানি, আরও দু'একজায়গায় যা ফ্যাক্টরী হয়েছে, তাদের জিনিষ আরও ভাল হয়েছে, আমরা দেশের লোক যদি তাদের উৎসাহ না দিই, তা হোলে তারা দাঁড়ায় কি ক'রে ? দেশের শিল্প আমাদের মৃত, তাকে যদি আবার বাঁচিয়ে

তুলতে হয়, ধ্বংসের মধ্যে যদি আবার তাকে গড়ে তুলে, দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা হ'লে আমাদের সকলকেই প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।"

ডলি কহিলেন, "তা আমরা আবার ঘরের কোণ থেকে কি করতে যাব? পুরুষরা পারেন কিছু করুন, আমরা তো বাধা দিতে যাচ্ছি না।"

সুনন্দা কহিলেন, "সে হয় না ডলি, পুরুষরা খাটবেন, আর আমরা শুধু চেয়ে থাক্‌ব, তা হোতে পারে না। আমরা ঘরে বসেও অনেক কাজ করতে পারি, প্রত্যক্ষভাবে পুরুষদের বাধা না দিলেও পরোক্ষে আমরাই তাঁদের প্রধান বাধা। এ সব কথা আর একদিন তোমায় বল্‌ব এখন, আজ যা বল্‌তে এসেছি, তা শোনো, চরকায় সুতো কাটা অতি সহজ, আমি দু'তিন দিনেই শিখতে পেরেছি, গৃহস্থবাড়ীর মেয়েরা সকলে অবসর মত কিছু কিছু সুতো কাটতে পারলে অনেক সুতো হবে, একটু চেষ্টা করলে আবার সুতো বেশ মিহিও হয়, সেই সুতো তাঁতীদের দিলে, তারা বানী নিয়ে কাপড় বুনে দেবে।"

সুজলা কহিল, "কিন্তু সুনন্দা-দি, এখন কিছুদিন না হয় এ রকম কোরে চল্‌ল, কিন্তু যুদ্ধ থামলেই আবার যখন সস্তায় বিলিতী কাপড়ের চালান এসে পড়বে, তখন তোমার দিশী চরকার, আর তাঁতের সাধ্য হবে না, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। সস্তায় মিহি কাপড় পরবার জন্যে লোক ঝুঁকে পড়বে, তখন তো আবার সেই—পুনর্মূষিকোভব।"

ডলি কহিলেন, "শেষ পর্য্যন্ত সেই, তাইই হবে, নইলে এত বড় ভারতবর্ষের কাপড়ের অভাব ঘুচবেই বা কেন?"

সুনন্দা কহিলেন, "তোমাদের আশঙ্কা বড় মিথ্যা নয়, কিন্তু বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কোরে, দেশ যে শিক্ষা পেয়েছে, সে'টা যদি না ভোলে, আর আমরা সকলেই যদি ঘুরে ঘরে, দেশের তৈরী কাপড় একটু আদর কোরে পরি, তা হ'লে বিশেষ ভয়ের কারণ থাক্‌বে না। দূরের কথা এখন যাক্ বোন, আমার ইচ্ছে, এখন এ দেশের মেয়েদের নিয়ে একটা সমিতি গড়ে তুলে, সবারি হাতে চরকা ধরিয়ে দিই।"

ডলি কহিলেন, "কিন্তু আমাদের position এতে বড় হাল্কা হয়ে পড়বে, তুমি আমি যাব—ইতর ভদ্র সবাইকে ডেকে চরকা শেখাতে? আমাদের এতো কিসের মাথা ব্যথা? যদি আজকের দিনে ঘরে ঘরে চরকায় সুতো কাটলে, সত্যিই দেশের উপকার হয়, তা হোলে, দেশে সে ব্যবস্থা চালাবার জন্যে অনেক লোক আছে। পুরুষরাই তো ইচ্ছে করলে, নিজের নিজের বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এ সব ব্যবস্থা করতে পারেন। তাঁরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুবেন, আর তুমি আমি ঘর গৃহস্থালী ফেলে, এই সব করে বেড়াব, এতো কিসের গরজ আমাদের ?"

সুনন্দা কহিলেন, "position এর এতে কোনো হানি হবে না ডলি, যখন সেজে গুজে, সভায় দাঁড়িয়ে prize distribution করতে যাও, তখন যেমন position এর however বজায় থাকে, এতেও তার চাইতে কিছু কম থাক্‌বে না। তা ছাড়া ভেবে দেখ, তুমি আমি, বরং আর পাঁচজন মেয়ের চাইতে এসব কাজ এগিয়ে করবার জন্যে দায়ী, কেন না, লেখাপড়া শিখে, হিতাহিত ভালমন্দর জ্ঞান শেখবার সুযোগ আমরা যখন পেয়েছি, তখন যে কোনো ভাল কাজের পথ দেখাতে আমরাই বাধ্য। ঈশ্বরের

আশীর্ব্বাদে, কর্ম্মোপলক্ষে আমরা যে ভাবে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াই, তাতে চেষ্টা করলে, আমরা নানা জায়গায় কত সৎ কাজের অনুষ্ঠান করতে পারি, ঘর কন্নার কাজ, ছেলেমেয়ের সেবা তো আমাদের আছেই, তা ছাড়া, দেশের কাজে সময় মত একটু আধটু যদি পরিশ্রম করি, সেটা নেহাৎ বৃথা হবে না, তুমি আমি যদি চরকায় সুতো কাটি, তখন আর সব ঘরের মেয়েরা খুব শীগ্‌গীরই সাধ কোরে আমাদের অনুসরণ করবে, যে সময়টা তারা বাজে গল্প কোরে, তাস খেলে কাটায়, সে সময়টা এই রকম কিছু ভাল কাজ করলে, সময়টারও সদ্ব্যবহার হবে। আমি কাল একটি চরকা কিনেছি, আর একটির জন্যে অর্ডার দিয়েছি, সুজলার জন্যে কাল আমি একটি চরকা কিনে পাঠাবো, মীরা, নীরাও শিখ্‌তে পেরেছে, সুজলাকে ওরাই শেখাতে পারবে, সুজলা তো একবার দেখলেই শিখে নেবে, তার পর আমরা বন্দোবস্ত করছি, একদিন এ দেশের মেয়েদের সকলকে একজায়গায় ডেকে, এ বিষয় কিছু বলা, তবে উনি বলছিলেন, পুরুষদের ডেকে আগে একদিন সভা কোরে এ বিষয়ে কিছু বল্‌তে। মিষ্টার মৈত্র বেশ বোলতে পারেন, তাকেই বল্‌তে বোলবেন, বোলেছিলেন।"

সুজলা কহিল, "এ বেশ কথা সুনন্দা-দি, আমার এ রকম কিছু কোরতে খুব ভাল লাগবে, আর রাতদিন এই একটা বাড়ীতেই বদ্ধ আছি, তা হোলে পাঁচখানা বাড়ী ও পাঁচজন মেয়েদের দেখতেও পাব, পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে বইও যথেষ্ট পড়েছি বটে, কিন্তু চোখে একবার সব দেখে শুনে সাধ মিটুতে চাই।"

এই সময়ে খুকুমণি আসিয়া উপস্থিত হইল, ধবধবে মেয়েটিকে

চুলের বাহারে, ও সুন্দর পোষাকে, একটি সজীব পুতুলের মতোই দেখাইতেছিল। মীরা, নীরা খুকিকে কোলে লইবার জন্য কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল, চুমায় চুমায় খুকীর নরম গাল দুটিতে গোলাপ ফুটাইয়া তুলিল।

ডলি চেয়ার হইতে উঠিয়া কহিলেন, "সুনন্দা-দি, তোমাদের ভাই, না খাইয়ে আজ আমি ছাড়ছি না, ভয় নেই, বেশী রাত্রি হবে না, আটটার আগেই সব হোয়ে যাবে, আমি একবার ঠাকুরকে সব দেখিয়ে দিয়ে আসি।"

—দশ—

রান্নাঘর হইতে ডলি নিজের শয়ন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সুনন্দা, ঘরের দেয়ালের ছবি গুলি, মনোযোগের সহিত দেখিতেছে, ডলি কহিলেন, "এসো সুনন্দা-দি, মেয়েদের একটু গান শুনি গে, নূতুন গান কি কি শিখিয়েছ।"

সুনন্দা কহিলেন, "তা শিখেছে মন্দ নয়, কিন্তু আমার মন বড় ছট্‌ফট্‌ করছে ডলি, খোকাকে না হয় কেউ নিয়ে আসুক, তুমি একজন চাপরাসীকে পাঠিয়ে দাও। বিন যেন খোকাকে নিয়ে তার সঙ্গে আসে।"

ডলি তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া, একজন চাপরাসীকে পাঠাইয়া দিয়া আবার ঘরে আসিলেন, ওঘরে তখন হার্মোনিয়ামে একটি হালকা সুরের গদ বাজিতে সুরু হইয়াছে, সুনন্দা কহিলেন, "তুমিও তো বেশ গান করতে, আজকাল আর সে সব চর্চ্চা নেই, না?" ডলি কহিলেন, "তা তো নেই-ই, গানে আমার খুব

ঝোঁক ছিল, সুজলাও গান খুব ভালবাসে বটে, কিন্তু গায় না, বাবা তো এখন মেয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছেন, নিশাকরের সঙ্গে হ'লে মন্দ হোতো না, কিন্তু ওরা তো কেউ ছোটো নয়, নিশাকরকে একবার বল্‌লে হয় না! পাত্র, পাত্রী দুজনেই উপস্থিত, এ একটা golden oppertunity." সুনন্দা কহিলেন, "একদিন আভাস দিয়েছিলাম বটে, যাই হোক্, তাড়াতাড়ির দরকার নেই, সে একরকমের মানুষ, বলে, বিয়ে করবোই না।"

ডলি হাসিয়া কহিলেন, "উনিও তাই বলেছিলেন সুনন্দা-দি, তারপর সেই প্রতিজ্ঞা পালনের নমুনা আমি।"

সুনন্দাও হাসিয়া কহিলেন, "তোমাকে ব'লেই করলেন, নইলে বোধহয়, চিরকুমারই থাক্‌তেন, আমাদের নিশাকর বাবুরও তাই হবে, দেখা যাক্ কদ্দুর কি হয়, আচ্ছা ডলি, মিষ্টার মৈত্র বোধহয় আর বিয়ে ক'রবেন না, কিন্তু ওঁর বয়স তো খুব অল্প, কি রকম মনে হয়?"

"বলা তো যায় না, ওঁর পিসীর তো খুব ইচ্ছে, যে আবার বিয়ে করেন, ছেলেপিলেও নেই, করাই উচিৎ। কিন্তু এখন শিগ্‌গীর যে করবেন, তা মনে হয় না। আর সত্যি ব'লতে কি সুনন্দা, রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী স্ত্রী উনি হারিয়েছেন, তাঁর স্মৃতির এতো শিগ্‌গীর অপমান করাটা আমার যেন কেমন মনে হয়। দেড়বৎসর লীলা মারা গেছেন, কিন্তু তার সব কথা যেন সে-দিনের ঘটনা বোলে মনে হয়, সে যেন মানুষের রক্ত-চামড়ার দেহে, কোন স্বর্গের দেবী ছিল। উনি তো বোনের নাম হোলে বেশ কাতর হোয়ে পড়েন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মিষ্টার মৈত্র প্রভৃতি

কথায় লীলার প্রসঙ্গ তোলেন, আমার বোধহয়, তাতেই যেন উনি সান্ত্বনা পান। একখানি অয়েল-পেণ্টিং করিয়েছেন, কি চমৎকার!"

সুনন্দা কহিলেন, "তার অমন সুস্থ শরীর, অমন লাবণ্য, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, অথচ হঠাৎ ক'দিনের জ্বরে মৃত্যু হোলো! তার কথা মনে হ'লে আমাদেরই কত কষ্ট হয়, মোটে তিনবার তো দেখেছি, কিন্তু তাতেই যেন কতো আপনার মনে হোয়েছিল, সে নিজে কারও কষ্ট সহ্য কোরতে পারতো না, অথচ তাকে দেখলে, ঠিক একখানি হাস্যময়ী আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি বোলে মনে হোতো। আমরাই তার জন্যে হাহাকার ক'রছি, আর—মিষ্টার মৈত্র যে করবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি?"

এই সময়ে মিষ্টার মৈত্র আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডলি কহিলেন, "আসুন, আপনার সঙ্গে সুনন্দা-দি একটু গল্প করুন, আমি একবার ওদিক থেকে ঘুরে আসি।"

মিষ্টার মৈত্র চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, "মিষ্টার চৌধুরীর কাছে সব শুনলাম। তা আপনারা দু'জনে যখন উদ্যোগী হোয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই কার্য্য সফল হবে। আমি শুনে বড় খুসী হোয়েছি।"

সুনন্দা কহিলেন, "ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার কথা শুনে আমারও উৎসাহ হোলো কেন না, মন যতই উঁচু সুরে বেঁধে নিই, তবু আশা-নিরাশার কথা শুনতে মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই উৎসুক। উনি আপনাকে বক্তৃতা দেবার কথা বোলেছেন বোধ হয়?"

"বলেছেন, সেটা মিষ্টার রায় দিলেই ভাল হয়, তবে আমাকেই যখন অনুরোধ কোরছেন, আমি দেবো। দেখুন মিসেস চৌধুরী, আজ আমার মিসেস মৈত্রের কথা মনে হচ্ছে, এরকম কাজ ক'রতে তাঁর ভারী উৎসাহ ছিল। আমি যখনই যে ডিষ্ট্রীক্টে বদলী হ'য়ে গেছি, তিনি সেই সেই ডিষ্ট্রীক্টের স্থানীয় নানা খুঁটি-নাটি খবর

সকল জেনে, উৎসাহের সহিত কত কাজ করেছেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা, ছেলেদের স্কুল স্থাপন, গ্রামের মধ্যে ডাক্তারখানার সুবন্দোবস্ত করা, তা ছাড়া, কোথায় কোন গ্রামে কটি ভাল পানের উপযোগী পুকুর ও কূপ আছে, লোকদের জলকষ্ট আছে কিনা, এ সব জেনে উদ্যোগী হয়ে, সে সবের অভাব দূর করা,—এ তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। আমি হেসে বল্‌তাম, 'গভর্ণমেণ্টের উচিৎ, তোমায় আলাদা কোরে, কোথাও একটা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা।' —টুয়োরে প্রত্যেক বারই তিনি আমার সঙ্গে যেতেন, কত লোক আমাদের কত কি জিষিন নজর দিয়ে যেত, তিনি দু'হাতে সেই সব জিনিষ গরীব দুঃখীদের বিতরণ ক'রতেন। চাপরাশীদের প্রতি তাঁর কড়া হুকুম থাকত, যেন কারও কাছ থেকে কোনও জিনিষ জুলুম কোরে আদায় না করা হয়। আমি যদি বল্‌তাম্ "তা কি কখনও সাহস করে কেউ ?" তিনি বল্‌তেন, "খুব ক'রে।" তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তিনি বল্‌তেন,—যখন তিনি ছোট-মেয়ে, তখন তাঁর বাবার সঙ্গে ঘুরে এ সব বিষয় জেনেছেন। আমি বল্‌তাম, "তা হোলে লোকেরা আমার কাছে অভিযোগ কর্‌ত" তিনি বলতেন, "সে সাহস তারা করে না, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত চাষা-ভূষো লোকদের এতো সাহস হয় না, যে হাকিম সাহেবের কাছে গিয়ে নালিস করে। তারা জানে, তাদের ঘরে যতই অভাব থাক্‌, হাকিম সাহেব গ্রামে এলে, তাঁর জন্যে দুধ, ঘি, মাছ, প্রভৃতি যেখান থেকে হোক্‌ তারা জোগাতেই বাধ্য। কিন্তু অজস্র উপহার দ্রব্যে আমাদের ঘর যখন বোঝাই হ'য়ে ওঠে, তখন আমাদেরই খোঁজ নেওয়া উচিৎ, যে এতো জিনিষ, লোকের অযাচিত শ্রদ্ধার উপহার, কি জোর কোরে কেড়ে নেওয়া

জিনিষ। একবার একটি ব্যাপারও ঘট্‌লো, আমরা উঁচু নীচু একটা রাস্তা হেঁটে বেড়িয়ে, ডাকবাঙ্গলায় ফিরছি, রাস্তার ধারে দেখ্‌লাম, একটি ছোট ছেলে বসে কাঁদ্‌ছে, লীলার স্বভাব ছিল, পথে চল্‌বার সময় এ রকম কিছু দেখলেই জিজ্ঞাসা কোরে খবর নেওয়া, পদের সম্মান তাঁর মধ্যে একটা কৃত্রিম আড়াল তৈরী করতে পারে নি। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস ক'রতে, সে ভয় পেয়ে চুপ কোরে রইল, মেম সাহেবকে দেখে অনেকটা বোধহয় কুণ্ঠিত ভাব, কিন্তু লীলার বার বার সস্নেহ প্রশ্নে সে কেঁদে ফেলে বল্লে, 'তার মায়ের খুব ব্যারাম, সে একসের মাগুরমাছ হাটে বেচ্‌তে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই বেচে, কিছু মিছরি, সাগু, আর সরু চাল কিনে ঘরে যাবে, তা একজন লালপাগড়ীওলা চাপরাশী দুটো বড় মাছ চায়, সে বলে, "দাম না দিলে সে দেবে না, ঘরে তার মা'র অসুখ, সেই রোগী-মা'র জন্যে কিছু জিনিষ কিনতে হবে, চাপরাশী ধমক দিলেও সে দিতে রাজী হয় নি, তখন সে সব মাছ কেড়ে নিয়ে গেছে।'' লীলা তার হাতে একটি টাকা দিয়ে, গম্ভীর ভাবে বাঙলোতে এসে খবর নিলে, যে আজ কিছু মাছ রান্না হ'য়েছে কি না, তার জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝতে পারলে বোধ হয়, সবাই সাবধান হ'তো, কিন্তু তারা মনে ক'রলে, লীলা সহজ ভাবে রান্নার খোঁজ নিচ্ছেন, তাতেই ব'ল্লে, বড় মাগুর মাছ পাওয়া গেছে, তারই ঝোল রান্না হয়েছে, লীলা সব মাছ ফেলে দেবার জন্যে হুকুম দিলেন, আর বল্লেন; যেন কারও কাছ থেকে আর কখনো এ ভাবে কিছু নেওয়া না হয়, তা হোলে সকলেরই punishment হবে। সেই থেকে তিনি খুব সাবধানে চলতেন, আর চাকর-বাকরের ওপোর খুব কড়া পাহারা রাখতেন।"

মৃতা প্রেয়সীর এই সকল গুণের কথা বলিতে বলিতে মিষ্টার মৈত্রের অন্তঃকরণ যেন মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিতেছিল। সুনন্দাও রমণীহৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয়ে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত সেই স্বর্গগতা রমণীর উদ্দেশে মনে মনে অভিনন্দন করিলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন, "তিনি শুধু মুখে বা কাজে কিছু করেন নি, পয়সাও তো অনেক খরচ কোরতেন, মেয়েদের তিনি গৌরব ছিলেন ব'লে আমরা তাঁর গৌরবে নিজেদেরও গৌরবান্বিতা মনে করি।"

মিষ্টার মৈত্র কহিলেন, "প্রতি মাসে তিনি কিছু টাকা আলাদা ক'রে একটি ফণ্ড ক'রেছিলেন, তা থেকে তিনি নানা সৎ কাজে দান কোরতেন, তা ছাড়া আবার উপরি দানও ছিল, কিন্তু সে সকল দান তার শুধু নাম কেনবার জন্যে ছিল না, তিনি ব'লতেন, 'এ তাঁর কর্ত্তব্য।' তিনি ব'লতেন, 'খরচের অতিরিক্ত যাঁর আয়, সে গুলো তাঁর কাছে, ভগবানের গচ্ছিত ধন।' এমন চমৎকার কথা আমি কখনও কোনো চিন্তাশীল পুরুষকেও ব'লতে শুনি নি। কিন্তু আর থাক, আপনি বোধ হয় অনেকক্ষণ থেকে এই এক জনের কথা শুনে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ছেন—"

সুনন্দা উৎসাহের সহিত কহিলেন, "সে কি, আমাদের ভাগ্য যে আমাদের মধ্যে একজন মহিলাও এমন ভাবে দেশের কথা, দশের কথা ভেবেছেন, তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমরা তাঁর কাছে কত ছোট।"

মিষ্টার মৈত্র কহিলেন, "ছোট আপনারা কেউ না, আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কত প্রকার কর্ম্ম শক্তি লুকিয়ে আছে, সে গুলিকে শুধু ফুটিয়ে তোলবার জন্তে অল্প বিস্তর সাধনার দরকার। —লীলা যখন কাছে ছিল, তখন তাঁরে আমি এতো বেশী বুঝতে

পারি নি, অনেক সময় তাঁর এতো বেশী উৎসাহকে অনধিকার চেষ্টা বোলে হয় তো একটু বিরক্তও হ'য়েছি, আজ তিনি নেই ব'লেই বোধ হয় তাঁর সমস্ত সত্তা আমার চোখে অতি পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠছে,—যাক্ সে কথা, আপনাদের কাজের কথা এখন শুন্‌তে চাই।"

সুনন্দা কহিলেন, "কাজ তো এখন শুধু কল্পনার মধ্যে রয়েছে, অনেক গুলি প্রাণের সাড়া না পেলে কি এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, মনে করেন? মিষ্টার মৈত্র কহিলেন "আপনাদের মধ্যে যদি সত্যিকার প্রাণের সাড়া থাকে, তা হোলে কাণ পেতে শোনবার চেষ্টা করবেন, সকল দিক থেকেই প্রাণের সাড়া শুন্‌তে পাবেন। আজ যেখানে পাবেন না, ধৈর্য্য ধরে থাক্‌লে, কাল কি দু'দিন পরে সেখানেও পাবেন। মৃতসঞ্জীবনী জল দেশের সমস্ত লোকের গায়ে ছিটিয়ে দিতে হবে, তা হোলেই দেশ নূতন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠ্‌বে।"

সুনন্দা কহিলেন, "আপনার কথা কি চমৎকার. শুন্‌লে যেন মনে নূতন শক্তি জেগে ওঠে, এতো বড় আশা ও বিশ্বাসের কথা বড় একটা কেউ উচ্চারণ কর্‌তে পারে না,—সত্যিই আমার শুনে এমন উৎসাহ ও আনন্দ বোধ হচ্ছে যে, কি বলি।"

মিষ্টার মৈত্র কহিলেন, নৈরাশ্য আর নিরানন্দের কথা আমাদের দেশে বড় বেশী এক ঘেয়ে পুরাণো হয়ে গেছে, যিনি যত বড়ই শিক্ষিত হন্ না, আশার বাণী, বিশ্বাসের বাণী কেউ-ই অসঙ্কোচে বলতে চান্ না, ভয় হয়, পাছে ভুল হয়ে যায়, পাছে তাঁর বাণী বিফল হোলে, লোকে তাঁরে মিথ্যাবাদী বলে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ যদি আশার বাণী, বিশ্বাসের বাণী বিফল হয়, একটা দেশের

জীবনে, জাতির জীবনে তা কি কোনো দিন সত্য হ'তে পারে না? এই দেখুন, আবার অনেক বাজে কথা বল্‌ছি, একটা কাজের কথা বলি শুনুন, লীলার ফণ্ডে এখনও অনেক টাকা আছে, আপনাদের কাজে যদি কিছু তার সদ্ব্যবহার হয়, আমি দিতে প্রস্তুত জান্‌বেন, দয়া কোরে শুধু চেয়ে নেবেন।"

সুনন্দা কহিলেন, "অনেক ধন্যবাদ, দরকার যদি হয়, অবশ্যই চেয়ে নেব। তাঁর মত পুণ্যবতী নারীর শুভইচ্ছা ঐ টাকার মধ্যে নিশ্চয়ই জেগে আছে, সুতরাং সে টাকার দ্বারা আমাদের পুণ্যব্রত নিশ্চয়ই সফল হবে। আমাদের কি সৌভাগ্য, যে এ সময়ে আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, মনে হচ্ছে, ভগবানই আপনাকে আমাদের সঙ্গে এ শুভ সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন, যাতে আমাদের কল্পনা কাজে পরিণত হ'তে পারে।"

এই সময় ডলি সুনন্দার খোকনকে কোলে লইয়া আসিলেন। মণ্টু, মাকে দেখিবামাত্র কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মায়ের চোখে চোখ মিলাইয়া হাসিয়া উঠিল। ডলি কহিলেন, "তোমার খোকা, ঝির কোল থেকে আমার কোলে খুব উৎসাহের সহিত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, মনে করেছিল "মা", তারপর অবাক্ হোয়ে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, হয় তো কাঁদবার ইচ্ছাই হচ্ছিল, কিন্তু লজ্জায় তা পারছিলনা, হাজার হোক্, পুরুষ বাচ্ছা তো।"

সুনন্দা হাসিয়া মণ্টুকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিলেন, ডলিও একটি চুমা লইল, মণ্টু হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইল।

মিষ্টার মৈত্র কহিলেন, "নারীর অন্নপূর্ণা আর গণেশজননী মূর্ত্তিতেই নারীত্বের মহিমার পূর্ণ বিকাশ। আমার লীলার শিশুর জননী হ'বার বড় সাধ ছিল, ছোট কালে মেয়ে তাঁর ভারী প্রিয়

ছিল, কত সময় অন্তের শিশু কোলে নিয়ে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কেমন দেখাচ্ছে, বল ত?' আমি বল্‌তাম—ভারী সুন্দর।"

ডলি ও সুনন্দা মিষ্টার মৈত্রের এ কথার উত্তর না দিয়া, পরস্পরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া, ঈষৎ হাসিলেন মাত্র।

—এগার—

হিমাকর বাবু উদ্যোগী হইয়া, সকলকে বলিয়া রবিবার দিন একটি সভার বন্দোবস্ত করিতেছেন, স্থানীয় জমিদার দৈবকীবাবুকে বলায়, তিনিও আনন্দের সহিত সম্মত হইয়াছেন। হিমাকর বাবুর ইচ্ছা—ইতর, ভদ্র, পুরুষ, নারী সকলেই এ সভায় সমবেত হইবেন, এবং মেয়েদের জন্য চিক ফেলিয়া বসিবার বন্দোবস্ত হইবে, উপযোগী সহজ ভাষায়, এ সম্বন্ধে, মিষ্টার মৈত্র এবং তিনি নিজে, উপস্থিত কর্ত্তব্য বিষয়ে সকলকে বুঝাইয়া বলিবেন। সত্যের তো ভারী উৎসাহ, সে ইতিমধ্যে অনেক গ্রামে ঘুরিয়া, কিছু কিছু তুলা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং তাঁতীদিগকে তাঁত বুনিবার জন্য উৎসাহ দিতেছে, সুনন্দা ও মেয়েরা কিছু কিছু সুতো কাটিয়া একখানি সাড়ী তৈয়ার করাইয়াছেন, এবং সেই সাড়ীখানি তাঁহাদিগের নিকট অত্যন্ত গৌরবের জিনিষ বলিয়া মনে হইতেছে, সুজলাও তাঁহাদের দেখাদেখি চরকা আনাইয়া সূতা কাটিতে লাগিয়াছে। ইতিমধ্যে, সুজলাকে সঙ্গে লইয়া, সুনন্দা একদিন কয়েকজন ভদ্রপরিবারে দেখা করিয়া, মেয়েদিগকে অবসর সময়ে চরকায় সূতা কাটিবার জন্য বলিয়া বেড়াইয়াছেন, মেয়ে মহলে তা লইয়া বেশ একটু আলোচনার

ধুম পড়িয়া গিয়াছে। আজ দুপুর বেলা, উমেশ বাবু উকীলের বাড়ী বেশ একটি ছোট খাট মহিলা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে, (অবশ্য মেয়েরা তাঁদের এ জনতাটিকে ঐ নামে অভিহিত করিতে সম্মত নহেন।) মাধবের মার মাধব বহুদিন পূর্ব্বে গতায়ু হইলেও ঐ নামেই তিনি এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নিকট পরিচিত, এই গ্রামে, বউ, ঝি, গিন্নি হইতে দাসী মহলেও তাঁহার প্রতিপত্তি খুব, কেন না, ভাল মন্দ পরামর্শ দিতে, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যের আকারে পরিণত করিতে, আবার কথা চালাচালী, বা সকলের ঘরের খুঁটি-নাটী খবর, সকলের গোচরে আনিতে তিনি বেশ দক্ষ। সুতরাং যে কোনো সভার তিনি মুখপাত বা সভাপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী আজ এতদিন এদেশে এসেছেন, পয়সা আর লেখাপড়ার গুমরে এদ্দিন একপাশেই পড়েছিলেন, কারু সঙ্গে তো ভাব কোরতেন না, এখন হঠাৎ যে সেধে সেধে এর তার দুয়ারে চরকায় সূতো কাটবার জন্যে বলে বেড়াচ্ছেন—ইহার কারণ নিশ্চয় কিছু গোপনীয়। মেয়েরা তো কয়দিন ধরিয়া মাথামুণ্ড খুঁড়িয়াও ইহার গোপন উদ্দেশ্যটিকে ঠাহর করিতে না পারিয়া, অবশেষে আজ যাদবের মার শরণাপন্ন হইয়াছে, তা'ছাড়া পরশু যে কাছারীর হাতায় সভা হইবে, কোন্ সাহেব বক্তৃতা দিবেন, উহা শুনিতে যাইবার জন্য মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী সকল বাড়ীর মেয়েদের আহ্বান পত্র দিয়াছেন, কিন্তু উহা শুনিতে যাওয়া উচিৎ কি না, এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ করা বিশেষ প্রয়োজন, সেজন্য আজ বাবুরা কর্ম্মস্থানে যাইবামাত্র কচি-ছেলে কোলে লইয়া, তার বড়টির হাত ধরিয়া, সকলেই উমেশ বাবুর বাসায় সমবেত হইয়াছেন। নিত্য নৈমিত্তিক

তাস ও দশ পঁচিশ খেলা আজ বন্ধ, যাঁহারা শামলা মাথায় দিয়া বক্তৃতার জোরে এজলাস কম্পিত করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সত্য মিথ্যার স্থান বিনিময় করেন, তাঁহারাও আজিকার সভার তর্ক বিতর্ক শুনিলে, সম্ভবতঃ বাকচাতুর্য্য বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন।

মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, নথ নাড়িয়া বলিতেছিলেন, "মোনসেব-গিন্নি ভারী চালাক মেয়ে, মুখখানি দেখলে না—কেমন হাসি হাসি, ভেতরে ভেতরে ফন্দী। পেটে পেটে কিছু আছে বৈ কি। নইলে একটা হাকিমের বৌ হোয়ে, লোকের দুয়োরে দুয়োরে ঘোরে?"

হরিমোহন বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "আবার গিদের দেখেছ বোন্, হাতে শুধু দু'গাছি কোরে সোণার চুড়ী, যেমন বল্লুম, আপনার এমন গোল গোল হাতে গোছা ভরা চুড়ী না হোলে কি মানান সই হয়? তা বোল্লেন কি? "পাব কোথা? যে আমাদের খরচ, এখনও দু'টি দেওরকে কোলকাতায় পড়াতে হচ্ছে, একটিকে সেদিন বিলেত থেকে পাশ কোরে আনিয়েছি।" ওটা একটু অহঙ্কার দেখান হলো। আমাদের তুচ্ছ করা হোলো আর কি?"

কোনো মহিলা কহিলেন, "গলায় একছড়া নেক্‌লেসও নেই, সরু একগাছি হার, মেয়েদেরও তাই, ইচ্ছে কোরে দরিদ্দির সেজে আসা।"

বিনোদবাবুর স্ত্রী কহিলেন, "ও সব আমাদের হেনস্থা করা ছাড়া আর কিছু না, আমরা কি একটা মানুষ, যে আমাদের বাড়ী পাঁচ খানা সোণা দানা পরে আসবেন!"

উমেশবাবুর স্ত্রী কহিলেন, "সত্যর মার আবার গুমোর দেখেছ, তাঁর এখন পায়া ভারী, মোনসোবের গিন্নীর পায়ে পায়ে বেড়াচ্ছেন।

ব্যাটা মোনসোবের মেয়েদের গান শেখায়, সেই গুমোরে, মোনসোব-গিন্নীকে সঙ্গে নিয়ে, এবাড়ী ওবাড়ী আলাপ করিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাটার হাতের তৈরী স্থতোয় মোটা চটের মতন একখানা কাপড় পরেছে দেখেছ ভাই, জলটি পর্য্যন্ত গল্‌বার যো নেই।"

হরিমোহন বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "তা জল না গলুক, টেঁকবে অনেক দিন।"

উমেশ বাবুর স্ত্রী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তোমারও পরবার সাধ হচ্ছে বুঝি ?"

হরিমোহন বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "হ'লেও পাই কোথা, বড় কাপড় তো দেখতে পাচ্ছি না, ছোট পেয়েছিলাম, কিনে ছেলেমেয়েদের পরতে দিয়েছি।"

কেহ কহিলেন, "মোনসোবের দু'টো দু'টো আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে, সতাকে বোধ হয় জামাই বাগাবার চেষ্টা আর কি, তা বোঝ না ? ছোঁড়া দেখতে শুনতে ভাল, গান করে বেশ, জামাই করবার ইচ্ছে না থাক্‌লে, ধেড়ে কেষ্ট মেয়েদের ওর কাছে গান শিখতে দেয় ? ফন্দী করেছে ভাল ?"

হরিমোহন বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "ওদের ঘরে অতটুকু মেয়ের বিয়ে হয় না, জামাই না করলে কি আর কোনো ছেলেকে টান টান্‌তে নেই।"

উমেশবাবুর স্ত্রী কহিলেন, "ছোট মেয়ের বিয়ে হয় না—তা সত্যি, ডিপুটীর শ্যালী মোনসোব-গিন্নীর সঙ্গে এসেছিল, দেখেছ তো, যেন একটা ধিঙ্গী মেয়ে। এখনো ঐ মেয়ে বাড়ীতে পুষে বাপ মার গঙ্গা দিয়ে জল নামে কি কোরে, তা ভগবান জানেন। আবার দু'টো পাশ করেছে, পুরুষের কাণ কাটতে পারে নিশ্চয়, মেয়ে দেখে চক্ষু

স্থির। শুমোরও আছে মন্দ না, এদিক ওদিক তাকিয়ে কেবল মিট্‌মিটিয়ে হাস্‌ছে, কথা বলবার নাম নেই। পরিচয় দিচ্ছে শুনেছ; "হিন্দু" ওর বাবা কি বেহ্ম না?"

যাদবের মা এইবার মুখ খুলিলেন, "বেহ্ম না, বেহ্মার বাবা খিষ্টান। হিঁদু বোলে পরিচয় দিতে মুখে কালী পড়ে না গা? ওদের ছিঁয়াটুক্ মাড়ালে যে পাপ হয়। আমাদের ঘরে ন'বছরের মেয়ে হ'লেই বুকের রক্ত চম্‌কে ওঠে, আর ওদের ঘরে এই সব কাণ্ড। এতেই তো দেশের এতো কষ্ট। কলিকালের পাপের ভরা এইবার ভর্ত্তি হ'য়ে এলো আর কি, মা বসুমতী এইবার উল্‌টুলেন বোলে।"

কোনো মহিলা আগ্রহের সহিত ভুবনের মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ দিদি, সত্যর মার মেয়ে তো ধেড়ে হ'য়ে উঠেছে, বিয়ে দেবে কি কোরে? সত্য সেদিন বোনকে নিয়ে বেহ্মদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়ে এলো, ঘাটে নাইতে গিয়ে টুকী-ঝির কাছে শুনে এলাম, ছি—ছি, জাত জন্ম কিছু মান্‌ছে না।"

বিজুর মা কহিলেন, "পরের কথায় কাজ নাই বোন, কাছারিতে কি হবে শুনেছি, সে কি মেয়েরা শুনতে যাওয়া ভাল দেখাবে? পুরুষ মানুষ কি বক্তিতে দিবে, তা আবার মেয়েরা শুনবে কি? মেয়েরাও কি কাছা দিয়ে, কাছারি করবে না কি?"

উমেশবাবুর স্ত্রী কহিলেন, "ছি—ছি, সেটা কি যাওয়া ভাল দেখায়? দেশে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে, যা আমাদের সাতপুরুষে কখনো হয় নি, তাই কি হয়?"

রাজুর মা কহিলেন, "কিন্তু বক্তিতে কি খারাপ? যাত্রায় যেমন হাত মুখ নেড়ে বলে, তাইতো? একবার শুন্‌তে গেলে হয়। পর্দ্দার আড়ালে থাকবো ত।" যাদবের মা কহিলেন, "তোর অত

সখ চাপে তো তুই যাস্, তোরা আজকালকার বৌ-ঝি, তোদের তো অত লোকলজ্জা নেই, কোন্ দিন পুরুষের হাত ধরে হাওয়া খেতে বেরবি।"

রাজুর মা চটিয়া গেলেন, কহিলেন, "কাছারি ঘরের মজলিসে তো আর গিয়ে বসছি না, মেয়েদের জন্যে ত চিক্ ফেলা জায়গা হয়েছে, সেখানে ব'স্‌তে দোষ কি ?"

উমেশ বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "হাজার চিক দিয়ে জায়গা হোক, তবু সেই পুরুষদের কাছারী বোলে একটা জায়গা তো, সেখানে যাওয়াটা কি ভদ্দর ঘরের বৌ-ঝিদের ভাল দেখায় ?"

রাজুর মা হটিবার পাত্রী নহেন, তিনি উত্তর দিলেন, "কিন্তু সেবারে যখন কলকাতা থেকে বাইনাচ এসেছিল, তখন তো ঐ কাছারী ঘরেই চিক্ ফেলে মেয়েদের জায়গা হোয়েছিল, তখন ত আমাদের এ পাড়ার ও পাড়ার সব বৌ-ঝিরা ঝাঁটিয়ে দেখতে গেছলো।"

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল না, রাজুর মা বিজয় গর্ব্বে যেমন চারিদিকে মেয়েদের মুখের পানে চাহিয়াছেন, অমনি যাদবের মার তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "হ্যাঁলা ক'নে বউ, তুই তো সে দিনের ছুঁড়ি, এর মধ্যেই খুব কথা কাটাকাটি শিখেচিস্ তো। তোর আক্কেলকেও ধন্যি। সে থিয়েটার যাত্রা শুন্‌তে যাওয়া এক কথা, আর এ সাহেব সুবোর বক্তিতে শুন্‌তে যাওয়া আলাদা কথা, কি বল বলার মা ?" বলার মা, অর্থাৎ হরিমোহন বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "তা শুনতে গেলেই বা এমন দোষের কথা কি হোতো ঠাকুরঝি ? কানে শুনে চলে আসা বইত না।" উমেশবাবুর স্ত্রী কহিলেন, "কানে শুন্‌লেই পাপ, কানে শুন্‌লেই পুণ্যি, সাহেব

মানুষের কথা, আমরা হিঁদুর মেয়েরা, কেনই বা শুন্‌তে যাব।”

রাজুর মা আর একবার দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, “সাহেব তো না, তিনি বাঙ্গালী ডিপুটির বুঝি ভগ্নিপতি।”

যাদবের মা মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন, “তাই তোরা দু’জনেই শুন্‌তে যাস্ বাবু, কেউ মানা ক’রবে না, আমরা কেউ যাবনা, কি বল বড় গিন্নি?”

বড় গিন্নি উমেশবাবুর স্ত্রী এ রায়ের সমর্থন করিলেন, তখন বাধ্য হইয়া সকলেই একমত হইলেন, যে সভায় মেয়েরা কেহ উপস্থিত হইবেন না। তখনি ঝি পাঠাইয়া, হিমাকর বাবুর স্ত্রীর নিকট এ সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল, নিজেদের বুদ্ধিতে যে সত্বর এতো বড় প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল, সে জন্য গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অনেকেই তাস লইয়া বসিলেন।

—বার—

যে সময়ে উমেশ বাবুর অন্তঃপুরে অন্তঃপুরিকাগণের এই গুরুতর বিষয় লইয়া মতামত প্রকাশ চলিতেছিল, সেই সময় সুনন্দা নিজের বারান্দায় বসিয়া মণ্টুকে নানাছলে ভুলাইয়া, দুধ খাওয়াইতেছিলেন, নীরার পোষা বিড়ালটি পাশে বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে দুধের বাটির দিকে চাহিয়াছিল, এবং মণ্টুকে খাওয়াইতে গিয়া যে কয়েক ফোঁটা মেজেতে পড়িয়া যাইতেছিল, সযত্নে সেটুকু জিহ্বাগ্রে মুছিয়া লইতেছিল, অদূরে একটা কৌচের নীচে তার দু’টি তরুণ শাবক পরস্পরে জড়াজড়ি লাফালাফি করিয়া, স্ফূর্তির সহিত খেলা করিতে

ছিল, মার্জ্জার-জননী মাঝে মাঝে ম্যাও শব্দে ঈঙ্গিত করিয়া, শাবক দু'টিকে দুধের বাটীর কাছে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু অবোধ ছানা দু'টার পার্থিব জ্ঞান এখনো পরিস্ফুট হয় নাই, সুতরাং মাতার ইঙ্গিত অবহেলা করিয়া, তারা নিশ্চিন্তমনে ক্রীড়া কৌতুক উপভোগেই ব্যস্ত। মণ্টু দুধ খাইতে খাইতে আনন্দের সহিত বিড়ালছানাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া, নিজের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় উহাদের সম্বন্ধে অনেক টীকা টিপ্পনী প্রকাশ করিতেছিল। মীরা, নীরা তখন ঘরের মধ্যে গল্পের বই লইয়া পড়িতে ব্যস্ত, সেই সময় সীমা ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তার হাতে দু'টি বড় বড় মাটীর পুতুল। সে আগের দিন এক গ্রামে মেলা দেখিতে গিয়াছিল, সেখানে নিজেদের জন্য কিছু পুতল কিনিয়াছে, মীরা নীরার জন্যও দুটি পুতুল, ও মণ্টুর জন্য একটি বাঁশী কিনিতে ভোলে নাই। সত্যর সহিত কয়েকবার মীরাদের বাড়ী আসিয়া, নীরার সহিত ভাবও বেশ হইয়াছে, সুতরাং নূতন সখীত্বের নিদর্শন স্বরূপই এ প্রীতি-উপহার সে সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু এ সামান্য উপহার তাহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবে কি না, সে বিষয়ে তার একটু সন্দেহ হওয়ায়, দিতে আসিতে বড় বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। মাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "হ্যাঁ মা, মাসীমা কিছু মনে করবেন না ত? তাঁদের আলমারী ভরা কত কি সব ভাল ভাল খেলনা রয়েছে।" মেয়ের দারিদ্র্যের সঙ্কোচ, অথচ সঙ্গিনীকে উপহার দিবার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া মা আশ্বাস দিয়াছিলেন, "তা থাকলেই বা, লোকে ভালবেসে যা দেয়, তাকি কেউ তুচ্ছ মনে করতে পারে? তাতে আবার মীরার মা খুব ভালমানুষ, তাঁর মন খুব উঁচু।"

তখন আশ্বস্ত হইয়া সীমা এই ক্ষুদ্র উপহার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সীমাকে আসিয়া সলজ্জ ভাবে থামের আড়ালে দাঁড়াইতে দেখিয়া, সুনন্দা কহিলেন, "সীমারাণী যে, আয় আয় এদিকে আয়। বা বেশ বড় বড় পুতুল দু'টী কিনে এনেছিস্ তো, কোথা কিনলি সীমা ?"

পুতুলের প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া সীমা কাছে আসিয়া পুতুল দু'টী ভূমিতে রাখিয়া কহিল, "মীরা, নীরার জন্যে এনেছি, এটি কেষ্ট ঠাকুর, আর এটি সরস্বতী, কাল আমরা মেলা দেখতে গিয়ে কিনে এনেছি।"

খোকা রঙ চঙ্গে পুতুল দেখিয়া ভারী খুসী হইয়া, লইবার জন্য হাত বাড়াইল,. সীমা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে পুতুল সরাইয়া লইয়া, খোকার হাতে বাঁশীটি দিল, খোকাও দুধের অপেক্ষা, বাঁশীর পাত্র লেহন ব্যাপার রুচিকর বোধে উহাই চাটিতে সুরু করিল, সুনন্দা খোকার বাঁশীতে ফু দিয়া বাজাইয়া দিতে, খোকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া মাতার অনুকরণে নিজে ফু দিয়া বাজাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল, মীরা, নীরা, বাঁশীর আওয়াজ শুনিয়া, পড়া ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াই পুতুল দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "পুতুল কোত্থেকে আনালে মা ?"

মা কহিলেন, "সীমা মেলা দেখতে গিয়েছিল, তোদের জন্যে কিনে এনেছে।"

পুতুল দু'টির গঠন নৈপুণ্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। বাজারে সাধারণতঃ যে অদ্ভুত নাক চোক গড়িয়া নানা বর্ণে বিচিত্র করিয়া, ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহার অপেক্ষা ইহার গঠন কার্য্য শতাংশে শ্রেষ্ঠ।

মীরা নীরাকে আনন্দের সহিত এ ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিতে দেখিয়া, সার্থকতার গর্ব্বে সীমার কচি প্রাণ যেন ভরিয়া উঠিল, সরল ভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "দাদা ব'লছিল, 'মাটীর পুতুল বুঝি আবার কাউকে ছায় ?' মা, বল্লেন, কেন দেবে না ? খুসী মনে যা দেবে তাই ভাল। এতো শুধু মাটীর পুতুল নয়, এ যে আবার ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি।"

মীরা কহিল, "তাই বুঝি, মাটীর পুতুল কি সত্যিকার ঠাকুর হোতে পারে ? ওতে বরং ঠাকুরের অপমান করা হয়, নয় মা ?" সুনন্দা কি উত্তর দিবেন ? সীমার মুখে যেন একটা বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, মানুষ, জ্ঞান, বুদ্ধি, ও তর্কের জোরে অন্ধ বিশ্বাসের মূলে যতই কুঠারাঘাত করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অকপট শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক বিশ্বাসের স্থানে তার সে আঘাত যে কতখানি নির্ম্মম ও কঠিন হইয়া থাকে, তাহার যদি ওজন বুঝিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে তার সে পাণ্ডিত্য প্রকাশের কিছুমাত্র সুযোগই নষ্ট হয় না বলিয়াই মনে হয়।

ঠিক্ এই সময়ে নিশাকর, মিষ্টার রায়ের বাসা হইতে ফিরিয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া মীরা সোৎসুকে প্রশ্ন করিল, "কাকাবাবু, সীমা বল্‌ছে এ গুলো ঠাকুরের মূর্ত্তি, তাই কি হয় ? এতে কি ঈশ্বরের অপমান করা হয় না ?"

আজ নিশাকর সুজলার সঙ্গে কতক্ষণ ধরিয়া কি কি বিষয়ে তর্ক করিয়া আসিয়াছে, তার মধ্যে ধর্ম্ম জিনিসটাও বাদ পড়ে নাই। সে উত্তর দিল, "নিশ্চয় হয়, মাটীর পুতুলকে সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুণাকর জগৎপতির সঙ্গে তুলনা করার চাইতে পাপ আর কি আছে ? এ পুতুল গুলো কি হবে বৌঠান ? এ রকম মাটীর

ঠাকুর ঘরে রেখে মেয়েদের মনে একটা অন্ধ সংস্কার ঢুকিয়ে দেবে, যার ফল ভবিষ্যতে মোটেই ভাল হবে না।"

সীমা এতো কথা না বুঝিতে পারিলেও, এই পুতুল গুলাই যে মীরার কাকার অসন্তোষের কারণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে অপ্রস্তুত হইল, সুনন্দা বালিকার সে কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "মীরা, পুতুল দু'টি যত্ন কোরে আলমারীতে সাজিয়ে রাখ্, উনি এলে দেখাবি, সীমা দিয়ে গেছে।" বৌঠানের নিকটে উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, "বৌঠান্, বেশ আদর্শে মেয়েদের গড়ে তুলছো, এখনো যদি ভাল চাও তো ওদের আমায় দাও, বড় বৌঠানের কাছে নিয়ে যাই, নইলে ওদের পরকালের দফা ঝর্ঝরে হোয়ে যাবে, তুমি তোমার ইচ্ছামত পুজো-টুজো যা খুসী তা কর, আমরা কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের এ অপমান সইতে পারব না।"

সুনন্দা শান্ত ভাবেই কহিলেন, "ধর্ম্ম কি তোমার একলার সম্পত্তি ঠাকুরপো, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি আমারো প্রাণের জিনিষ নয়? সে ধর্ম্মকে কি আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি না?"

সুনন্দাকে উপযুক্ত লক্ষ্যে বিঁধিতে পারিয়াছে বুঝিয়া উৎফুল্ল হইয়া নিশাকর কহিল, "তা যদি বাসতে, তা হোলে এমন কোরে অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে না, তোমার মনে আছে বৌঠান, সে বছর যখন তুমি দীক্ষা নিতে চেয়েছিলে, অতুল বাবু নিষেধ করে-ছিলেন, বোলেছিলেন, "এখনো তুমি দীক্ষা নেবার উপযুক্ত হওনি মা, মনকে এখনো ঠিক গড়ে তুলতে পার নি।"

সুনন্দা ধীর ভাবে কহিলেন, "বোধ হয় মানুষের কাছে দীক্ষা আমার এ জীবনেই নেওয়া হবে না ঠাকুরপো, কেন না, আমার

সেই সব মত আজও বদলায় নি, বদলাবে বোলে কোনো আশাও নেই, আর ভগবানের অবমাননার কথা যদি বলো, তাঁর প্রকৃত অবমাননা আমরা তখনই করি, যখন আমরা তাঁর সৃষ্ট যে কোনো মানবাত্মার অবমাননা করি। আমি তো কোনো ধর্ম্মকে আর কোনো মানুষকেই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারি না, আমরা যদি উচ্চ জ্ঞান ধর্ম্মের অধিকারী হোয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে, কুসংস্কারকে দূর হোতে এড়িয়ে চলি, লোকের অপমান ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হোয়ে তাদের তিরস্কার আর অভিসম্পাত করি, তা হোলে আমাদের ধর্ম্মের চাইতে ফাঁকী আর কিছু নেই, ছোটবেলা হোতে বাবার কাছে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি, আর তোমার দাদাকেও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই সত্যকেই স্বীকার কোরে চ'লতে দেখি, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন শুধু অন্তরে নয়, আমার জীবনের প্রতিদিনকার কাজে যেন আমি এই বড় সত্যটিকে মেনে চ'লতে পারি, এর ফলে যদি আমার মেয়েদের ভবিষ্যত জীবনের ধর্ম্ম ভাব ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা কর, সে'টা আমার মেয়েদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলেই জানব।"

নিশাকর ইচ্ছা করিলে, সুনন্দার প্রতি কথা গুলি, খর ধার যুক্তি ও তর্কের নির্ম্মম অসির দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারিত, এবং সুনন্দাকে যে হার মানিতেই হইত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু মুখে হার মানিলে কি হইবে, সুনন্দার অন্তরটির মধ্যে পরাজয়ের দরুণ কোনো পরিবর্ত্তনই হইত না, কাজ কর্ম্মও সেইরূপ অপরিবর্ত্তিতই থাকিত, এ কথা নিশাকর ভাল রকমই জানিত, তাহা ছাড়া, এই বৌঠানটির কাজে ও কথায়, সময়ে সময়ে তীব্র প্রতিবাদ করিলেও, ইহাঁর মধুমাখা অন্তর খানিকে

সে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত, এবং সকল রকম নিন্দা, গ্লানি, তিরস্কার প্রভৃতিকে সহজ ভাবে উপেক্ষা করিয়া, অথচ প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে এতটুকু বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া, তিনি যেরূপ অবিচলিত চিত্তে নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে, নিজের অসীম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেন, তাহাতে সে বিস্মিত হইয়া যাইত, ও মনে মনে নিজের জ্ঞান-গরিমা পূর্ণ পৌরুষত্বের অভিমান গর্ব্ব, এই অন্তঃপুরচারিণীর চরণে অবলুণ্ঠিত করিয়া দিয়া গৌরব বোধ করিতে সে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিত না।

—তেজো—

বর্ষাকাল হইলেও কয়দিন যাবৎ বৃষ্টি বন্ধ আছে, খরতর রৌদ্রের উপরে সিক্ত ধরণী আবার শুকাইয়া উঠিয়াছে, মিষ্টার রায়ের বাঙলার হাতার এক পাশে একটি ছোট্ট টিনের ঘরে বসিয়া হরিশিং দরোয়ান, আহারান্তে, হাতের চেটোয়, খৈনি ডলিতে ডলিতে ভজনের সুর ভাঁজিতে মনোযোগী, হঠাৎ জুতার মস্‌মস্‌ শব্দে চকিত হইয়া, গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ হ্যায় ?" "A friend" বলিয়া নিশাকর সোজা গিয়া বাঙলোর মধ্যে প্রবেশ করিল, Drawing Room এর দরজায় মোটা ছিটের পর্দ্দা সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "may I come in ?" উত্তর আসিল, "welcome" নিশাকর হাসিমুখে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কহিল, "এই যে, আপনিও সেই চরকা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রছেন। বাড়িতে বৌঠান ও মেয়েদের আর সত্যকে নিয়ে এই ক'রছেন, আমি একটু

কাজে ষ্টেশনে গেছলাম, তা অমনি একটু হয়ে যাচ্ছি, তা আপনার কাজে বাধা দিলাম না ত ?

সুজলা কহিল, "কিছু না, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।"

"বস্‌তে পারি, যদি অভয় দেন। চরকার শব্দে কান ঝালাপালা হবার জন্য বস্‌তে রাজী নই।"

সুজলা হাসিয়া কহিল, "ভয় নেই, বসুন, এখন আমি সুতো কাটা বন্ধ রাখছি। এতক্ষণ দিদির সঙ্গে গল্প ক'রছিলাম, দিদি শুতে গেলেন, আমি আর কি করি ? চরকা নিয়ে বসলাম, আর আপনার কথাও ভাবছিলাম।"

নিশাকর বাবুর বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিল, আত্ম সম্বরণ করিয়া হাসি মুখে কহিল, "কি ভাগ্য !"

"ভাগ্য আর কি, সে দিন অতো তর্ক করে গেলেন, অবশ্য আমিও জবাব দিয়েছি, ভাব্‌লাম, আপনি হয় তো রাগ করেছেন, তাঁতেই আর আসেন নি। কাল মিটিংএ চোখাচোখী হ'ল বটে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি, আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন দেখলাম।"

"আর বলবেন না, ব্যস্ত শুধু নয়, কদিন ধরে Harras বা হয়েছি, মেয়েরা মিটিংএ আসবেননা বলে পাঠালেন, বউ-দি তা শুনবেন না, বলেন, 'তা কি হয়, মেয়েদেরই তো এসব কথা আগে শোনা চাই,' আমি বললাম, "তাঁদের তো গ্রেপ্তার কোরে আন্‌তে পারব না !" তিনি বললেন, 'বাবুদের একটু press কর, তা হলেই হবে।" আমাকে সেই কাজের ভার দিলেন, বাবুরা বলেন কি "মেয়েরা যেতে না চাইলে, আমরা কি করি বলুন।"

তারপর হরিমোহন বাবু, জগদীশ বাবু এঁরা সবাই মেয়েদের

পাঠাতে রাজী হলেন, তাঁদের দেখাদেখি, শেষপর্য্যন্ত না কি, আণ্ডা বাচ্ছা থেকে বড় পর্য্যন্ত সকলেই গিয়েছিলেন।” সুজলা কহিল, “এতো কাণ্ড! তা সুনন্দা-দি আপনাকে বেগার খাটাচ্ছেন খুব দেখছি, তা বক্তৃতাটা কেমন লেগেছে বলুন দেখি?”

“ভালই লেগেছে, আপনার কেমন লাগলো তাই বলুন, তিনি তো আপনাদের সম্বোধন কোরেই বেশীর ভাগ বোলেছেন, সুতরাং আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হোয়ে থাকলেই বক্তৃতার সার্থকতা জানবো।”

“আমার তো খুব ভাল লেগেছে, অতি সহজ সরল ভাষায়, অন্তরের সহিত বোলেছিলেন বোলেই বোধ হয় অতো ভাল লেগেছিল। কোলকাতায় তিনসন্ধ্যে বক্তৃতা শুনতাম বটে, কিন্তু ভাষার কারীকুরীর চাপে ভাব বেচারী মাথা চাপা পড়তো, যারা ও রকমের বক্তৃতা শুনতে বা অর্থ বুঝতে অভ্যস্ত নয়, তাদের তো অর্থ বুঝতে গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হোতো, অথচ মাঝে মাঝে সে কি হাততালীর ধুম। ইনি যা বোলেছেন, ইতর চাষা-ভূষো সবাই বেশ জলের মতন বুঝতে পেরেছে। মিষ্টার মৈত্রের এতখানি প্রাণপূর্ণ প্রশংসা, সুজলার মুখে শুনিবার সময় হঠাৎ, কে জানে কেন নিশাকরের ভাল লাগিল না, অথচ আজই সকালে সুনন্দা যখন অজস্র প্রশংসা করিতেছিলেন তখন তো সে সর্ব্বান্তঃকরণেই উহার অনুমোদন করিয়াছিল, সে কহিল, “কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের attack কোরে বলা ওঁর সমীচীন হয় নি, চরকায় সুতো কাটার চাইতে তাঁরা মূল্যবান সময় কাটাবার জন্যে, আরও অনেক ভাল কাজ কোরতে পারেন, মনে করুন, চরকায় সুতো যে সে একজন চাষার মেয়েও মন করলে কাটতে পারবে, কিন্তু এই ধরুন,

ফ্রক, পাঞ্জাবী ইত্যাদি নানা রকম সূক্ষ্ম কারু কাজ, তা ছাড়া, দর্জ্জির কাজ, অনেকেই এ সবে পারদর্শী হয়েছেন, আর এগুলোও গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, সুতরাং এ সব ছেড়ে চরকায় সূতোকাটা কি তাঁদের পোষাবে বোলে মনে করেন ?"

"কিন্তু আপনারও প্রশ্নর তো তিনি মীমাংসা কোরে দিয়েছেন, উনি তো বলেছেন—অন্ধকে পথ দেখাতে হোলে, যেমন চক্ষুষ্মান লোকের দরকার, সেই রকম, অশিক্ষিতা মেয়েদের এ সকল কাজে উৎসাহী করবার জন্যে শিক্ষিতা মেয়েদেরই অগ্রণী হওয়া উচিৎ—দেখুন, কলেজে আমিও মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতুম, মেয়েরা বাহবা দিত, আমার মনে যে গৌরব বোধ হোতো না, তা নয়, একটা যে আজকাল ধূয়া উঠেছে, কিছু করা চাই, কাজ চাই, দেশের মঙ্গল চাই, জাতীয় জীবনের উন্নতি চাই, ইত্যাদি অনেক রকম—সেই সকল বড় বড় কথা আমি আমার প্রবন্ধে লিখতে বাদ দিতুম না, কিন্তু আসল কাজের খোঁজও পেতুম না, idia টাকেই ঠিক ধরতে পারতুম না, এখন দেখছি, আমাদের সে সব লেখার কিছু বাহাদুরী নেই, যদি মনের মধ্যে কিছু খাঁটী ভাব না থাকে।"

কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোনো কথা হইল না, কতকক্ষণ পরে সুজলা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, বলুন তো, পাড়াগাঁয়ে ইচ্ছে করলে অনেক ভাল কাজ করা যায়,—নয়:কি ?"

নিশাকর কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম কাজ, তার একটা নমুনা দিন।"

"এই, এই, অনেক রকম,—"

"অর্থাৎ ? শিক্ষা বিস্তার, মেয়েদের সব লেখা পড়া আর

নানা রকম শিল্প শেখান, ইতর ভদ্র সবায়ের মধ্যে Compulsary education চালান, লাইব্রেরী স্থাপন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

নিশাকরকে হাসিতে দেখিয়া সুজলা কহিল, "তাই যদি হয়, মন্দ কি ? সে কি একেবারেই আকাশ-কল্পনা ?"

"এক রকম বটে, এই পাড়াগাঁয়ের লোকগুলির স্বভাব আপনি চেনেন না মিস লাহিড়ী, তাই এই সব কাজের কল্পনা কোরে, তাতে ইচ্ছেমত রঙ ফলিয়ে, বেশ আনন্দ অনুভব করেছেন, কিন্তু এগুলো কল্পনার আকাশেই বেশ মানায়, বাস্তবের কঠিন মাটীতে নাম্‌তে হোলেই ভীষণ ব্যাপার। তা হোলে, আপনার উদ্দেশে যে সকল কটু-কাটব্য বর্ষিত হবে, সে সকলের সাক্ষাৎ স্বরূপ কোনো আকার না থাকলেও, তার আঘাত বড় মর্ম্মান্তিক। তা ছাড়া, এদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, আপনাকে যে কোনো কাজ করতে দেখলেই, সে'টার মধ্যে আপনার একটা প্রকাণ্ড স্বার্থ আর ষড়যন্ত্র কল্পনা না কোরে নিরস্ত হবে না। তা ছাড়া আরও অনেক রকম বাধা পাবেন, আবার অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণীর লোকদের চাইতে, এখানকার লেখা পড়া জানা বাবুর দল আবার আর এক অদ্ভুত জিনিষ, মোট কথা, কারও মন যুগিয়ে আপনি চলতে পারেন না, বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের মূলে, একজন স্ত্রীলোক রয়েছেন দেখে তাঁরা যা সিদ্ধান্ত করবেন, সে কথা আপনার না শোনাই ভাল।"

সুজলা তবুও হতাশ না হইয়া কহিল, "আপনারা দু'চারজন যদি এ রকম জায়গায় এক সঙ্গে বোসে কিছু কাজ করবার চেষ্টা করেন, তা হোলে, বোধ হয় কিছু না কিছু হবেই হবে। সুনন্দা-দি তো বলছিলেন—এখানে কিছু জমী নিয়ে, আপনাকে-

দিয়ে চাষ করাবেন, আপনি তো আমেরিকা গিয়ে চাষ শিখে এসেছেন, সে বিদ্যা যদি চাষাদের মধ্যে বোসে কাজে লাগান, নিশ্চয়ই তার ফল ভাল হবে।"

নিশাকর কহিল, "সে অনেক দামী দামী যন্ত্র পাতির দরকার, চাষারা সে সব ব্যবহার করতেও চাইবে না, তা ছাড়া অনেক অসুবিধা আছে।"

সুজলা হাসিয়া কহিল, "সে সব যন্ত্র পাতী আপাততঃ ব্যবহার না-ই করলেন, প্রধান অসুবিধা দেখছি আপনার এখানে থাকা নিয়ে, খুব বেশী lonely বোধ হ'বে, এই না? তা আপনিও তো কিছু চিরকাল একলাই থাক্‌বেন না, সঙ্গিনী সঙ্গে থাক্‌লে, এ নির্জ্জন বাস আর গায়ে লাগবে না।"

নিশাকরও হাসিয়া কহিল, "কিন্তু আপনার মতন কিছু সবাই তো আর পল্লীগ্রামের পক্ষপাতী হ'বেন না।"

—কথাটা বলিয়াই সে বিষম লজ্জা বোধ করিল।

এই সময় মিষ্টার মৈত্র আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "নিশাকর যে, এই আস্‌ছ বুঝি! কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে?"

সুজলা কহিল, "এই এম্‌নি একটা কিছু কথা নিয়ে, আপনি শুলেন না যে, উঠে এলেন?"

"বড় গরম বোধ হচ্ছে, শুয়ে থাকা অসহ্য বোধ হচ্ছিল" বলিয়া তিনি একখানি চেয়ার টানিয়া বসিলেন, নিশাকরের মনটা হঠাৎ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কারণ সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, "নমস্কার" করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মানুষের মনগুলা বুকের মধ্যে বসিয়া শান্ত শিষ্ট ভাবে থাকিতে থাকিতে হঠাৎ যে কেন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, তার কারণ অনেক সময় বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব, ফলে, বিষম দায় আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ ঐ বিদ্রোহীটীর নাগাল পাইয়া শাস্তি দিবার কল্পনাও দুরাশা মাত্র।

—চৌদ্দ—

আজ বৈকালে জমিদার দৈবকী বাবুর বৈঠকখানা গৃহে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন, কয়েকজন মাতব্বর চাষীরাও আসিয়াছে। দৈবকী বাবুরা পাঁচজন সরিক, সকলেই এই গ্রামে বাস করেন না, তবে কাছাকাছি গ্রামগুলিতেই সকলে আছেন, দুইজন কলিকাতায় বাড়ী কিনিয়াছেন, অধিকাংশ সময় সেইখানেই যাপন করেন। দৈবকী বাবু জাতিতে গন্ধবেণে, লেখা পড়া যৎসামান্যই জানেন, কিন্তু তিনি লোক ভাল, অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা, তাঁহার প্রজারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে, নায়েব, গোমস্তা, সরকার প্রভৃতিকেও একটু বুঝিয়া শুঝিয়া চলিতে হয়, প্রজাদের কাছে, যখন তখন এটা সেটা আদায় করা চলে না, দৈবকী বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকল দিকেই আছে। দৈবকী বাবু দীর্ঘকাল জ্বরে ভুগিয়া, কয়েক মাসের জন্য পুরীতে সমুদ্রের হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন, মাস খানেক হইল, ফিরিয়া আসিয়াছেন। মুন্সেফ বাবুর সহিত আলাপ হইয়া, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি বড় খুসী। গত কল্য যে সভায় আহ্বান হইয়াছিল, তিনি উহাতে সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন, এবং মিষ্টার মৈত্রের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে, তিনি সেই জন্য আজ পাঁচজনকে

আহ্বান করিয়া, উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন।

উমেশ বাবু বলিতেছিলেন, "আমাদের আর মতামত কি, আপনার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, আপনি ইচ্ছে কল্লে, কি না করতে পারেন, আপনি যদি উদ্যোগী হন্, আমরা কি তাতে বাধা দিতে পারি ?"

দৈবকী বাবু কহিলেন, "মুখুজ্যে ম'শায়ের কি মত, দেশে কাপড়ের জন্যে কি হাহাকারই যে পড়েছে, তা সবই তো জানছেন, যদি এতো সহজ উপায়ে এ কষ্ট দূর হয়, তা হোলে সে'টা আমাদের করা কি কর্ত্তব্য নয় ?"

মুখুজ্যে মশাই বিষয়ী লোক, তিনি কহিলেন, "তা বেশ তো, আপনি এগিয়ে চলুন, আমরাও পাছু ধোরবো—"

দৈবকী বাবু কহিলেন, "চরকা তৈরি করান, কি সুতো কাটবার জন্যে লোকের অভাব হবে না, কিন্তু তুলোর অভাব। দেশে তুলো নেই, টাকায় এক সের ভাল কাপাস তুলো, তাই পাওয়া দুষ্কর হয়েছে, তবে একটা সুখের বিষয় যে তুলোর চাষ বেশী কঠিন কাজ নয়, কি বল মধু মোড়ল ? তোমার বাপ দাদারা তো ঘরে চার পাঁচখানা তাঁত বুনতো, তাদের কিছু তুলোর চাষও ছিল, তোমরাও ছোট বেলায় করেছ বোধ হয় ?"

মধু মোড়ল গ্রামের মধ্যে প্রবীণ চাষী, সে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া, জোড় হাতে কহিল, "আজ্ঞে হুজুর, এখনো ঘরে আমার ছেলে পিলে, মোটা কাপড়, গামছা নিজেরাই বোনে, তুলোর চাষ আমার জানাই আছে, এখনকার মাটীতে ফসল ভালই হবে, আর ফসল হ'তে দেরীও হবে না, ছ'মাসেই ফলবে।"

উমেশ বাবু কহিলেন, "কিন্তু একটা কথা হচ্ছে দেখুন যে, সব কাজেরই শেষ পর্য্যন্ত ভেবে নেওয়া ভাল, যদি চরকা চালাতে চেষ্টা ক'রেন, হয় তো কিছুই আটকাবে না, কিন্তু দু'দিন বাদে, যখন দেশে নতুন ক'রে বিদেশ থেকে সস্তায় হু হু কোরে কাপড়ের চালান আসবে, তখন কি আর আপনাদের এ ব্যবস্থা টেক্‌বে? যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুলোর চাষ করবে, চরকা আর তাঁতের পেছনে খাটবে, তাদের নিশ্চয়ই মাথায় হাত দিয়ে বস্‌তে হবে।"

মধু মোড়ল সাহস পাইয়া কহিল, "যা বল্লেন মশাই, ঐ কথাটি আমারও মনে ধুক্ ধুক্ করছিল, সাহস কোরে বলতে পারি নি। দু'দশ বিঘে জমীতে চাষই আমাদের ভরসা, তা ফসল যদি হবামাত্র বিক্রী না হোলো, তো আমাদের ভরা ডুবি।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "কিন্তু তুলো তো পচবার মাল নয় বাপু, বেঁধে রাখলে পরে, দু'দিন পরেও তো কাটতি হ'য়ে যাবে।"

মোড়ল কহিল, "তা হ'তে পারে বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পয়সা চাই, আমাদের পুঁজি পাটা নেই। জমিদার মশাই আমাদের সব হাল জানেন।"

দৈবকী বাবু কহিলেন, "শেষের মন্দ দিকটাই আপনারা শুধু ভাবছেন কেন, উপস্থিত কষ্ট ঘোচাবার ব্যবস্থা এখন আগে হোক, তারপর শেষের ব্যবস্থা, সেও আমাদের নিজেরই হাতে, আমরা যদি বিলিতী কাপড় না কিনি, ঘরের তৈরী জিনিষই যদি আমরা আদর কোরে পরি, তা হোলেই তো শেষ-রক্ষা হোলো, আমাদের দেশের তাঁতীদের, চাষাদের বাঁচাবার জন্যে, এমন কি নিজেরাও বাঁচবার জন্যে এটুকু করা কি কিছু অসম্ভব মনে হয়?"

এ কথার উত্তর সহসা কারও মুখে যোগাইল না, দৈবকী বাবু আবার কহিলেন, "মোড়লের পো, তোমাদের কাউকে আমি জোর জবর দস্তি করছি না, কিন্তু তোমরা আর দশ বিঘে জমীর মধ্যে যদি দু'চার কাঠা জমীতে তুলো চাষ কর, তা হ'লে ভরা ডুবির আশঙ্কা মোটেই নেই, আর আমি নিজের তিন্ চার বিঘে জমী তুলোর চাষের জন্যে ছেড়ে দেব। পচা, কি বলিস্ রে তুই, তোর তো অনেক রকম চাষ জানা আছে।"

পচা অগ্রসর হইয়া কহিল, "আপনি আমাদের মা বাপ, যা হুকুম কর্‌বেন তাই কর্‌ব। চিরকাল আপনারই দুয়োরে পড়ে আছি, মা বসুন্ধরা মিত্তিকায় যা ফলাতে চাইবেন, তাই ফল্‌বে হুজুর, নলগাঁর জমিদারের কাছ থেকে, আপনি যে জমীটা সেদিন কিনেছেন, তাতে বাঁধ দিয়ে চাষ করলে কত ফসল জন্মাতে পারে, সে মিত্তিকে খুব ভাল মশাই, কেবল একটু জল টান আছে, কি বল্ রে আলীজান? আলীজান কহিল,—"হ্যাঁ হুজুর, আপনি বন্দোবস্ত কোরে দেন, ও জমীতে আমরাই চাষ করতে রাজী আছি।"

দৈবকি বাবু কহিলেন, "সে আমি ভেবে দেখব এখনও বীজ শিগ্‌গীর জোগাড় কোরে দেবো, তোরা কিছু কিছু চাষ তো এখন কর, যার জমিতে তুলো বেশী হবে, তাকে কিন্তু আমি বক্‌সিস দেবো, মনে রাখিস্, তোরা এখন যেতে পারিস্ তবে।"

পচা প্রভৃতি চাষীরা জমিদারকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল, দৈবকী বাবু কহিলেন, "আপনারাও বাড়ীর বাগানে দু'চারটা কোরে গাছ লাগিয়ে দেখুন না, সে'টা তো কিছু অসম্ভব নয়, বাড়ীর মেয়েরা কাজকর্ম্মের অবসরে একটু আধটু সুতো-টুতো কাটলে ক্ষতিই বা কি? অনেকের ঘরে, বিধবা আত্মীয় কুটুম্ব যাঁরা আছেন,

তাঁরা এতে দুপয়সা আয় কোরতেও পারবেন। মুখুজ্যে মশাই কহিলেন, "ঘরের রান্না-বান্না থেকেই ফুরসৎ নেই মশাই, আবার এই সব কোরবে, আর সে সুতো—কোথায় কাকে কাপড় বুনতে দেবে, কি হবে. ওসব সাত-সতের হ্যাঙ্গামে কে যাবে? এক খান চরকা কিনতে ও তো এখুনি নগদ দু'তিন টাকা যায়।"

উমেশ বাবু কহিলেন, "ওসব কাজ মেয়েরা পছন্দ করবে না মশাই, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী, আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, মেয়েরা এতো মেহনৎ করতে রাজী নয়, এই হচ্ছে আসল কথা।"

দৈবকী বাবু কি চিন্তা করিয়া কহিলেন "মুন্সেফ বাবু অতি ভদ্র লোক, তিনিও এখুনি আসবেন, আচ্ছা দেখা যাক, কি করলে ভাল হয়, আমার বাড়ির মেয়েদের আগে আমি শেখাবার বন্দোবস্ত করি।"

বাবুরা একে একে উঠিয়া গেলেন, দৈবকী বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু সেবনে মন দিয়াছেন, এই সময়ে হিমাকর বাবু সত্যর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দৈবকী বাবু উঠিয়া বসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া, ভৃত্যকে পান ও তামাক আনিবার জন্য আদেশ করিলেন, হিমাকর বাবু কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি তামাক খাই না।"

দৈবকী বাবু কহিলেন, "আমি আপনারই অপেক্ষা করছিলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমি বড় খুসি হইছি, আমি আজই তুলোর কাজের এক রকম বন্দোবস্ত করেছি, এখন শীগ্‌গির কিছু বীজ আনতে হবে।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "আজ কোন কাগজে দেখলাম, গভর্ণমেণ্টও উদ্যোগী হয়েছেন, চারিদিকে বীজ পাঠাবার বন্দোবস্ত

করছেন, তা হলে খুব সুবিধা হয়। অপনার মতন এমন মহৎ প্রাণ জমিদার থাকতে এ দেশে এতো উন্নতির অভাব কেন, তাই ভাবি। আপনাকে তো খুব উৎসাহী দেখছি।"

দৈবকী বাবু আত্মপ্রসংশায় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "দেখুন, আপনাকে বোলতে লজ্জা নেই, লেখাপড়া আমি জানি না, সে বার একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, দেশের পাঁচজনকে ডেকে, রাস্তা কতকগুলো পাকা করবার জন্যে, আর পাইখানা ইত্যাদির একটা ভাল বন্দোবস্ত করবার জন্যে একটা দরখাস্ত কোরতে চাইলুম, কেউ রাজী হোলেন না, বোল্লেন, তাহ'লে টেক্সের ঠেলায় দেশে বাস করা হবে না, তার পর সাহেব নিজে থেকে এ প্রস্তাব কোর্‌লেন, তখন এ সব হোল। একবার এক বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছিলেন, আমার সাহস হোল, এইবার নিজের ভাষায় কিছু বুঝিয়ে বোলতে পারবো, তা তাঁর যে মেজাজ, কাছে এগোয় কার সাধ্যি, অথচ, নজর তিনসন্ধ্যে যোগাতে মশাই প্রাণান্ত হোতো।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "আমিতো দেখছি, আপনার দ্বারা দেশে অনেক সদনুষ্ঠান হোতে পারে, আপনার গ্রামের পূর্ব্বদিকে দু'টো পুকুর আছে, সে দু'টোয় জল একেবারে সবুজ, অতি অপরিষ্কার, আপনি সে পুকুর সংস্কার কোরলে খুব ভাল হয়, নইলে সে অপরিষ্কার জল ব্যবহার কোরলে গ্রামে নানা ব্যাধি উৎপন্ন হবে, আর তার পাশের প্রকাণ্ড মাঠটায় শুধু কাঁটা গাছের বন হয়ে আছে, সেই স্থানটি পরিষ্কার কোরে যদি দেশের ছেলেদের খেলবার জায়গা কোরে দেন, সে ত খুব ভাল হয়।"

দৈবকী বাবু হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন, "দেখুন, এ সব কথা আমায় কখনো কেউ বলে না, ঐ পুকুরের ধার দিয়ে একবার যাবার সময় নায়েবকে আমি জিজ্ঞেস কোরেছিলাম, "এর জল এতো অপরিষ্কার কেন, পরিষ্কার করালে হয় না ?" সে বললে, "বর্ষার জলে আপনি পরিষ্কার হোয়ে যায়, নইলে কি আর গাঁয়ে লোক টিঁকতে পারতো ? বাজে পয়সা কেন খরচ করতে যাবেন ?" আমিও তাই অতো গ্রাহ্য করিনি, কালই আমি তার ব্যবস্থা করবো। তার পর, সত্য, তুমি তো বেশ পথ দেখিয়েছ, এখন তোমায় অনেক কাজ করতে হবে বাপু, আমার বাড়ীতে তোমায় চরকায় সুতো কাটা শেখাতে হবে, আমি চরকা তৈরী করতে হুকুম দিয়েছি। দেখুন মুন্সেফ বাবু, আমি মনে করছি, পূজোর সময় আমার বাড়ীতে খুব ধূমধাম হয়, সেই উপলক্ষে দশমী পূজার দিন বিজয়া উৎসবের জন্ম আমার বাড়ী ইতর ভদ্র সকলকে খাওয়ান হয় ; সেদিন যদি একটা ব্যবস্থা করি, চরকায় কাটা সুতোয়, তাঁতের বোনা কাপড় পোরে সকলে আসবেন, অর্থাৎ ছোট ছোট বউ ঝিরা সব,—সেই সব মেয়েদের জন্তে গোটাকতক পুরস্কারও আমি রাখি, আপনার কি মত ? আজকাল তো, সেলাইয়ের জন্তে, লেখাপড়ার জন্তে, ভাল রান্নার জন্তে মেয়েদের সব প্রাইজ দেবার রীতি হ'য়েছে, এটা কি কিছু খারাপ হবে ?"

মুন্সেফ বাবু আনন্দের সহিত কহিলেন, "সে মন্দ কি ? আপনি যখন পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর উৎসব কোরেই থাকেন, তখন এ'টা তারই সামিল হবে, আর ছোট ছোট বউ ঝিরা এতে উৎসাহ পাবে, তাদের চাড়ে চাড়ে বাড়ীর অভিভাবকরাও উদ্যোগী হবেন। এতো আপনার চমৎকার আইডিয়া দেখছি।"

দৈবকী বাবু খুসী হইয়া কহিলেন, "তবে তাই কোরবো, আপনার স্ত্রী, মেয়েদের মধ্যে, কে কোন পুরস্কারের উপযুক্ত, তার বিচার করবেন, এতে তাঁর আপত্তি হবে না বোধ হয় ?"

"কিছুমাত্র না, তিনি আনন্দের সহিত আসবেন, একথা শুনলে তিনি ভারী খুসী হবেন, তবে এর জন্যে একটা ঘর আপনাকে আলাদা রাখতে হবে, আর যাতে এটা চিরস্থায়ী হয়, তার ব্যবস্থা কোরলেই খুব ভাল হয়, তা হোলে দেশের লোকেরও উৎসাহ হবে, আর আপনার নামও চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে, অথচ আপনার ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্যেও একটা সদ্দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারবেন। গ্রামে আপনার প্রতিপত্তিও বেশ আছে, দেশের লোক আপনার খুবই সুখ্যাতি করে।"

দৈবকী বাবু কহিলেন, "আমার প্রজারাও ভাল মশাই, তা ছাড়া, আমি প্রায় সকালে হাওয়া খেতে বেরুবার সময় নিজেই অনেকের বাড়ীর সামনে দিয়ে খবর নিতে নিতে যাই, তাদের যদি কিছু অভাব অভিযোগ থাকে, নিজের কাণে শুনে তার ব্যবস্থা করি, ওদের তাতেই ভারী খুসী দেখি।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "এই তো আপনাদের উপযুক্ত কাজ। সহরে অনেক বড় বড় জমিদার বাস করেন দেখেছি, কিন্তু তাদের কথা ক'জন জানে, কেই বা তাদের চেনে ? এখানে অথচ নিজের গ্রামে, গ্রামশুদ্ধো লোকের কাছে কত মান, কত সম্ভ্রম, কত প্রতিপত্তি গৌরব। এতো লোকের শ্রদ্ধা ভালবাসার মায়া কাটিয়ে কিসের টানে যে সহরে গিয়ে আপনারা বাসা বাঁধেন, তা জানি না, আমার তো ইচ্ছে হয়, এই সব জায়গাতেই চিরস্থায়ী হ'য়ে বসি।"

দৈবকী বাবু উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "আমারও দুই ভাই

কলকাতাতেই থাকেন, পাড়াগাঁ তাঁদের ভাল লাগে না। আমি কিন্তু দেশের মাটী কামড়েই বারমাস পড়ে থাকি, মধ্যে দু'একমাস এদিকে ওদিকে যাই, এই যা। বর্দ্ধমান, হুগলীর মতন, আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ারও অত্যাচার নেই, অনেক সময় ঐ রোগেরই অত্যাচারে লোকে ভিটে মাটী ছাড়তে বাধ্য হয়। গ্রামের পূর্ব্বদিকে যেখানে তিন চারটে গ্রামের রাস্তা মিলেছে, আমার ইচ্ছে হয়, সেখানে একটি ডাক্তারখানা বসাই, তা দেশের লোকের বড় মত নেই, তারা বলে, এ শুধু ইচ্ছে কোরে রোগ ডেকে আনা। ডাক্তার এসে বসলেই তার কড়ি যোগাবার জন্তে রোগ গুলোও এসে হাজির হ'বে।"

মুন্সেফ বাবু হাসিতে লাগিলেন, সত্য, দৈবকী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে বাঁধের ওপোর জমীটা কিনলেন, ওটা কি বিলি করলেন ?"

জমিদার বাবু হাসিয়া কহিলেন, "বিলি এখনো করি নি, তুমি নেবে ? খুব খাজনা কম কোরে দেব, মাটী ভাল, ফসল অনেক রকম হবে, তবে আবাদ করা চাই।"

সত্য, লজ্জিত ভাবে মুখ নীচু করিয়া কহিল, "আমার সাধ্য কি ? তবে সেদিন গ্রাম থেকে আসবার সময় দেখলাম, তাই বলছি।"

দৈবকী বাবু, হিমাকর বাবুকে কহিলেন, "দেখুন মুন্সেফ বাবু, শুনলাম, আপনার ভাই বিলাত থেকে চাষ বাস সম্বন্ধে না কি অনেক বিদ্যে শিখে এসেছেন, তিনি আমার ঐ জমীটা নিয়ে চাষ করতে পারেন না কি ? চাই কি, ওখানে যদি বাস করবার জন্তে বাগান বাড়ী তৈরী করান, সে ও ভারী চমৎকার হবে, চলুন না, একদিন জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে আনি, আপনাদের মতন

লোক যদি আমার জমিদারীতে দু'এক ঘর বসতি করেন তো আমার লাভ বই লোকসান নেই, কত সময়ে কত সৎ পরামর্শ পাবার অন্ততঃ আশা রাখি।"

মুন্সেফ বাবু আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন, তাঁহার মনে হইল, এ প্রস্তাবের মধ্যে যেন তিনি ভগবানের ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন।

—পনের—

মীরা ও নীরা আজ সুজল'র নিকট গান গাহিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছে, মধ্যাহ্ন ভোজনও সে নিমন্ত্রণের অন্তর্গত। দাসী, টুকী, মেয়েদের বাঙলোয় পৌঁছাইয়া দিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিবার পথে, মুখুযোদের বাঁধাঘাটে স্নানরতা যাদবের মার নিকট যে খবরটি পাইল, তাহাতে তাহার বড় খুসী হইল, এবং সংবাদ দাত্রীর মাথার দিব্য দিয়া এ সংবাদ কর্ণান্তর করিতে নিষেধ থাকিলেও, টুকী উহা পরিপাক করিতে পারিল না, বাসায় তখন কর্ত্রী, মণ্টুকে লইয়া বিব্রত রহিয়াছেন, সে মায়ের কাঁচি, গুলিসূতা ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়া, প্রত্যেকটি জিনিষ লালারস সিক্ত করিতে বিশেষরূপে মনোযোগী, মা খেলিবার জিনিষগুলি কাছে দিলেও সে, সেগুলি লইতে আদৌ রাজী নয়, হঠাৎ তার নজর পড়িল আর্শীখানির উপর। দিদিরা প্রসাধন করিয়া, সে খানিকে যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছে, মণ্টু তাড়াতাড়ি হামা টানিয়া, আর্শীর নিকটে গিয়া নিজের মুখচ্ছবি দেখিয়া ভারী খুসী, তাহার হাস্য বিকসিত, কৌতুকোজ্জল মুখখানি দেখিয়া, সুনন্দাও হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া মণ্টুর কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিলেন, মণ্টু সেই

গল্পের কুকুরের মতোই, আর্শীর প্রতিচ্ছায়াটিকে, অন্য একটি শিশু ভাবিয়া, উহাকে আদর করিতে লাগিল, আবার আর্শীর উপরে দু'চারটা থাবড়াও উপর্য্যুপরি বসাইয়া দিল, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে হাসির লহর তুলিতে লাগিল, যাহার অর্থ "দেখ মা, আমি কি বাহাদুরী করছি" সুনন্দা ডাকিলেন, "ঠাকুরপো, মণ্টুর একবার আর্শীতে মুখ দেখবার রগড়টা দেখে যাও।" নিশাকর, ঘরের মধ্যে, খাটের উপর শুইয়া, ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, জানালা দিয়া, মণ্টুর কীর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, আদর করিয়া ডাকিল "এসো মণ্টু, ঘড়ী দোবো, এই দেখ।"

ঘড়িটি দেখিয়া, মণ্টু ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উহা লইবার জন্য ছুটিল, ঘড়িটি তাহার পক্ষে অতি লোভনীয় পদার্থ।

এই সময়ে টুকী হাসিমুখে আসিয়া ডাকিল, "গিন্নী মা!"

সুনন্দা, দাসীর অর্থশূন্য চাহনীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কি টুকী, কি খবর, মুখে যে তোমার হাসি ধরে না।"

"হিঁ হিঁ, গিন্নী মা, একটা কথা এই মাত্তর শুনে আসছি, আপুনি সে খবর তো আমাদের দাও নি তো, আমরা ঝি চাকর, কিছু পাওয়া থোয়ার আশা রাখি তো?"

সুনন্দা, টুকীর হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষার অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি বল্‌ছ টুকী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আমায় যে অবাক হ'তে হ'চ্ছে,—"

কর্ত্রীর গম্ভীরভাব দেখিয়া টুকী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "এক জায়গায় শুনে এলাম, তাই আপনাকে সোধাচ্ছিলেম, নইলে—"

সুনন্দা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি শুনেছ তা ভেঙ্গেই বল, তোমার কথার হেঁয়ালি তো বুঝতেই পারছি না।"

টুকী সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, "মীরা-দির না কি বিয়ে!"

"কার সঙ্গে? ঘটকালী করছে কে?"

"এই, এই আমাদের সত্যদাদার সঙ্গে।"

সুনন্দা গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "এ কথা তুমি কোথায় কার কাছে শুনেছ তা আমি জান্‌তে চাই না, কিন্তু তোমায় নিষেধ ক'রে দিচ্ছি টুকী, এসব কথা নিয়ে খবরদার কারু সঙ্গে আলোচনা কোরো না, আমাদের ঘরে এইটুকু মেয়ের বিয়ের কথা আমরা ভাবি না, তা ছাড়া, সত্যকে আমি ছেলের মতই দেখি, প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি, এই দেখে যদি তোমরা বিয়ের কথা স্থির কোরে থাক, তো ভুল করেছা, তোমার পাড়া প্রতিবাসির চাইতে তোমার মনিবের এই কথাটাই তুমি বিশ্বাস করবে বোধ হয়?"

কর্ত্রীর মুখের কঠিন, অপ্রসন্ন ভাব দেখিয়া টুকী ভীত ও দুঃখিত হইল, গৃহিণীকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত,, "বেম্মজ্ঞানীর বাড়ী কাজ কোরে বুড়ো বয়সে জাত খোয়াচ্ছিস টুকী?"—প্রতিবাসীনীদের নিকট হইতে, এই অযাচিত উপদেশ বাণী যখন তখন শুনিয়াও সে যে এক বৎসর কাল, ইঁহাদের দুয়ারে খাটিয়া খাইতেছে, তাহার কারণ, সুনন্দার সদয় মমতাপূর্ণ ব্যবহার তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, চিরটাকাল, গতর খাটাইয়া খাইলেও, দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়া এতোখানি স্নেহ ভালবাসা খুব কম পরিবারের নিকট হইতেই সে পাইয়াছে, সুতরাং তাহারই কথায় গৃহিণী যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তার নিজেরও দুঃখ হইতে লাগিল, সরলভাবে বলিয়া ফেলিল, "আমার দোষ নেই, গিন্নী মা, দিদিমণিদের—ওনাদের বাসায় থুয়ে যখন আসতে নেগেছি, তখন

ঘাটে গিন্নীমারা ডুব দিচ্ছিলেন, আমায় ডেকে এই খবর বল্লেন, আমি বল্লু,—তা কখ্খনো নয়, আমরা ঘরের নোক, তা বুঝি জান্‌নু না ?—তেনারা বল্লেন, "যখন হ'বে তখন জান্‌বি বৈ কি, এখন ঢাক্ ঢাক্ হ'য়ে আছে, তা জান্‌বি কি কোরে ?"

"বেশ, এখন নিজের কাজ দেখগে যাও," বলিয়া সুনন্দা উঠিয়া পড়িলেন, টুকী তখন আজ সকালে কোন পোড়া কপালীব মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে, তাহাই স্মরণ বরিতে চেষ্টা করিতে কবিতে রান্নাঘরের কাজ সারিতে গেল, যেহেতু, এই এক বৎসর কাজ করিতে আসিয়া কোনোদিন কর্ত্রীর মুখ ভার হইবার কারণ হয় নাই, পোড়া কপালী যাদবের মার কথা শুনিয়াই না আজ তার এই নাকাল। তবে সেই সঙ্গে একটা কথা তার মনে পড়িল। যাদবের মা, হাজার হৌক্ বামুনের মেয়ে, বামুনের মেয়ের মানা না শুনিয়া কথাটা প্রকাশ করিতেই তাহার এ বিপদ ঘটিল।

সুনন্দাকে মুখ অন্ধকার করিয়া ঘর ঢুকিতে দেখিয়া, নিশাকর কহিল, "বৌঠান, সব তো শুনলাম, পল্লীগ্রামের এ রকম চর্চ্চা, আর এ রকম অসম্ভব কথার উৎপত্তি বোধ হয় জগতের সনাতন প্রথা, আমি বলি, সত্যকে তুমি আর মেয়েদেব গান শেখাতে দিও না, তার এ বাড়ী আসা বন্ধ ক'রে দাও।"

সুনন্দা কহিলেন, ঠাকুরপো, পরের অনধিকার চর্চ্চা করাও যেমন অন্যায়, তেমনি দু'চারটে কাণা ঘুষা কথা শুনে, নিজেদের কাজ-কর্ম্মের নিয়ম বদলানোও অন্যায়। আমরা শুধু, ভাল মনে, ভালর দিক দেখে নিজেদের কাজ কোরে যাব, কে কোথায় আড়ালে বোসে কি বলছে, সে গুলোর দিকে দৃষ্টি রাখবো না, এই আমার কথা।"

নিশাকর তাচ্ছল্য ভরে কহিল, "ধন্য এই পাড়াগাঁর নিষ্কর্মা মেয়েদের কল্পনা শক্তিকে, অসম্ভবকে সম্ভব কোরতে, আর সম্ভবকে অসম্ভব কোরতে তাঁরা চমৎকার কৃতীত্ব দেখাতে পারেন, কোথায় লাগে এঁদের প্রতিভার কাছে, কবি-কল্পনা।"

"কিন্তু সহরের শিক্ষিত মেয়েরাও সে বিষয়ে নিতান্ত পেছ পাও নন ভাই, আর মেয়েদের কথাইবা কেন বলি, পুরুষরাও মেয়েদের চেয়ে বড় কম যান না, তবে সবাই নন্, এই যা।" ঝির মুখে কথাটা প্রথম শুনিবামাত্রই সুনন্দার যেন ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল, নিশাকরের সহিত দু'একটি কথা কহিবার পর তাঁহার স্বাভাবিক মনের বল আবার ফিরিয়া আসিল, তিনি আর কিছু না বলিয়া খোকাকে কাকার সহিত খেলিতে মনোযোগী দেখিয়া, একখানি চিঠি লিখিয়া, খামে ঠিকানা দিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, যখন ভোরের সময় ডলিদের বাঙলোর দিকে বেড়াতে যাবে, এই চিঠিখানা দিয়ে আসবে।"

নিশাকর কহিল, "তোমার বেহারাগিরি আমি করতে পারবো না, আর কেউ কি সেখানে চিঠি নিয়ে যেতে নেই?"

"কেন নেই? তুমি তো সকাল বেলা ঐ দিকেই যাও। যেতে ভালও তো বাস?"

সুনন্দা, নিশাকরের দিকে বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নিশাকর আজ তিন চারিদিন মিষ্টার রায়ের বাসায় যায় নাই, কারণটা সুনন্দা বুঝিতে পারেন নাই, তাই ডলির চিঠিখানি এখন নিশাকরকে দিয়া পাঠাইতে চাহেন।

নিশাকর উত্তর দিল, "ভাল লাগার অর্থ?"

"সে আমি কেমন কোরে জানবো? এখানে একলা-একলা,

ওখানে তবু মিষ্টার মৈত্র রয়েছেন, তাঁর সরস কথাবার্ত্তা বল্‌বার ক্ষমতা অদ্ভুত, মানুষকে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নিশাকর উত্তর দিল, "বশীভূত করবারও ক্ষমতা আছে, তোমরা সকলেই তার উদাহরণ। মেয়েদের যে কি স্বভাব, একটুতেই গলে যাওয়া!" সুনন্দা কৌতুকের সহিত কহিলেন, "মেয়েদের কথাটার অর্থ কি? আমি, ডলি, আর কে?"

নিশাকর হাসিয়া কহিল, "আর একটির নাম কি জান না বৌঠান? শীগ্‌গীর একটা নেমন্তন্ন খাবে দেখছি।"

সুনন্দা হাসিয়া কহিলেন, "সুজলার কি এমন সৌভাগ্য হবে? কিন্তু ঠাকুরপো, এইমাত্র পল্লীনারীদের নিন্দে করছিলে, কিন্তু তুমি তো তাদের চাইতে এক সিঁড়ি ওপোরে। বলি, এ খবর পেলে কোথায়?"

"যেখানেই পাই, তোমরাও এর পরে পাবে।"

"তা পাব, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপো, আজকের তারিখটাও ডাইরীতে নোট করে রাখব?"

সুনন্দা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, নিশাকর ডাকিতে লাগিল, "এর মানে বোলে দিয়ে যাও বৌঠান, বোলে যাও লক্ষ্মীটি, নইলে তোমার সাধের চরকা ভেঙে দেব বলছি।"

সুনন্দা বাহির হইতেই উত্তর দিলেন, "মানে ডিক্সনারী খুলে দেখে নাও, আমার হাতে এখন মেলা কাজ। আর নেহাৎ যদি আমার কাছেই মানে বুঝতে চাও, তা হোলে কাল সকালে ভাল মানুষটির মতন আগে চিঠি দিয়ে এসো, তার পর বলব।"

—স্তোত্র—

সুনন্দাদের বাসার সংলগ্ন যে খানিকটা জমী পড়িয়াছিল, বাঁশের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া, উহাতে সুনন্দা ছোট খাট একটি ফুলের বাগান করিয়াছেন, নীরা খুব উৎসাহের সহিত গাছগুলির সেবা করে। রজনীগন্ধা, যুঁই, ও দু'তিনটা গাছে বেলফুল প্রত্যহই ফোটে। হিমাকর বাবু ও সুনন্দা প্রত্যহই প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া এই স্থানটিতে পাদচারণা করেন। ফুলের কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি, কতটুকু তার আয়ু? প্রভাতের আলোক-সম্পাতে নয়ন মেলিয়া, দ্বিপ্রহরের খরকর স্পর্শেই তার জীবন বৃন্তচ্যুত হইয়া ধূলাতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কিন্তু, এই অল্প সময়ের মধ্যে, সে তার জীবনটি সৌন্দর্য্যে ও গন্ধে ভরিয়া মানুষের নিকট, কোন্ সৌন্দর্য্যময়ের, কোন্ অনন্ত প্রেম-ময়ের প্রেমানন্দের আভাস প্রকাশ করিয়া যায়? স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাতে, মানুষের মনকে জগতের কর্ম্ম কোলাহল হইতে পৃথক রাখিয়া, ক্ষণেকের জন্য এ কিসের পবিত্র বাণী শুনাইয়া যায়! প্রকৃতই ইহারা দেবদূত, তাই এরা ক্ষণস্থায়ী জগতের নিকটে নিত্য নিত্য সত্যের মহিমা ঘোষণা করিতে আসে, হতভাগ্য সে, যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, উষার এ পবিত্র মুহূর্ত্তটির অবমাননা করিয়া অলস শয্যার আশ্রয়ে পড়িয়া থাকে, পুণ্য-প্রভাতে কর্ম্মময় দিবসের প্রারম্ভটীকে বিশ্বদেবতার চরণে আশীর্ব্বাদ পূত করিয়া লইতে উদাসীন রহে।

হিমাকর বাবু গান গাহিতে না জানিলেও, এই সময়টি তাঁর

প্রিয় কয়েকটি গানের তিনি নিজ মনে গুণ গুণ স্বরে আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি পান, সর্ব্বান্তঃকরণে এই সময়ের পবিত্র, মহান্ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া লয়েন। আজ তিনি গাহিতেছিলেন "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।"

দুই তিনবার গানটি আবৃত্তি করিয়া তিনি কহিলেন, "দেখ সুনন্দা, এই সময়টির কি অপূর্ব্ব মহিমা, যেদিন কোনো কারণে বেলাতে উঠে, এই সময়টির পবিত্র শোভা দেখতে বঞ্চিত হই, সেদিনে আমার মনে হয়, ভগবানের আশীর্ব্বাদ বুঝি আজ পাওয়া হোলো না। ঐ দেখ, চাষারা গরু বলদ সঙ্গে কোরে, কাঁধে হাল নিয়ে মাঠে চোলেছে, সমস্ত দিন, কাদায় জলে কাজ করে,—কেবল এই সময়টিতে উঠ্‌তে পেরেছে বোলে। এ সময়টির একটি চমৎকার শক্তি আছে, যা মানুষের শরীরে ও মনে ক্ষণে অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার করে।"

মীরা ও নীরা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, সুনন্দা কহিলেন, "সেই গানটা গাও মীরা।"

দু'টি ভগিনীর কোমল মিষ্ট সুর, ভোরের আলো ও বাতাসকে মধুর প্লাবনে ভরিয়া দিয়া, হৃদয়কে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল।

গান থামিয়া গেল, হিমাংশু বাবুর কানে তখনো বেশ বাজিতেছে,—

"সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে,
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে ধরিব হে।"

এই সময়ে সত্যলাল আসিয়া নমস্কার করিয়া কাছে দাঁড়াইল, সুনন্দা কহিলেন, "সত্য, কখন ফিরলে? কাল রাত্রে বুঝি?"

"হাঁ, মা।"

সত্য কয়দিন বাড়ী ছিল না, দৈবকী বাবুর আদেশে, এক গ্রাম হইতে কিছু তুলা সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল, এবং তাহার পরিচিত এক ঘর তাঁতীকে সে পূর্ব্ব কথা মত বলিতে গিয়াছিল যে, প্রতি সপ্তাহে সে, সত্যদের গ্রামে আসিয়া কাপড় বুনিবার জন্য সূতা লইয়া যাইবে, কালরাত্রে সে এসব বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে।

হিমাকর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুলো কিছু পেলে?"

সত্য কহিল, "আজ্ঞে পেয়েছি, আর এক জায়গায় সের-দশেক তুলো আছে, সেটারও সন্ধান করে এসেছি।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "ভালই হয়েছে, সকলই ভগবানের কৃপা, এতো সহজে, এতো শীঘ্র যে এখানে এ ব্যাপারটিকে দাঁড়-করানো যাবে, তা আমি মনে ভাবিনি।"

সুনন্দা কহিলেন, "সত্য, দৈবকীবাবুর পরিবারটি খুব বৃহৎ, নয়? কে কে শিখছেন?" সত্য কহিল, "ওঁর দুটী বিধবা ভগ্নী, তিনজন দূর সম্পর্কের বোন, এক বিধবা শালাজ, দুই মেয়ে, সবাই শিখেছে, সীমা—আমি, দুজনেই শেখাতে যাই, এ দু'দিন, আমি ছিলাম না, তাই মা গিয়েছিলেন। দৈবকী বাবুর স্ত্রীও শিখ্‌ছেন, তা ওঁর সূতো কিছুতেই ঠিক হয় না, কেবল ছিঁড়ে যায়, তাতে আর সবাই হেসে ওঠে, উনি সেই জন্যে আর চরকার কাছে বোসতে চান না, কিন্তু মা, ওঁর ভগ্নী বিন্দু এই কয়দিনেই যে মিহি সূতো কাটছে, আপনারা তেমন পারেন না।"

সুনন্দা খুব খুসী হইয়া কহিলেন, "ভালই তো বাছা, দৈবকী বাবু এর জন্যে প্রাইজ্ দিতে চেয়েছেন, আমার শুনে খুব আনন্দ হয়েছে, আমি একদিন মেয়েদের কাজ দেখতে যাব।"

মীরা, নীরা সোৎসাহে কহিল, "আমরাও যাব মা!"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "আমাদের দেশে এখন এক রকম সবই হয়েছে, শিক্ষিত, উৎসাহী, কর্ম্মী লোকের অভাব নেই, কিন্তু একনিষ্ঠ, দৃঢ়ব্রত সাধকের অভাব বড় বেশী, উপযুক্ত নেতা না হোলে, দলবদ্ধ হোয়ে সকলকে কাজে লাগাতে পারা যায় না, সুতরাং বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্যে, কি সুনাম কেনবার জন্যে নয়, শুধু শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত হোয়ে, দেশের ও জাতির কল্যাণ কামনাকে অকপট ভাবে হৃদয় মধ্যে ধারণ কোরে, যদি কেউ কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তা হোলে, খুব শীগ্‌গীর সুফল পাওয়া যায়, আমরা টাকার অভাবের কথা বলি, রাজার সহানুভূতির অভাব শুনতে পাই, কিন্তু যত কিছুরই অভাবের দোহাই দিই না কেন, প্রকৃত অভাব হচ্ছে, উপযুক্ত কর্ম্ম-প্রাণতার। আমরা যখনি যে কাজে হাত দিই না কেন, নিজের নাম যশের দিকে দৃষ্টিটা খুব প্রখর থাকে, স্বার্থের দিকটা ষোল আনা না হোক্‌, আট দশ আনা বজায় না রেখে আমরা কোনো কাজই করতে পারি না, এ বড় দুঃখ।"

সত্য কহিল, "প্রথম প্রথম আমার চরকা দেখে সবাই হাসি টিট্‌কারী করছিলেন, এখন আপনাদের উদ্যোগে এটা গ্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল দেখছি। বিশেষ জমিদার বাবু নিজে এর পেছনে দাঁড়িয়েছেন, বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে শেখবার ব্যবস্থা করেছেন, দেখে আশা হচ্ছে, এইবার অনেকেই এদিকে দৃষ্টি দেবেন। বিশেষ তিনমাস পরে তাঁর বাড়ীতে পূজো, বিজয়ার দিন তিনি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন, যারা হাতের কাটার সুতোর কাপড় দেখাতে পারবে, তাদের জন্যে, সেটা খুব ভালই হয়েছে।"

সুনন্দা স্বামীকে কহিলেন, "দেখ, এখানে মেয়েদের জন্যে যে স্কুল রয়েছে, তাতে তো কার্পেট, ক্রুশের কাজ, আর সেলাইও মেয়েদের শেখান হয়, সে স্কুলে যদি মেয়েদের চরকায় সুতো কাট্‌তে শেখান হয়, আর প্রাইজ দেবার সময়, চরকায় ভাল সুতো কাটবার জন্য যদি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিনটি প্রইজের বন্দোবস্ত থাকে, সে ও বেশ ভাল হয় না কি ?"

হিমাকর বাবু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, সত্য আগে ভাগে উৎসাহের সহিত কহিল, "সে খুব ভাল হয় মা, তাতে সব মেয়েদের চরকা শেখবার উৎসাহ হ'বে ।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "তা হয় বটে, আচ্ছা এর জন্যে রায়কে বল্লেই হ'বে, তিনিই স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ।"

সত্য কহিল, "কাল আমি যে গ্রামে গিয়েছিলাম, দু'তিনটি মুসলমান স্ত্রীলোক কেঁদে কেটে বল্‌ছিল "সুতো কাট্‌লে যদি কেউ সেই সুতো কিনে নেয়, তা হোলে তো আমরা বর্ত্তে যাই বাবা, বুড়ো মানুষ, খাট্‌তে পারি না, চোখেও ভাল দেখি না, সুতো কাট্‌তে জানি, কেউ যদি কেনে, তা হ'লে বোসে বোসে স্বচ্ছন্দে কাট্‌তে পারি। আমরা বড় গরীব বাবা, এ ব্যবস্থাটি যদি আমাদের কোরে দাও তো বেঁচে যাই ।"

আমি জমিদার বাবুকে বোলে তাদের তুলো দিয়ে আস্‌ব ঠিক করেছি, তার পর দাম দিয়ে সুতো নিয়ে আস্‌ব ।"

হিমাকর বাবু প্রসন্ন মনে কহিলেন, "তা হোলে এর দ্বারা, খুব সহজে অনেক অনাথার কিছু সংস্থান হবার আশা দেখছি, আজ আমাদের ছোট গ্রামখানিতে যেমন কাজ এগিয়ে চল্‌ছে, এর পর দেখা দেখি, অন্য গ্রামেও নিশ্চয় এই উপায় নিতে পারবে, এমনি

কোরে সকল দেশের লোক যদি উদ্যোগী হয়ে ওঠে, তা হোলে, খুব শীগ্‌গীরই ভারতবাসী বস্ত্রের হাহাকার দুঃখ শান্ত হ'বে বলে আশা হয়, আমরা যদি পরিণাম ভেবে, আবও আগে উদ্যোগী হ'তে পারতাম, তা হোলে হয় তো এ দুর্দ্দিন দেশে এসে দাঁড়াতেই পারত না, যাই হোক্, এমনিতর অভাব অসুবিধার মধ্যে না পড়লেও আমাদের শিক্ষা হয় না, আমাদের মধ্যে উদ্ভাবনী ও কার্য্যকরী শক্তি ফুটে উঠ্‌তে সুযোগ পায় না, সুতরাং অভাব আর দুঃখের দিনকে অভিসম্পাত না কোরে, ধৈর্য্য ধোরে এ দুঃখ কষ্ট দূর করতে চেষ্টা কবাই মনুষ্যত্ব।"

সত্য কহিল, "কিন্তু ভাল কাজ করতে হ'লে বাধাও অনেক, কাল আমি দুটী লোককে সঙ্গে ক'রে আনছি, চণ্ডীবাবু আর মুখুজ্যে মশাই পথে যাচ্ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কে সত্য?" আমি বললাম,—পূর্ব্ব পাড়ার দুজন তাঁতী, এদের তিন চারখানা তাঁত আছে বটে, কিন্তু বোনে না, জমিদার বাবু যাদের যাদের তাঁত আছে, খোঁজ কোবে সবাইকে ডাকৃতে বলেছেন, তাই নিয়ে যাচ্ছি।"

মুখুজ্যে মশাই বললেন, "আচ্ছা হুজুগে মেতেছ বটে, মুন্সেফ বাবু, জমীদার বাবু সবাই ক্ষেপে উঠেছেন, শেষ পর্য্যন্ত ক্ষ্যাপামী টেঁকলে হয়।"

চণ্ডীবাবু বলিলেন, "কিছু পাচ্ছ ছোকরা, না মিনি পয়সায় এগাঁয়ে ওগাঁয়ে টো টো কোরে বেড়াচ্ছ। ঘবের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কোনো ফল নেই সত্য, নিজেদের সংসারের অভাবেব কথা একটু ভাবতে শেখো।"

"আমি উত্তর দিলাম না, চলে এলাম।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, "লোকের মন্তব্য প্রকাশ করতে দেরী লাগে না, তাঁরা যা বলেছেন, তাতে ক্ষতিও কিছু নেই, এরকম অনেক কথাই শুন্‌তে শুন্‌তে কাজ করতে হয়, সংসারে সকল কাজ করতে গেলেই দু'দল লোক তার ভাল মন্দর দিক নিয়ে লড়াই করেই থাকে, আমার মনে হয়, সেটা খুব অন্যায় নয়! দু'দিক থেকে, কাজটার ভাল মন্দ বিচার না করলে, তার যাচাইও হয় না। ভগবানে বিশ্বাস রেখে, দৃঢ়চিত্তে কর্ত্তব্য পথে এগিয়ে চল্‌লে, কোনো বাধাই আর বাধা ব'লে মনে হয় না, সকল প্রকার বিঘ্নই পায়ের তলায় গুঁড়ো হ'য়ে পিষে যায়, চিত্তের দৃঢ়তা থাকলে, আর উদ্দেশ্য সাধু হোলে, আবার চারদিক থেকে সহানুভূতি ও অনুকূল সাহায্য পেতেও বড় দেরী হয় না, এম্‌নি কোরেই সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে ছোট বড় সদনুষ্ঠান ক্রমে বিরাট হয়ে উঠে।"

সুনন্দা কহিলেন, "আর দেখ, নিজেদের সংসারের জন্য যা করবার, তা করেও, যদি পাঁচজনার জন্যে একটু ভাল কাজ করা বা ভাবা যায়, তাতে বড় আনন্দ পাওয়া যায়, মনের বল, মনের উৎসাহ তাতে বেশী প্রয়োজন হ'লেও, সে শক্তির বৃদ্ধিও হয়, আত্ম প্রসাদেও প্রাণ তৃপ্ত হয়ে ওঠে, এ শুধু লোকের মুখে শোনা, কি, বইএ পড়া জ্ঞান নয়, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনেই তা বুঝতে পারা যায়।"

হিমাকর বাবু কহিলেন, এ সকলই ভগবানের মহিমা। তিনি পূর্ণানন্দ স্বরূপ, তা আমরা তাঁর কাজের মধ্যেই অনুভব কোরে কৃতার্থ হই, অনেকে কর্ম্মের বন্ধন ক্ষয় কোরে মুক্তি লাভের পথকেই শ্রেয়ের পথ বোলে নির্দ্দেশ করেছেন, কিন্তু কবি যে বলেছেন,—"মুক্তি ?"

ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরি,
বাঁধা যে সবার কাছে।”

এ অতি চমৎকার কথা। আমাদের জীবনব্যাপী কর্ম্মই আমাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমে উন্নত কোরে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে চলেছে, এই কর্ম্মের মধ্যেই অনেকে সেই মহান্ কর্ম্মী পুরুষের উপাসনা কোরে নিজের জীবনে পরমানন্দ সম্ভোগ কোরে থাকেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে, তাঁর উপাসনার বিধি নিয়মের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক করিতে চাই না, কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারি, যে এ পৃথিবীর কাছে আমাদের এই দুর্লভ মানব জন্মের কোনো দায়ীত্ব স্বীকার না কোরে, নির্জ্জনে বোসে তাঁর ধ্যান ধারণা করাই মানুষের বড় ধর্ম্ম নয়, সময়োপযোগী শুভ কাজে উৎসাহের সহিত নিযুক্ত থাকা সকল মানুষেরই ধর্ম্ম, আর সে ধর্ম্ম, কোনো সম্প্রদায়, জাতি, বা ধর্ম্মবিশেষের গণ্ডীতে আবদ্ধ হোতে পারে না। একথা যদি আমরা অন্তরের সহিত মেনে চলতে পারি, তা হোলেই আমরা ধন্য হবো।”

অতি প্রসন্ন, শান্ত, ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের দীপ্তীতে হিমাকর বাবুর সৌম্যমুখমণ্ডল উজ্জল হইয়া উঠিল, সত্যলালের তরুণ হৃদয় শ্রদ্ধা ও বিনয়ে পরিপূর্ণ হইয়া, এই উদার প্রাণ পুরুষের চরণে যেন বায়ুভরে অবনত প্রভাত পুষ্পের ন্যায় নমিত হইয়া পড়িল।

—সতের—

সারা রাত্রি প্রথম শ্রাবণের অবিরল ধারায়, মাঠ ঘাট ভরিয়া দিয়া, প্রভাতের সময় নিবিড় মেঘখানা উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পেঁজাতুলার মত, ছোট খাট কয়েকটা লঘু মেঘের টুক্রা, উজ্জ্বল নীল আকাশের এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া আছে, সে গুলির উপর মেটে সিঁদুর ও আবীরের রঙ ফলাইয়া উষারাণী হাসিমুখে নীল ঘোমটার ফাঁকে উঁকি দিতেছেন মাত্র, সেই সময়ে সন্থ নিদ্রা ভঙ্গে সুজলা, সার্সীর মধ্য দিয়া, পেঁজাতুলোর মত মেঘগুলির অপরূপ সজ্জা দেখিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, মিষ্টার মৈত্রকে বাগানে বেড়াইতে দেখিয়া হাসিমুখে কহিল, "সুপ্রভাত, কি সুন্দর সকাল বেলাটি, promising a good day, কি বলেন ?"

মিষ্টার মৈত্র কহিলেন, "নিশ্চয়, বিশেষ দু'দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর, আজকের সূর্য্যোদয় চোখে যেন নতুন কোরে, রঙের খেলা দেখাচ্ছে, তাতেই এতো সুন্দর লাগছে, ঐ দূরে ঘন সবুজ গাছের সারি চোখে এমন একটি তৃপ্তির স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, যা আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

সুজলা ছোট্ট একটি কথায় উত্তর দিল, "বাস্তবিক কি সুন্দর!"

"বড় দুঃখের বিষয়, আপনার দিদি আর মিষ্টার রায় এখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাঁদের আমি একদিনও এত সকালে উঠে এ শোভা দেখতে দেখি না, I pity them. সুজলা কহিল, "আমি কিন্তু চিরকালই খুব ভোরে উঠে এই সময়টির বিচিত্র শোভা

দেখতে ভালবাসি, দিনটাকে যে নতুন কোরে পাচ্ছি—ঠিক এই সময়টিতে না উঠ্‌লে তা যেন বুঝতে পারা যায় না।"

"সত্য কথা বল্‌তে কি, এতো প্রত্যূষে ওঠা আমারও নিত্যকার অভ্যাস ছিল না, লীলার তাড়নায় এ অভ্যাসটি আমায় করতে হয়েছিল, তিনি তাঁর সমস্ত দিনের সময় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখ্‌তেন, এতটুকু সময় বৃথা অপব্যয় হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না।"

সুজলা হাসিয়া কহিল, "লীলা-দির কথা সবারি মুখে শুন্‌ছি, সকলেই তাঁর প্রশংসা করেন, কিন্তু সত্য বল্‌তে কি, আপনার মুখে তাঁর কথা শুন্‌তে আমার বড ভাল লাগে। তিনি খুব শান্ত ধীর ছিলেন বোধ হয়, চেহারা দেখে তাই যেন মনে হয়।"

"ঠিক্ তা নয়, স্বভাব তাঁর শান্ত বড় ছিল না, কৃত্রিম সরলতাও ছিল না, বেশ একটা সজীবতা আর প্রাণেব চাঞ্চল্যই তাঁর চরিত্রেব বিশেষত্ব ছিল, আট বৎসর তাঁর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছি বটে, কিন্তু তখন তাঁকে যে খুব বেশী বুঝতে পেরেছিলাম, তা মনে হয় না, কিন্তু এই একবৎসরের বিচ্ছেদেই যেন তাঁর প্রকৃত পরিচয় দিনের পর দিন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ছে, আমি কেবলি তাঁব সুখ্যাতি করছি, কিন্তু ঠিক্ তা নয়, তাঁর উপযুক্ত গুণ বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে এই টুকুই বলতে পারি, এই রকমের স্ত্রীই যেন সকল পুরুষের ভাগ্যে ঘটে, হোক্ না অল্প দিনের জন্য, কিন্তু এমন স্ত্রীর সঙ্গ জীবনে যার ঘটবে, তার সমস্ত জীবন সার্থক হ'য়ে উঠবে। তবে কিনা, তেমন স্ত্রীর স্বামী হবারও উপযুক্ত হওয়া দরকার, আমিই যে লীলার খুব উপযুক্ত স্বামী ছিলাম, সে গুমোর করছি না, কিন্তু তার হাতে

আমি অনেকটা গড়ে উঠেছিলাম। আগে আগে আমি বড় বদরাগী ছিলাম, হাতে অর্থ, ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল, কাজেই তার ব্যবহারের ওজন সব সময় ঠিক্ রেখে চলতে পারতাম না, ক্রমে তাঁর শাসনে আমার উদ্ধত প্রকৃতি সংযত হ'তে শিখেছিল।

—আমাদের সমকক্ষ অনেক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে মেলা মেশা করতে হতো, কিন্তু তিনি সকল সময়, সকল স্থানেই নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন, লোকের খাতির রেখে, "হ্যাঁ, না" বলা তাঁর অভ্যাসের বিরুদ্ধে ছিল।

—দু'চার বৎসর বিলাতে কি আমেরিকায় থেকে স্বদেশে ফিরে এসে মাতৃভাষার আঁকা বাঁকা উচ্চারণ, আর প্রত্যেক কথার ফাঁকে, বিদেশী ভাষার শ্রাদ্ধ করা, এ তাঁর দু'চক্ষের বিষ ছিল, একবার একটি পার্টিতে গিয়ে, একজন বিলাত ফেরতের ছোট ছেলে তার মাকে ইংরেজী tone এ 'মাম্মা' বোলে ডাক্‌ছিলো, তিনি শুনেই বল্‌লেন, "এ কি? এইটুকু ছোট ছেলে, এমন সুরে কথা বলতে শিখলে কি কোরে।" শিশুর পিতা সুপ্রতিভ ভাবে বল্লেন, "ছোট বেলা থেকে যাতে ইংরিজিতে ভালরকম conversasion শেখে, আর উচ্চারণটি খাঁটি ইংরিজী tone এ হয়, তার জন্যে একটি মেম nurse রাখা হয়েছে, তারই কাছে শিখ্‌ছে।"

—তিনি বলে উঠ্‌লেন, "কি ভয়ানক, উচ্চারণ ভাল হ'বে বলে এখন থেকে মাতৃভাষার সুর ওকে শিখতে দিতে চান্ না? নিজের মাকে, নিজের ভাষায় মা বোলে ডাকৃতে পারে না?

—বিদেশীর ভাষার উচ্চারণ যদি বিকৃতই হয়, তাতে যদি লজ্জার কিছু হেতু থাকে, তার তুলনায় মাতৃভাষায় দৈন্যতা কি চূড়ান্ত

লজ্জার কথা নয়? excuse me sir. I pity your child."

—ভদ্রলোক মুখ কাল ক'রে রইলেন, একজন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রীর Opinionএর ওপোর বোধ হয় কিছু আর বোলতে সাহস করলেন না।"

সুজলা কহিল, "আপনিও তো বিয়ের পর বিলাত গেছলেন, আপনাকেও তিন বছর সেখানে কাটাতে হয়েছিলো, সেখানকার charm কিছু আপনাকে পেয়ে বসে নি?"

মিষ্টার মৈত্র কহিলেন, "তা যে না পায় নি, সে কথা বলতে পারি না, তিনিও কিছু পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা দীক্ষা কি সভ্যতার বিরোধী ছিলেন না, তবে তাঁর এই মত ছিল,—আমরা যখন তাদের মধ্যে থেকে কিছু নিতে যাই, সে নেওয়ার মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র বা নিজেদের দেশাত্মবোধ ভুলতে যাই কেন?

—এ দেশের মাটীতে, পুরুষপরম্পরায় জ'ন্মে, এ দেশের জল বাতাসে আজীবন পুষ্ট হোয়ে, দু'চার বছরের জন্য বিদেশে বেড়াতে গিয়ে, সেখানকার যদি কিছু প্রকৃতিগত মাহাত্ম্য থাকে, সেটাকে না আয়ত্ত কোরে, সেখানকার আদব কায়দা, হাব ভাব গুলোকেই যে শুধু নিজেদের চালচলনে দুরস্ত কোরে নেবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে, এইটেই তাঁর কাছে বড় বিসদৃশ ঠেক্‌ত, তাঁর ইংরাজ সমাজেও মেলা মেশা বড় কম ছিল না, কয়েকটি পরিবারে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দও ছিল, কিন্তু প্রাণটি ছিল তাঁর খাঁটী বাঙালী। বাঙালীর নিন্দা, বাঙালীর কলঙ্কের কথা যদি কেউ তুল্‌তো, তিনি তাতে অন্তরের সহিত ব্যথা অনুভব করতেন, আর বলতেন, কোনো বাঙালী নিজেদের জাতির দুর্ব্বলতার আলোচনায় সমস্ত

নষ্ট না কোরে, বরং নিজের জীবনে যদি তার কিছু ত্রুটী সেরে নিতে পারে, তার চেষ্টাই প্রাণপণে করা উচিৎ, নতুবা কোনো কথা বল্‌বার তার অধিকার নেই।"

সুজলা কহিল, "তিনি বেশ বিদুষীও ছিলেন শুনেছি" মিষ্টার মৈত্র কহিল, "তোমাদের মতন কলেজের উচ্চশিক্ষা তিনি পান নি, কিন্তু বাঙলা ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান তার চমৎকার ছিল, তা ছাড়া সাংসারিক নানা বিষয়ে, রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়েও তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল, তোমরা তাঁকে মূর্খ মনে করতে পারো না—"

সুজলা সলজ্জ স্মিত হাস্যে কহিল, "আপনি আমাদের কটাক্ষ করছেন কেন, ডিগ্রী পেয়ে যে আমরা কিছু বেশী অভিজ্ঞ হয়েছি, সে অহঙ্কার আমার মোটেই নেই, বরং কত বিষয়েই যে আমাদের চোখ ফোটে নি, কলেজ থেকে ছুটী পেয়ে সংসারের আশে পাশে তাকিয়ে, এখন তা বোঝবার অবসর পাচ্ছি।"

ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে মিষ্টার মৈত্র কহিলেন, "কটাক্ষ করি নি মিস লাহিড়ী, কথারছলে বলেছি মাত্র, মাপ করবেন, লীলার সহবাসে আমি সমগ্র নারীজাতিকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, এবং আপনারা যে সমগ্র জগতের, সকল জাতির সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গলের মূল, এই কাথাটি জেনে, ও বিশ্বাস কোরে, আপনাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করা পুরুষ জাতির সমুচিত কর্ত্তব্য বলেই আমার ধারণা।

—আমার স্ত্রীর অসন্তোষ ও বিরাগকে আমি যথেষ্ট ভয় কোরেই চলতাম, কিন্তু সে কাপুরুষ বা স্ত্রৈণের ভয় নয়,—মহিমাময়ী রাজ্ঞীর নিকট ভৃত্যের ন্যায়, বিচারকের নিকটে অপরাধীর ন্যায় সে ভয়। কেন না, তিনি তাঁর ছোট মন নিয়ে, ছোট লাভ ক্ষতির দিকে

তাকিয়ে কাজকর্ম্মের হিসাব করতেন না, তাঁর উদার দৃষ্টি স্বার্থের গণ্ডী এড়িয়ে অনেক দূরে প্রসারিত হবার ক্ষমতা রাখত।"

নারী মহিমায়, নারীত্বের গৌরবে সুজলার কুমারী হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, ভক্ত যেমন, ভক্তের মুখে দেবীর মহিমা শুনিয়া মুগ্ধ হয়, তেমনি মুগ্ধ ভাবে সে শুনিতে লাগিল।

"আমার দুঃখ যে তিনি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি সন্তান রেখে যেতে পারলেন না, তা হ'লে হয় তো আবার একদিন তাদের মধ্যে সেই স্বর্গীয়া মহীয়সী-নারীর উদার প্রতিচ্ছবি দেখে ধন্য হ'তে পারতাম, আবার ভাবি, হয় তো তারা তাঁর মতো হোতে পারত না, হয় তো সুদূর ভবিষ্যতে আমায় আক্ষেপ কোরে বল্‌তে হোতো, —এমন দেবীর গর্ভেও এদের জন্ম হয়েছিল—তাতেই ভগবান আমায় সে আক্ষেপ করবার সুযোগ আর দিলেন না।"

সুজলা নীরবে শুনিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে শ্রোত্রীর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া, বক্তা পুনরায় উৎসাহের সহিত কহিতে লাগিলেন; "যখন যে যে ডিষ্ট্রীক্টে বদ্‌লী হোয়ে গেছি, মূর্ত্তিমতী সেবাপরায়ণা জননীর মতো প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তাঁর সে কি ব্যগ্রতা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁর ভারী অনুরাগ ও বিশ্বাস ছিল, এবং যখন যেখানে থাকতেন, এ বিষয়ের চর্চ্চা করতেন, তিনি বলতেন,—এতে লোকের উপকার করবার খুব সুযোগ পাওয়া যায়।—গরীব দুঃখীদের নিজের হাতে ওষুধ, সময়ে সময়ে পথ্যও দিতেন, এবং রোগী সেরে উঠলে তাঁর সে কি আনন্দ। বাঙলা ইংরেজী অনেক বই তিনি একান্ত মনে অধ্যয়ন কোরতেন, আমি অনেক সময়ে নিষেধ করতাম, পাছে তাঁর শরীর খারাপ হয়; তাতে উত্তর দিতেন,—"গেরস্ত ঘরের বউ ঝিরা

অতো কাজকর্ম্ম করে, তাদের কিছু পরিশ্রম হয় না, আর আমার এই সামান্য পরিশ্রমে অসুখ হবে ?"

—দাস,দাসী, আর্দ্দালী, চাপরাশীদের—তাঁকে মেমসাহেব বোলে ডাকবার হুকুম ছিল না, "মায়িজী" বোলে ডাকলে কিন্তু খুব খুসী হোতেন। তাঁর স্বাস্থ্য ও খুব ভাল ছিল, হঠাৎ কয়দিনের জ্বরে তাঁর মৃত্যু হোলো। কিন্তু সুজলা, তাঁর মৃত্যুতে সেদেশের ইতর লোকেরা দলে দলে এসে সে কি করুণ আর্ত্তনাদে যে বাঙলোর মাঠ ভরে দিয়েছিল, সে আর কি বল্‌ব, সে কি হৃদয়ভেদী কান্না। চাপরাশীরা ভিড় ঠেলে তাড়াতে গেছলো, আমি নিষেধ করলাম, আমার মনে হোলো, তাঁর স্নেহপ্রবণ আত্মা এ দৃশ্য দেখুক, এই কাতর করুণ "মা মা" আহ্বানে যদি সে আবার ত্যক্ত দেহ-পিঞ্জরে ফিরে আসে তো আসুক। কিন্তু তা তো হবার নয়, দেহ থেকে মুক্ত হলে, আত্মার আর সে ক্ষমতা থাকে না, তা হোলে সে কি প্রিয়জনকে এতো ব্যথা দিতে পারে ? তিনি শুধু আমার সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী ছিলেন না, মন্ত্রীর মতো, উপদেষ্টার মতো, বন্ধুর মতো, শাসকের মতো, তিনি আমার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন সূত্র গেঁথে নিয়ে ছিলেন, আজ সে বন্ধন ছিন্ন কোরে কোথায় পালিয়ে গেছেন।

—অনেক সময় ভাবি, ভগবানের রাজ্যে এতো অবিচার, এতো নিষ্ঠুরতা কেন ? কিন্তু আবার তার সেই মধুর ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা গুলি মনে পড়ে, "আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপ কাটি দিয়ে আমরা যেন তাঁর শুভাশুভ কাজের বিচার কোরতে না চাই, তাতে ফল তো কিছুই হবে না, শুধু বেদনা পাওয়া মাত্র। তাঁর বিধান, মাথা পেতে নেওয়া ভিন্ন আমাদের আর কোনো উপায় নেই।" মিষ্টার

মৈত্র চুপ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘশ্বাস প্রভাতের সে শান্ত পবিত্র মুহূর্ত্তটিকে, এক নিবিড়, বুক ভাঙা বেদনার আড়ালে হঠাৎ যেন ভরিয়া দিল, কিন্তু সুজলার নিকট, মহিয়সী পত্নীর জন্য, প্রেমময় পতির এই নিবিড় শোকের ব্যথা এতো মহান, এতো পবিত্র বোধ হইল যে, পুরুষ জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তার কুমারী হৃদয় ভরিয়া উঠিল, আর আজ বোধ হয় তার কুমারী হৃদয়ে পতি প্রেম লাভের বেদনা, এই প্রথম অলক্ষিতে জাগিয়া উঠিল, সকরুণ স্নেহ মমতায় দুই চক্ষু ভরিয়া, যখন সে মিষ্টার মৈত্রের উদাস দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া আছে, সেই সময়ে নিশাকর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে উভয়ের সেই নিমগ্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া মনের মধ্যে যেন কিসের জ্বালা অনুভব করিল, সুজলা নিশাকরকে দেখিয়া, কহিল, "আসুন, বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি ?"

"হাঁ, এই চিঠিখানা মিসেস্ রায়কে দেবেন, এখনো তো তিনি ওঠেন নি।" মিষ্টার মৈত্র তখন ওদিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, নিশাকরকে ফিরিতে দেখিয়া সুজলা কহিলেন, "আপনি এখুনি ফিরছেন যে ?"

নিশাকরের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল, সে রক্তমুখে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "কাজ আছে আজ, কিন্তু মিস্ লাহিড়ী, মাপ কোরবেন আমায় ?"

কথার ভাবে সুজলা চমকিয়া উঠিল, বেচারী অপরাধের বিষয় অবগত নয় অথচ মাপ করিবে কি ? বিস্মিতভাবে কহিল, "আপনার কি অপরাধ যে মাপ কোরবো ?"

নিশাকর কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "এই,—এই সকাল বেলায় আপনাদের বিশ্রামলাভে বাধা দিয়েছি বোলে মিষ্টার মৈত্র তো

আমায় দেখেই গম্ভীর ভাবে চলে গেলেন, ভদ্র সূচক একটা কথা পর্য্যন্ত কইলেন না।"

সুজলা নিশাকরের ইঙ্গিতের অর্থ ভালরূপ বুঝিতে পারিলেও ঈষৎ বিরক্ত ভাবে কহিল, "ওঁর মতন মহৎ লোকের বিচার আপনি করবেন না, দেখুন—"

নিশাকর বাধা দিয়া কহিল, "তবে বিচার করবার জন্যেই না হয় আমায় মাপ করবেন, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি।"

সুজলা কহিল, "সকাল বেলায় আজ ঝগড়া করতেই এসেছেন কি ? সে দিনও অনেকটা তর্ক যুদ্ধই কোরে চলে গেছলেন, যদিও আপনার জয় হয়েছিল—"

নিশাকরের প্রাণের ভিতরটা অনেক কথা-ই বলিবার জন্য যেন হাঁকু-পাঁকু করিয়া উঠিল, কিন্তু সব প্রথমেই খোঁচা দিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, "আপনাদের প্রাইভেট কথা বার্ত্তায় হঠাৎ এসে যদি বাধা দিয়ে থাকি, তা হোলে মাপ করবেন আমায়।" বার বার একই রকম কথায় সুজলা রাগিয়া গিয়া কহিল, "আপনি আমায় ওসব কথা বলেন কোন অধিকারে ? কারও সঙ্গে আমার এমন কিছু প্রাইভেট কথা হ'তে পারে না, যা অন্যের শোনবার অযোগ্য।"

মুখ রাঙা করিয়া সুজলা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বাক্‌যুদ্ধে সর্ব্বজয়ী হইলেও নিশাকর হতভম্ব হইয়া স্থান পরিত্যাগই শুভ ভাবিয়া অবিলম্বে মস্ মস্ শব্দে চলিয়া গেল, রাস্তায় গিয়া একবার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, ফিরিয়া দেখে, সুজলা এখনো দাঁড়াইয়া আছে কি না, কিন্তু সাহস হইল না, যদি এখনি চোখো চোখী হইয়া যায়।

সুজলা অভিমান ভরে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, হয়তো নিশাকর এইবার ক্ষমা চাহিয়া অন্য কথা সুরু করিবে, কিন্তু সে যখন চলিয়া গেল, তখন তার মন কাতর হইয়া উঠিল, কেন সে রূঢ় ভাবে কথা কহিল, হয় তো নিশাকর ব্যথা পাইয়াই ফিরিয়া গেল।

আবার মনে হইল, গেল তা ক্ষতিই কি? রাগ যদি করিয়াই থাকে, ঘরের ভাত না হয় দুটি বেশী করিয়াই খাইবে। এ নিষ্পত্তিতে মন কিন্তু শান্ত হইতে পারিল না, বার বার নিশাকরের ব্যথিত মুখচ্ছবি চোখের সন্মুখে ভাসিতে লাগিল. বাগান হইতে ঘরে চলিয়া আসিয়া সে কোনো কাজে মন দিবার চেষ্টা করিল, এই সময় ডলিকে দেখিয়া চিঠিখানি ডলির হাতে দিল, ডলি জিজ্ঞাসা করিল, "কে আন্‌লে?"

সুজলা কহিল, "নিশাকরবাবু দিয়ে গেলেন।"

ডলি কহিলেন, "দিয়েই চলে গেলেন, চা খেতে বল্‌লি না কেন?"

সুজলা কহিল, "দাঁড়ালেন না, তা কাকে বল্‌ব?"

ডলি কহিলেন, "দেখা হ'লেই তো তোদের তর্কযুদ্ধ সুরু হয়, আর আজ দাঁড়িয়ে একটা কথাও শুনে যেতে পাল্লেন না?"

ডলি চলিয়া গেলেন, বার বার নিশাকরের কথা মনে পড়ায়, সুজলা ভাবিতে চেষ্টা করিল, "সে আমার কে যে তার জন্যে এতো দরদ বোধ করতে যাচ্ছি!"

মন এ কথার উত্তরে এমন একটি ইঙ্গিত করিল, যাহাতে কুমারী সুলভ লজ্জায়, প্রভাত আকাশের মেঘের রঙ তাহারও দুটি সুকোমল গাল দুটিতে ছোপ ধরাইয়া ফেলিল।

—আভাষ—

দৈবকীবাবুর বাড়ীতে আজ খুব ধুম ধাম, তিনি গ্রামের সকল ভদ্রমহিলাদের নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, চরকায় স্থতো কাটা দেখিবার জন্য। প্রতি বৎসর তাঁহার বাটীতে শারদীয়া পূজায় যে নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে,গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাহার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকে, যেহেতু, গ্রামে আরও দু' চারখানি প্রতিমা পূজা হইলেও জমিদার বাটীতে খুব জাঁক জমকের সহিতই হইয়া থাকে, এবং আহারাদিরও তিনি প্রচুর আয়োজন করেন। এবারে বিজয়া দশমীর দিন "চরকার উৎসবের" ঘোষণাও তিনি করিয়াছেন, মিষ্টার মৈত্র, তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর নামে পাঁচশত টাকা দিয়াছেন, ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে, প্রতি বৎসর উহার স্থদে, তিনটি পুরস্কার চরকার উৎসব উপলক্ষে মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে, দৈবকীবাবু নিজেও তিনটি পুরস্কার দিবেন স্থির করিয়াছেন। হিমাকরবাবু ও মিষ্টার রায়ও একটি করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, স্থতরাং মেয়েদের মধ্যে অনেকে নাক সিঁটকাইলেও অনেকে আবার ইহার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, তবে বলা বাহুল্য, তরুণীদের মধ্যেই এ আগ্রহ বেশী জন্মিয়াছে। দৈবকী বাবু চরকাও নিজে হইতে দিতে চাহিয়াছেন, তুলা কেবল দাম দিয়া কিনিতে হইবে।

আজ জমিদার বাবুর বাড়ীতে বেলা একটা হইতেই মেয়েরা সমাগত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, স্থনন্দা যখন ডলি ও স্থজলাকে লইয়া আসিলেন, তখন দৈবকীবাবুর বাড়ী—রমণীগণের কলগুঞ্জনে,

অলঙ্কার শিঞ্জনে ও ছেলে মেয়েদের ক্রন্দন ও কোলাহলে খুবই জমিয়া উঠিয়াছে, স্থূলাঙ্গী জমিদার গৃহিণী, পায়ে মোটা মল, কানে সারি গাঁথা মাকড়ি ও নাকে নথ পরিয়া রমণীদিগকে সকলকেই যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইতেছিলেন, ভাগ্নী বিধু পান দিয়া ফিরিতেছিল। চরকায় সূতা কাটা সকলেই দেখিলেন।

সুজলা কহিলেন, "খুব শীগ্‌গীর তো বেশ সুন্দর সূতো কাটতে মেয়েরা শিখলেন, আমার দেখে বড় খুসী হচ্ছে।"

যাদবের মা অবশ্যই এ সভায় উপস্থিত, তিনি কহিলেন, "ও আর শক্ত কি, মন করলে সবাই পারে, কি বল বড় গিন্নি?"

বড় গিন্নি, উমেশ বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "তা না তো কি? ওকি একটা আশ্চর্য্য জিনিষ, তা পারব না?"

সুনন্দা হাসিয়া কহিলেন, "তা বেশ তো, সবাই শিখুন না, বেশ ভালই হবে।"

যাদবের মা কহিলেন, "ওর কি অতো খটিনটি হোয়ে ওঠে! ঘর সংসার, স্বামী পুত্তুরের তদারক, তাই কোরবে না ওসব করবে? আর ওর দুঃখুই বা কি যে চরকায় সূতো কাটবে? যাদের দু' পয়সার অভাব, তাদের বরং এ সব সাজতে পারে!"

বিধু মুখরার ন্যায় বলিয়া বসিল, "দু'পয়সার অভাব তো আমার মামার নেই, আর মুন্সেফ বাবুর স্ত্রীরও নেই, তিনিই বা কাটেন কেন, আর মামাবাবু আমাদেরই বা কাটতে দিয়েছেন কেন?"

ইহার উত্তর হঠাৎ যাদবের মার মুখে যোগাইল না; তবে হরিমোহনবাবুর স্ত্রী কহিলেন, "তা নয়, ও সব কেউ অভাবে করে, কেউ সখে করে, অনেকের ঐ দু'টোই নেই।"

রাজুর মা কহিলেন, "আমি কিন্তু শিখবো, এ আমি খুব শিখতে পারবো।"

সাহস পাইয়া, আর একটি নূতন বৌ ঘোমটার মধ্য হইতে অস্ফুটস্বরে রাজুর মাকে কহিল, "আমিও শিখবো দিদি।"

সুনন্দা কহিলেন, "বেশ তো, যাঁরা ইচ্ছে করবেন, তাঁরা শিখবেন, এতে আর কিছু তো জোর জবরদস্তির কথা নেই।"

উমেশ বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "তোমাদের শিখলে কাজ দেখবে, কর্ত্তারা শুদ্ধ 'চরকা' 'চরকা' করে যখন হাঁক ছাড়ছেন, তখন না শিখে বা করবে কি?"

হরিমোহন বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "কর্ত্তারাই বা কি করে বল, দুর্ম্মূল্যের বাজারে সবার তো আর শ্বশুরবাড়ীর কিছু জমিজমা নেই, সবই নিজেদের গতরের ওপোর নির্ভর, আমি তো দু—দু'খানা চরকা আনিয়ে কাজ শিখছি, আর ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছি।"

উমেশ বাবুর স্ত্রী হি, হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, যাদবের মাকে ঠেলা দিয়া কহিলেন, "শুনছ দিদি, উনি আমায় সেদিন জিজ্ঞেস করছিলেন, "চরকা কিনবে নাকি?" আমি বললাম, দশ টাকা ছেড়ে বিশ টাকা জোড়া কাপড় হলেও—তোমার না কিনে দেবার ক্ষমতা থাক্, আমার বাবার কিনে দেবার ক্ষমতা আছে। শুনে সেদিন থেকে আর টু শব্দটি করেন নি।"

ডলি ও সুজলা অবাক হইয়া, রমণীগণের হাসি গল্পের ছটা দেখিতেছিলেন, সুনন্দার কিছুদিন ধরিয়া দেখা অভ্যাস হইয়াছিল, সুতরাং নূতনত্ব তিনি কিছুই দেখিলেন না।

গহনার ভারে ও সল্‌মা-চুমকীর জামায় অনেকেই যথাসাধ্য সাজিয়া আসিতে ত্রুটি করেন নাই, মেয়েদের মাথায় চিরুণী,

ফিতা, জরী ও সোনার কাঁটা ও ফুলে, এক একটি বিচিত্র চুবড়ী বিশেষ, নিপুণতার সহিত রচিত হইয়াছিল, একে জমিদার বাড়ী, তাহার উপর, গ্রামের অনেক ধনী মানীর গৃহিণী আসিবেন, আবার ম্যাজিষ্ট্রেটের, মুন্সেফের স্ত্রীরাও উপস্থিত থাকিবেন, এরূপ মহতী-সভার মান রাখিবার জন্য উপযুক্ত বেশভূষা না করাই অন্যায়, সুতরাং এ অন্যায় অনেকেই করেন নাই, তবে রাজুর মা, হরি-মোহন বাবুর স্ত্রী প্রভৃতি কয়েকটি মহিলা, বিনা আড়ম্বরেই আসিয়াছিলেন, পাঁচজনে না জানুক, উমেশ বাবুর স্ত্রীর তো কারও ঘরের কথা জানিতে বাকী নাই, তিনি জানেন, "উহাদের ছাই আছেই বা কি যে পরিয়া লোকালয়ে বার হইবে? সেকেলে মিছরী প্যাটানের চুড়ি, দড়া হার, চিক আর হাতীর মুখো বালা, এই তো সম্বল, এ পরিয়া আর কোন লজ্জায় ভদ্রসমাজে বাহির হইবে? সাধে কি নেড়া-বোঁচা সাজিয়া আসিয়াছে!

হাস্যমুখী জমিদার গৃহিণী, তাঁর বিপুল দেহ খানি দোলাইয়া, সকলকেই সাদর সম্ভাষণ করিয়া ফিরিতেছিলেন, সুনন্দার নিকট আসিয়া কহিলেন, "আপনার খুকীরা খুব গান করে শুনেছি; আমার ভাগ্নীর ভারী ইচ্ছে, তাদের গান শোনে, আমার ঘরে হার্ম্মোনিয়াম আছে, আমি আনিয়ে দিচ্ছি।"

হার্ম্মোনিয়াম আনা হইলে, সুনন্দা কহিলেন, "মীরা, নীরা, একটা গান গেয়ে এঁদের শুনিয়ে দাও। সীমা, তুমিও সঙ্গে গাও, সেই 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' গানটা গাও।" যাদবের মা কহিলেন, সীমার দাদা তো যাত্রার দলে গান শিখে এল, সীমা বুঝি দাদার কাছে শিখেছে, তা যাত্রার দলে যাবি নাকি সীমা!"

সত্যর মা অসুস্থতার জন্য সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, জমিদার-

গৃহিণী সীমার কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া কহিলেন,"তোকে ঠাট্টা করছে সীমা, তুই গান কর। আমরা ঘরের লোক, আমাদের কাছে লজ্জা কি ?"

সীমা কিন্তু যাদবের মার কথার ঘায়ে মুসড়াইয়া গিয়াছিল, সহজে মুখ খুলিতে পারিল না, হরিমোহন বাবুর স্ত্রী যাদবের মার উপর ঠোকর দিয়া কহিলেন, "দুপুর বেলা তো ঘরে ঘরে যাত্রা হয় রসিকতার, আর ঠাকুরঝি আমাদের সে যাত্রার অধিকারী, এখনকার ছোট মেয়েরা গান যদি না শিখে রাখে ঠাকুরঝি, ঘরোয়া যাত্রার দশা কি হ'বে !"

গান শুনিতে সকল মেয়েরাই ভালবাসে, বিধূ কথাবার্ত্তায় গানের দেরী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, মীরা, নীরাকে কহিল, "গাও না ভাই, আমার শুনতে ভারী ইচ্ছে করছে।"

মীরা, নীরা তখন গান ধরিল,—

"ধন্য ধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এ বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা।"

কিছুক্ষণ পরে, সুনন্দার ইঙ্গিতে, সীমাও যোগ দিল, তিনটি বালিকার মধুর সুর সবারি কাণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। গান শেষ হইলে, বিধূ কহিল, কি মিষ্টি গলা, "মাসীমা, আমাদের খুকীকে গান শেখাও বাছা।"

আট বছরের খুকী, একখানি ডুরে সাড়ী পরিয়া, ঘুমুর গাঁথা মল পায়ে দিয়া, মা'র কাঁধের উপর হাত দু'টী রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মা মেয়েকে আদর করিয়া, কোলের উপর টানিয়া আনিয়া কহিলেন "কি মিষ্টি গান, শুন্‌লি খুকী ? শিখ্‌তে পারবি ?"

খুকী লজ্জিতভাবে হাসিয়া মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কহিল, "কে শেখাবে ?"

সুনন্দা কহিলেন, "বাঃ আপনার ঐটুকু মেয়ের গান শেখবার ইচ্ছে আছে তো? আপনারা যদি সকলেই গান এতো ভালবাসেন, তা হোলে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের গান শেখবার একট ব্যবস্থা করলেই হয়, সত্য বেশ সুন্দর গান জানে, সে আপনাদের ঘরেরই ছেলে, সপ্তাহে তিনদিন, ছেলে মেয়েদের একত্রে কোরে অনায়াসেই গান শেখাতে পারে।"

এইবার যাদবের মার অসহ্য বোধ হইল, তিনি কহিলেন, "ওসব কি আর ভদ্দর ঘরের ছেলে মেয়েদের পোষায়? ছেলেরা লেখা পড়া শিকেয় তুলে যাবে গান শিখ্‌তে, আর মেয়েরা ঘর কন্নার কাজ ফেলে গান বাজনা শিখবে, এসব আমাদের ঘরে চলে না। বিশেষ মেয়েরা গান বাজনা শিখে যখন বাপ-ঠাকুদ্দার মুখ হাসাবে, তখন ধর্ম্মই বা কোথা থাকবে, লোকেই বা কি বল্‌বে।"

যাদবের মার মুখের উপর কেহ আর কথা কহিতে সাহস করিলেন না, তবে বিধু ওসব কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মামীমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "মামী, তুমি মামাকে বোলে, সত্যকে মাষ্টার রেখে খুকীকে গান শেখাবার বন্দোবস্ত কর, সীমা, তোর দাদাকে আসতে বলিস তো বোন্!"

সুজলা ও ডলি অবাক্ হইয়া এ সব সমালোচনা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া পর্য্যন্ত একটিও কথা কহিতে পারেন নাই, এদিকে বৌ ঝিদের—অমন মিষ্ট গান আরও দু'একটি শুনিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল, কিন্তু অপ্রিয়ভাষিণী যাদবের মা'র ভয়ে আর বাঙনিষ্পত্তি করিতে সাহস হইল না, পরোক্ষে মৃদু গুঞ্জনে উহাঁর মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। দৈবকী বাবুর গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আসুন আপনারা, দয়া কোরে একটু মিষ্টিমুখ কোরে

যাবেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অনেকক্ষণ এসেছে, খিদে পেয়ে গেছে, বিধু, তুমি ওঁদেরও নিয়ে এসো।"

বিধু গিয়া সুজলার হাত ধরিতেই সুনন্দা কহিলেন, "মেয়েরা একটু বাগান দেখতে চাইছে, একটু বেড়িয়ে আন্‌তে পার?" বিধু সানন্দে কহিল, "খুব পারি, চলুন না আমার সঙ্গে" এদিকে সুনন্দাদেরও মিষ্ট মুখ করিতে আহ্বান করায়, অন্যান্য গৃহিণীদের, বিশেষ করিয়া উমেশবাবুর স্ত্রী প্রভৃতির দেহের হিন্দুরক্ত উত্তপ্ত হইয়া সাড়া দিল, "কি সর্ব্বনাশ, এই ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আমাদের খেতে বসিয়ে জাত মারবে না কি?"

বিধুর সহিত সুনন্দার সঙ্গিনীদের চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যেন সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, যাদবের মা কহিলেন, "অতো বড় বিশ বছরের ধাড়ী—এখনো কি না বিয়ে হয় নি, কি মেলেচ্ছ কাণ্ড মা, পায়ে জুতো মোজা দিয়ে মদ্দর মতন হাঁটন কি?" পল্লীনারীর চক্ষে দৃশ্যটি আশ্চর্য্য জনক হইলেও দৈবকীবাবুর গৃহিণী কহিলেন, "কি করবে দিদি, যাদের সমাজে যেমন চলন, তাই তো করবে।"

যাদবের মা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, "দেখে যে গায়ে জ্বর আসে বোন্, এ যে দেশের অকল্যেণ, ঐ সব মেয়েদের ছিঁয়া মাড়ালেও দোষ।"

দৈবকীগৃহিণী মনে মনে বিরক্ত হইলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন, তুমিও যেমন দিদি, যে যা করুক, তোমার আমার তাতে কি ব'য়ে গেল।"

উমেশ বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "গুমোর দেখেছ দিদি, সেদিনও দেমাকে কথা কন্ নি, আজও তাই, কেবল ড্যাব ড্যাব কোরে

তাকিয়ে দেখছে। কেন্‌রে বাপু, আমরা কি গণ্যির মধ্যে নই, যে কথা কইতে দোষ? জজ ম্যাজিষ্টার আছিস্‌, তা ঘরেই আছিস্‌, আমার দাদাও তো ডিপুটি ম্যাজিষ্টার।"

হরিমোহন বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "কথা না কইলে আর কি কথা কইবে? নিজেদের কথাই আমাদের সাতকাহন, তার মধ্যে ওঁরা আর গায়ে প'ড়ে কি কথা বল্‌বেন?"

রাজুর মা কহিলেন, "মেয়েটি কিন্তু বড় মিষ্টভাষী, আমি নাম জিজ্ঞেস করলাম, বাপের বাড়ীর খবর নিলাম, কেমন হেঁটমুখে নরম নরম কথায় জবাব দিলে।"

যাদবের মা ঝঙ্কার করিলেন, "গায়ে ঢ'লে পড়তে পারলি না লা, এতুই যদি ভাল লাগ্‌ল—"

যাদবের মা আরও কিছু বলিতেন, এদিকে দৈবকী বাবুর স্ত্রীর উভয় সঙ্কট, তিনি লোকটি বড় সাদা সিধা, কা'রও নিন্দা কুৎসা পছন্দ করেন না, বিশেষ যখন সকলেই তাঁহার গৃহের অতিথি, অথচ যাদবের মা প্রভৃতিকে চুপ করিতে বলিলে, যদি এখনি রাগ করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে অভুক্ত ভাবেই সকলে ফিরিয়া যান, সুতরাং তাড়াতাড়ি কহিলেন, "গরম লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে দিদি, আপনারা শীগ্‌গীর কোরে ব'সে পড়বেন চলুন।"

সকলেই গিয়া যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন, নানারূপ ফল মিষ্টান্ন, সবেরই আয়োজন ছিল, এ সময় বৃথা বাক্য ব্যয়ে কাল হরণ না করিয়া সকলেই দক্ষিণ হস্তের, সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হইলেন।

*   *   *   *

সুজলার দিকে ফিরিয়া বিধু বলিতেছিল, "ছোট মামা বাবুকে দেবতা বল্লেই যেন ঠিক কথা বলা হয়, তুমি যদি ওঁর সদয় ব্যবহারের কথাগুলো সব শোনো ভাই, তো তুমিও বলবে যে এ কি! 'গরীবের মা বাপ' বলে যে একটা কথা আছে, সে যেন আমার মামাবাবুতেই লেগে আছে, এই দেখ না, তিন বছর আগে এ দেশে বড় অজন্মা হয়েছিল, উনি সে বছর সব গরীব প্রজার খাজনা মাপ করেছিলেন, আর নিজের বাড়ীতে দু'বেলা প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন গরীব দুঃখীকে ভাত দিতেন, আমরা রাঁধতে আর দেওয়া থোওয়া করতেই লেগে থাকতাম, একদণ্ড হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পেতাম না, সেই সময় মেজমামা দেশে এসেছিলেন, তিনি ছোট মামাকে ধমক দিয়ে বল্লেন, "এম্নি করেই তুই জমিদারী রাখবি।"

ছোট মামা বল্লেন, "খাজনার টাকা থেকে সম্বছর খরচা করেও তো আমার অনেক বাঁচে, এ বছর না হয় কিছু আর বাঁচাবো না।"

অদূরে ছোট একখানি ধুতি পরিয়া মেরজাই গায়ে, হুঁকা হাতে একটি লোককে দেখা গেল, তিনি বলিতেছেন, "কেবলরাম, কোন্ গরুটার সকালে বাচ্ছা হল রে।"

সুজলা জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে?"

বিধু কহিল, "উনিই তো আমার ছোট মামা।" সুজলা বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল, অর্থাৎ গ্রামের জমিদারের এমন দীনহীন বেশভূষা যেন তার বিশ্বাস হইতেছিল না, বিধু যেন ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহিল, "উনি বাড়ীতে অম্‌নি ছোট কাপড় পরেই বেড়ান, আর হাতে ঐ ছোট হুঁকাটি থাকা চাই। মেজ মামা

বড় মামার কত সাজ পোষাক, ওঁর সে সব কিছু নেই, ঘড়িতে একটা সোণার চেন, তাও লাগান না, বলেন 'বাজে খরচ' এদিকে বাড়ীতে যে কত খরচ, তার হিসেব নেই।"

সুনন্দা কহিলেন, "বাইরের আড়ম্বর না থাক্, লোকটার সার বস্তু আছে, মানুষের প্রাণ আছে।"

ডলি কহিলেন, "সুনন্দা-দি, জমিদারবাবুর সে জায়গাটা তোমরা পরশু দেখতে গেছলে, কেমন লাগল ?"

সুনন্দা কহিল, "চমৎকার। সুজলাকে আন্‌তে পাঠালাম, এলো না কেন? ঠকেছ সুজলা, দেখলে পরে খুব খুসী হোতে।"

যাইবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও সুজলা আসে নাই, যেহেতু সকালেই নিশাকরের সহিত একটু খিটমিটি লাগিয়াছিল, সুনন্দার সম্মুখে দুইজনে খুব সহজ ভাবেই এতদিন আলাপ জমাইয়া আসিতেছে, নিশাকর যখন সঙ্গে থাকিবে, তখন যদি উভয়ের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকে, সুনন্দার সতর্ক দৃষ্টিতে তা এড়াইয়া থাকিবে না, সেইজন্যই সে আসে নাই, সুজলার কথার উত্তরে বলিল, "তোমরা যখন সে জমী কিনছ, তখন ভবিষ্যতে লাভবান হবার সুযোগ তো হাতের মধ্যেই রইল।"

ডলি কহিলেন, "নিশাকর কি বলে? এখানে সে কল্‌কাতা ছেড়ে থাক্‌তে রাজী হ'বে? এবারে যে দু' দু'মাস নাগাড়ে রয়েছে সেই আশ্চর্য্য, পাঁচ দশদিনের বেশী তো থাক্‌তেই দেখি না।"

সুনন্দা কহিলেন, "এবার পাড়াগাঁ বোধ হয় তাকে যাদু করেছে—"

অকারণ লজ্জার আভাসে সুজলা রাঙা হইয়া উঠিল, নীরা কহিল, 'কাকাবাবুকে সেইখানে চাষ করতে দাও মা, বেশ হ'বে, সেই উঁচু জায়গাটায় বাড়ী, চারদিকে পুকুর, বাগান।"

মীরা কহিল, "হ্যাঁ মা, আমাদেরও গরু বাছুর থাক্‌বে, ছাগল থাক্‌বে, ঐ রকম হাঁস—পুকুর ময় চরে বেড়াবে।"

ডলি কহিলেন, "বাঃ, পাড়াগাঁ দেখ্‌ছি শুধু কাকাকে নয়, ভাইঝিদের শুদ্ধো যাদু করেছে।"

বিধু কহিল, "আমাদের সে জমীটা নতুন দখল নেওয়া হ'য়েছে, আমরাও একদিন বেড়িয়ে এসেছি, জায়গায় জায়গায়, পাথর কাঁকর থাকলেও মধ্যে মধ্যে খুব সরেস জমী আছে, এবারে কিছু আবাদ করা হচ্ছে, মামাবাবু অর্দ্ধেকটা খাসে রেখে অর্দ্ধেকটা বিলী করবেন, আপনারা যদি নেন্ তো কথাই নেই, দেখবেন, চাষ করতে পারলে, সোণা ফলবে।"

সুনন্দা কহিলেন, "চাষের মর্ম্মতো বড় জানি না, তবে ইচ্ছে হচ্ছে বটে কিছু চাষের বন্দোবস্ত করি, সত্যর তো ভারী উৎসাহ, সে বলে,—সেই-ই লোকজন দিয়ে সব দেখাশোনা করবে, ঠাকুরপোও রাজী হচ্ছে, কিন্তু উৎসাহটার আগুণ জ্বলজ্বলে নয়।"

সুজলা কহিল, "আমার কিন্তু পাড়াগাঁ বেশ পছন্দ হচ্ছে, তবে এখানকার মেয়েদের সভায় বাসীন্দাদের যা নমুনা দেখলাম, তাতেই চক্ষু স্থির।"

বিধু কহিল, "যাদবের মা'র কথা বল্‌ছেন, ওর মুখের বাক্যি অম্‌নিই।"

সুনন্দা কহিলেন, "সভায় শুধু একরকমের লোকের নমুনা পাওনি, রকমারীও তো ছিল সুজলা, ওজনে ওদিকটা ভারী হলেও ক্রমে হয় তো এ দিক্‌টাও ভারী হ'তে পারবে।"

এই সময় সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন, আগুনের টক্‌টকে লাল রঙের আভায় আকাশের এদিকে ওদিকে ছড়ানো মেঘের টুক্‌রা গুলি জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সে জ্বলজ্বলে আভা মিশাইয়া গিয়া ঈষৎ বাদামী ও সোণালী রঙের বর্ণচ্ছটায় চারিদিক রাঙিয়া উঠিল, বিধু কহিল, "আসুন আপনারা, সন্ধ্যের পূর্ব্বে কিছু মিষ্টমুখ কোরে বাড়ী যাবেন। সকলে মিলিয়া গোয়ালবাড়ী দিয়া যাইবার সময় দেখিল, একটি গরু ও দু'টি ছাগমাতা নিজেদের বৎস গুলিকে দুধ পান করাইতে করাইতে স্নেহভরে গা চাটিতেছে, জমিদারবাবুর খুকী কাছে দাঁড়াইয়া ছাগল দু'টিকে আদর করিতেছে, সুজলা বলিয়া উঠিল, "ওমা, কি সুন্দর" বিধু কহিল, "আমাদের খুকীর ছাগল, বাচ্চা রেখে চরতে গেছল, ওরা ফিরে আসতেই খুকী এসে আদর করছে।" সেই অনন্ত প্রেমময়ী বিশ্বজননীর স্নেহ প্রেমধারা; সর্ব্ব জীবে সমভাবে বিকসিত হইয়া, মানুষকে পরিতৃপ্ত ও ধন্য করিতেছে, ভাবিয়া সুনন্দা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন।

—উনিশ—

শরৎ-লক্ষ্মীর স্বর্ণাঞ্চল অপরূপ প্রভায় ঝলমল করিতেছে, আকাশ গাঢ় নীল, দু' এক খণ্ড কাশ-শুভ্র লঘু মেঘ খণ্ড, তার বুকে ভাসিয়া চলিয়াছে, ঠিক যেন নীল যমুনায় সারস ও বকের মেলা।

বঙ্গের প্রতি ছোট বড় গ্রাম শারদোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল, বৎসরান্তে সবারি গৃহে মহোৎসবের দীপ জ্বলিয়া সব দুঃখের অন্ধকার, আলোকের হাসিতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেই পূজা সমারোহের শেষ দিন, আজ বাঙ্গালীর সাধের বিজয়া দশমী, আজ শত্রু, মিত্র; সকলকেই হাসিমুখে কোল দিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করিতে হয়, জাতি বিচার আজ মনে রাখিতে নাই, যে জাতির মধ্যে, এতো বড় মহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত, তারা যে কেন অকারণে দলাদলি, বাদ বিসম্বাদ, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতিতে ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিয়া, জাতীয় অবনতির পথই প্রশস্ত করিয়া চলিয়াছে, তাহার উত্তর কে দিবে? একে অন্যের সৌভাগ্যে কাতর হইয়া, তাহার কোনো ক্ষতি করিতে না পারিলেও, নিজের মহত্ত্ব কতখানি খোয়াইয়া বসে, তার হিসাব রাখিতে এ জাতি কেন উদাসীন? কে বলিবে ইহার মূল গলদ কোথায়?

দৈবকীবাবুর বৃহৎ বাড়ীখানি আজ উৎসব সজ্জায় সজ্জিত, আনন্দের কল কোলাহলে মুখরিত, আজ সুনন্দার সাধের, সত্যলালের সাধনার, দৈবকীবাবুর আকাঙ্ক্ষীত চরকার উৎসবের প্রথম প্রতিষ্ঠা, সত্যলালের উৎসাহ ও আনন্দ আজ দেখে কে? সত্যলাল ভারী খুসী হইয়া আজ সুনন্দা বলিয়াছিল, "লোকের অবজ্ঞার জিনিষ—আজ আপনার দয়ায় যে দেশের মধ্যে গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারল, এ যেন স্বপ্নের অগোচর।" সুনন্দা কহিলেন, "আমায় কেন জড়াচ্ছ সত্য, তুমিই তো প্রথমে পথের আলো দেখিয়েছিলে, তোমার উৎসাহতেই না সেই ছোট ব্যাপার এমন বড় হ'তে পারল, জমিদার বাবুও উদ্যোগী হয়ে

দাঁড়ালেন, নইলে আমরা তো কিছুই না, তবে কি না ভগবানের আশীর্ব্বাদ এর মধ্যে আছেই।"

মেয়েরা সকলেই এ উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, যাদবের মাও বাদ যান নাই, পুরুষদেরও আগ্রহ বড় কম না, অর্থাৎ উৎসবটি কেমন হইতেছে, সেইটি দেখিবার ও জানিবার জন্যই বিশেষ আকাঙ্ক্ষা।

চরকার স্থতো কাটার জন্য এ বৎসর মাত্র ছয়টি পুরস্কার রাখা হইয়াছে, প্রথম পুরস্কার, পিতলের কারুকার্য্য করা পনের ডাবর, দ্বিতীয়, পিতলের কারুকার্য্য করা পিলসুজ, তৃতীয় পিতলের একটি হাঁড়ী, ৪র্থ একখানি বড় কাঁসার থালা, পঞ্চম, বড় কাঁসার জামবাটী, ষষ্ঠ, একটি ছোট বাটী, প্রত্যেক পুরস্কারের সঙ্গে, রামায়ণ, মহাভারত উপহার দেওয়া হইয়াছে, পুরস্কার ছয়টির মধ্যে প্রথমটি দৈবকীবাবু দিয়াছেন, দ্বিতীয়টি দিয়াছেন—মিষ্টার রায়, তৃতীয়টি দিয়াছেন— হিমাকরবাবু, চতুর্থটি দিয়াছেন—সুনন্দা, পঞ্চমটি দিয়াছে—নিশাকর, ষষ্ঠটি দিয়াছেন—ডলি।

পুরস্কারের জিনিষগুলি যে বাজে খেলনার জিনিষ না হইয়া, গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সকলেই খুসী, এমন কি, যাদবের মা, উমেশবাবুর স্ত্রী পর্য্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। যথা সময়ে পুরস্কার বিতরণ হইল, সুনন্দার উপর বিতরণের ভার দেওয়া হইয়াছিল, অবশ্য যে স্থতার কাপড় তৈয়ারী হইয়াছিল, উহা পুরুষরা দেখিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন, কোন কাপড় খানি, কোন পুরস্কারের উপযুক্ত।

প্রথম পুরস্কার পাইল বিধু, দ্বিতীয় রাজুর মা; তৃতীয় হরিমোহন বাবুর বালিকা কন্যা, চতুর্থ পাইল সীমা, পঞ্চম পাইল মীরা, ষষ্ঠ

পাইল গ্রামের চাষাদের একটি বধূ। পুরস্কার ছয়টি নির্দ্দিষ্ট হইলেও, কাপড় আরও কয়েকখানি আসিয়াছিল, চাষা ভূষোদের বউ ঝিরাও দু'তিনখানি কাপড় আনিয়াছিল, তাহাদিগকেও একটি করিয় টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল, লোকেদের উৎসাহ দেখিয়া, দৈবকী বাবুরও উৎসাহ দ্বিগুণ হইল, তিনি ঘোষণা করিলেন, আগামী বৎসরে বারটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইবে, শুনিয়া সকলেই খুসী হইলেন। যে সকল বৌ-ঝিরা ইচ্ছা করিয়া এ রকম বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে চাহে নাই, আগামী বৎসরে তাহারাও প্রতিযোগীতা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল, পুরস্কার বিতরণের পর, জমিদার বাবুর গৃহে, অন্যান্য বৎসরের মত সকলেরই পরিতোষ পূর্ব্বক আহারাদি হইল, তার পর একে একে সকলেই বিদায় লইলেন, সেদিন সন্ধ্যার সময় বিজয়ার বাদ্য যখন বাজিতে লাগিল, বাঁশীর সুরে, বিদায়ের করুণ রাগিণী না বাজিয়া যেন, উৎসবেরই সুর ধ্বনিত হইতে লাগিল। দৈবকীবাবু হাস্যমুখে বিধুকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানিস বিধু, মায়ের পুজোর যে একটা অঙ্গ হানি ছিল, আজ যেন তা পূর্ণ হোলো, পূজার উৎসবের আজ যেন ঠিক্ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোলো, যদ্দিন বেঁচে থাকি, বচ্ছর বচ্ছর এমনি কোরে যেন উৎসবটির মান রাখতে পারি।" বিধু হাসিমুখে কহিল, "সত্যর আর মীরার মা'র যা খুশী মামা, সে আর কি বলি, আমি প্রথম পুরস্কার পেয়েছি বোলে তাঁর ভারী আনন্দ।"

দৈবকীবাবু কহিলেন, "আনন্দ আমারও কিছু কম হয় নি বিধু, মামার মুখ আজ তুই-ই রাখলি।"

—আজ দূর দূরান্তর গ্রাম থেকে কত লোক উৎসব দেখতে

এসেছিল, অনেকে এ খবর জান্‌তও না, আজ জানা জানি হ'য়ে গেল, আসছে বছর, অনেক লোক হ'বে, তখন বোধ হয় বাড়ীর ভিতর জায়গা হ'বে না, মাঠে কোথাও ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

ইতিমধ্যে সুনন্দা বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন, নিশাকর হঠাৎ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল, উৎসবে যোগ দিবার জন্য কাল আবার ফিরিয়া অসিয়াছে। মীরা আনন্দের সহিত কাকা'ক নিজের উপহার দেখাইতে ব্যস্ত, সুজলাও উৎসবে উপস্থিত ছিল, নিশাকর কথাচ্ছলে মীরার নিকট সুজলার খবরও জানিয়া লইতেছিল, সুনন্দাদের নামাইয়া দিয়া ডলি ও সুজলা যখন চলিয়া যান, তখন নিশাকরের সহিত সুজলার চোখো-চোখী হইয়াছিল মাত্র, কে বলিবে সেই ক্ষণিকের দর্শনে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি—তার আর তুলনা কোথায়?

মীরা বলিতেছিল, "জান্‌লে কাকাবাবু, সুজলা-মাসী এমন দুষ্টু যে নিজের সুতোতে একখানি এমন সুন্দর কাপড় সত্য দাদাকে দিয়ে তৈরী করিয়েছে, তা যদি তুমি দেখ্‌তে, মা এতো বল্লেন, সত্য দাদা এতো বল্লে, কিন্তু কিছুতে তা কাউকে দেখালে না।"

এদিকে সুনন্দা ও হিমাকরবাবু তখন প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে চরকার উৎসবের কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় সত্য আসিয়া কুণ্ঠিত ভাবে ডাকিল, "মা?"

সুনন্দা কহিলেন, "কিছু বল্‌বে সত্য? বল?"

সত্য কহিল, "একখানা কাপড় আমি নিজের হাতে সুতো কেটে বুনিয়েছি, সাধ্যমত সুতো মিহি করতে চেষ্টা করলেও তেমন সুবিধে হয় নি, আপনারা যে রকম ঢাকাই ব্যবহার করেন তার কাছে—"

সুনন্দা কহিলেন, "ঢাকাইএর তুলনা দিয়ো না সত্য, সে বিলাতের সুতো, তার চাইতে তোমার হাতের জিনিষের মান ঢের বেশী, আমার কাছে তার দামও ঢের বেশী।"

সত্য তখন কাপড় খানি বাহির করিয়া, সুনন্দার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল, কহিল, "আপনি পরলেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হ'বে।"

সুনন্দা সাদরে কাপড়খানি তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি এ কাপড় পেয়ে আজ বড় খুসী হ'লাম সত্য, তুমি আজ যেমন অকুণ্ঠিত ভাবে এ কাপড় আমায় উপহার দিতে পারলে, আমি যেমন আনন্দ আর গৌরবের সঙ্গে 'দেশের বুকের ধন' এ কাপড় খানি নিয়ে ধন্য হ'লাম, আমাদের ভারতবর্ষে সকলেই যেন এই ভাবে এর মর্য্যাদা বুঝতে পারেন, এর চাইতে বড় প্রার্থনা আমি আর জানি না সত্য।" আনন্দে ও সফলতার গৌরবে সত্যলালের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে পুনরায় নত হইয়া সুনন্দার পায়ের ধূলা লইল, এই সময় মীরা আসিয়া নিজের পুরস্কার পিতার পায়ের নিকট রাখিয়া প্রণাম করিল, হিমাকরবাবু প্রসন্নমুখে কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া নীরব আশীর্ব্বাদের স্পর্শ বুলাইয়া দিলেন, সম্মুখের আকাশে শরতের চাঁদ সুধামাখা হাসির দীপ্তি ছড়াইয়া দিল, সকলেই মুগ্ধ হইয়া দেখিলেন, কোন মহান মঙ্গলময়ের পবিত্র আশীর্ব্বাদ, সেই নির্ম্মল শারদীয়া জ্যোৎস্নার হাসিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে সকলেরই চিত্ত তাঁহার-উদ্দেশে নত হইয়া পড়িল।

সমাপ্ত।